তবুও মানুষ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র দে

প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট্.
কলিকাতা।

আমার প্রথম প্রচেষ্টা
পরমাত্মীয় ও প্রিয় বন্ধু
ডাক্তার পদ্মনাথ বসু
আই.এম.এস-কে দিলাম

জ্ঞান

নিবেদন

এতদিন ছোট গল্প লিখে আসছি। "তবুও মানুষ" আমার প্রথম উপন্যাস। জানি না কতদূর সফল হয়েছি; বিচার-ভার পাঠক-পাঠিকাদের দিলাম। তাঁরা যদি কিছুমাত্র রস-সংগ্রহ করতে পারেন, আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

"তবুও মানুষ" বোধ হয় চিরকাল অন্ধকারের অন্তরালে থেকে যেত। এই বইখানা প্রকাশে প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয় সমস্ত দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রিয়বন্ধু শ্রীচন্দ্রশেখর পালিত সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করে আমার মহদুপকার করেছেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বইখানার অনেক স্থানে ভ্রম সংশোধন ক'রে আমায় উৎসাহ দান করেছেন।

এই ত্র্যহস্পর্শের সংঘর্ষে "তবুও মানুষ" সাময়িকভাবে লোকসমাজে আবির্ভাব হ'ল। এঁদের নিকট আমি আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাঠক-পাঠিকাদের নিকট প্রার্থনা করছি, তাঁরা যেন আমার অক্ষমতা মার্জ্জনা করেন।

মহাষ্টমী ১৩৫২
৫৪/৪ বি, ষ্ট্রাণ্ড রোড,
কলিকাতা

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে

তবুও মানুষ

সন্ধ্যা হইয়াছে।

এই সময় ভবানীপুরে বঙ্গীয় অনাথ আশ্রমে কয়েকটী বালক মিলিয়া মহা কলরবে তর্কযুদ্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে। একটী বালক বলিল, দেখ অশোক, তুই কিছুই জানিস্ না।

অশোক উত্তর দিল, তুই সব জানিস্,—না? উনি সবজান্তা।

অন্য ছেলেটীর নাম রমেশ। সে বলিল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য শকজাতিকে যুদ্ধে হারিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন ও শকারি উপাধি গ্রহণ করেন!

অশোক বলিল, মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকজাতিকে পরাজিত করেন। তাঁরই উপাধি বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা ছিলেন না।

রমেশ চীৎকার করিয়া বলিল, তুই কিছুই জানিস্ না।

অশোকও চীৎকার করিয়া বলিল, তুই কিছুই জানিস্ না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য কি না,—কাল স্কুলে সার্‌কে জিজ্ঞাসা করিস্।

বিদ্রূপের স্বরে রমেশ বলিল্, ওঃ! আমার অথরিটি এলেন গো। যদুনাথ সরকারের এবার অন্ন উঠলো!

অশোকের সমস্ত মুখখানা ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, বাজে তর্ক করে লাভ নেই। কাল সার্‌কে জিজ্ঞাসা করলে বোঝা যাবে কার কতদূর বিদ্যের দৌড়।

রমেশ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কার কতদূর বিদ্যের দৌড় জান্‌তে বাকি নেই।

অশোক বলিল, আমারো জানতে বাকি নেই। অত বড় বুড়ো ছেলে এখনো থার্ডক্লাশে পড়ছেন। লজ্জাও করে না, বুড়ো দামড়া কোথাকার!

রমেশ ও অশোক এক ক্লাশে পড়ে। রমেশ অশোক হইতে তিন চার বৎসরের বড়। ষোল বৎসর বয়সে থার্ড ক্লাশে পড়ার জন্য ক্লাশের অন্যান্য ছেলেরা তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। অনেকে আবার তাহাকে দামড়া বলিয়া ডাকিত। এইজন্য ছেলেদের সঙ্গে তাহার সময় সময় বচসা ও মারামারি হইত। অশোক ক্রোধবশে তাহার দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিয়া বসিল।

রমেশ এবার বারুদের স্তূপের মত জ্বলিয়া ফাটিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, দেখ্ অশোক, মুখ্ সামলে কথা বলিস্।

অশোক তাচ্ছল্যের স্বরে বলিল, কেন—মারবি নাকি?

—"দরকার হ'লে মারতে হবে বৈকি।"

—"ওঃ! বড় তোর ক্ষমতা। আয় না একবার দেখি।"

রমেশের শরীর তখন ক্রোধে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে বলিল, ছোটলোক কোথাকার।

অশোক বলিল, যা তা বলিস্ নে—বলছি কিন্তু, ভাল হবে না।

রমেশ চীৎকার করিয়া বলিল, বলবো না,—হাজার বার বলবো।

—"দেখ রমেশ, বল্‌ছি—ভাল হবে না।"

—"নিশ্চয় ভাল হবে। শোন্,—তুই ছোটলোক, তোর বাপ ছোটলোক।"

—"খবরদার—বাপ তুলে কথা কস্‌নে।"

রমেশের জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সে শ্লেষের স্বরে বলিল, যা-যা কথা কস্‌নে। বাপের উপর বড় টান দেখ্‌ছি।

অশোকের ঠোঁট থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে যেন কি বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। রমেশ অশোকের দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিতে পারিয়াছে জানিয়া, মনে মনে উল্লসিত হইল। সে এবার জিভের ডগায় অধিকতর বিষ মিশাইয়া বলিল, জানি,—আমরা তোর সব কথা জানি। আর বাপ বাপ করিস্ না। লজ্জাও করে না।

অশোক বলিল, তোর লজ্জা করে না?

রমেশ বলিল, আমার কিসের লজ্জা রে।

এতক্ষণ অন্যান্য ছেলেরা সব নীরবে শুনিতেছিল। অশোকের সমবয়সী একটী ছেলে বলিল, যাক্ গে রমেশ,—সে সব কথা বলে বেচারার মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি।

রমেশ ছেলেটীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দেখ্‌লে তো বসন্ত, বাবুর কি তেজ!

অশোক বলিল, কেন হবে না শুনি; কারুর তো ধার করে খাইনি।

রমেশ বলিল, তা খাস্‌নি বটে,—তবে—

অশোক তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, তবে কি রে?

—"আমি হলে লোকের সামনে বেরুতাম না, গলায় দড়ি দিয়ে মরতাম।"

—"তাই মরনা কেন।"

—"আমি কোন্ দুঃখে মরতে যাবো রে। তোরই মরা দরকার। শোন—আমরা গরীব বলেই অনাথ আশ্রমে আছি। কিন্তু তুই,—তোর বাপ বা কুলের কোন ঠিক আছে—"

বসন্ত বলিল, চুপ কর রমেশ।

অশোকের চোখ হইতে তখন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল সে এখনি রমেশকে দুই চোখ দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে। রমেশ তাহার জ্বলন্ত চোখের দিকে চাহিয়া ভীত হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া বলিল, যার বাপের ঠিক নেই, সে আসে কি না আবার তর্ক করতে, জারজ কোথাকার,—

অশোকের শরীর হইতে যেন একটা আগুনের হল্কা ছুটিয়া গেল। সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে টেবিলের উপর হইতে দোয়াতদান উঠাইয়া লইয়া, রমেশের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। সেই ভীষণ আঘাত রমেশ সহ্য করিতে পারিল না। জ্ঞানশূন্য হইয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। মস্তক ফাটিয়া রক্তধারা ছুটিল। ছেলেরা সব কলরব করিয়া উঠিল। অনেকে ভয়ে ঘর হইতে দৌড়াইয়া পলাইল। দুই তিনজন খবর দিতে ছুটিল। মহা এক সোরগোল পড়িয়া গেল।

অশোক কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত বাদে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সে রমেশের রক্তাক্ত ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া পড়িল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। ততোধিক নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সকলে রমেশকে লইয়া ব্যস্ত।

দুই

বেলা ছয়টা বাজিয়াছে।

চৌরঙ্গীর সাহেব-দোকানের সামনে একখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। দুইজন পাদরী সাহেব দোকান হইতে সওদা করিয়া মোটরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় অশোক সেখানে আসিয়া তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাঁহারা একটি ভদ্রঘরের ছেলেকে ভিক্ষা চাহিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। একবার অশোকের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বুঝিলেন, কোথায় যেন একটা গলদ রহিয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠ সাহেবটি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্য সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, দেখ ব্ল্যাকার, আমার মনে হচ্ছে ছেলেটি ভদ্রঘরের, কিন্তু ভিক্ষা চাইছে কেন ?

ব্ল্যাকার সাহেব নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছেন। এদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কেতাবে তিনি ভারত-বাসী সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য ও কুৎসাপূর্ণ তথ্য পড়িয়াছিলেন। তিনি হালে একখানা পুস্তকে পড়িয়াছেন যে, যাট সত্তর বয়সের বৃদ্ধেরা আট নয় বৎসরের বালিকার পাণিপীড়ন করিয়া তাহার পূর্ব্বস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকন্যাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। তিনি সেইরূপ একটা পারিবারিক ঘটনা ঘটিয়াছে মনে করিয়া বলিলেন, বোধ হয় এ ছেলেটির সৎমা আছে।

কেলি সাহেব বহুদিন হইতে এদেশে আছেন। তিনি ভারতবাসীর পারিবারিক সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। তিনি ব্ল্যাকার সাহেবকে আর কিছু না বলিয়া, অশোককে বাংলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ?

অশোক উত্তর দিল, অশোককুমার গুপ্ত।

—"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

অশোক কিছুক্ষণ চিন্তা কবিয়া বলিল, বাড়ী আমার নেই।

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাপ মা,—

অশোক সাহেবের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিল, বাপ-মা আমার নেই।

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন তোমাকে কে মানুষ করেছে ?

অশোক নতমস্তকে ধীরে ধীরে জবাব দিল, একটী অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছি।

—"তবে সাহায্য চাইছো কেন ? সেখানে তো খেতে পরতে দেয়।"

অশোক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর উত্তব দিল, আমি সেখান থেকে চলে এসেছি।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন. কেন,—চলে এলে কেন ?

—"আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।"

—"কার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে ?"

—"অনাথ আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে।"

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ছেলেদের সঙ্গে !

অশোক শুধু বলিল, হ্যাঁ।

—"ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া হলো কেন ?"

অশোক মাথা নত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া হাতের নখ দাঁত দিয়া কাটিতে লাগিল। মনে হইল কি যেন চিন্তা করিতেছে।

সাহেব স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলো,—ঝগড়া হলো কেন ?

অশোক এবার মস্তক উঠাইয়া সাহেবের মুখের দিকে একবার

দৃষ্টিপাত করিল। তারপর মাথা নত করিয়া বলিল, তারা বলে আমার বাপের ঠিক নেই। আমি জারজ—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া মুক্তার মত অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সাহেব মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার ব্যথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাকে দুই হাতে নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল। সাহেব এবার বলিলেন, তোমার কোন ভয় নেই,—চুপ কর কেঁদো না।

সান্ত্বনার বাক্য শুনিয়া অশোক এবার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে যে এর পূর্ব্বে কখনো এমন সোহাগের বাণী ও আদরের স্পর্শ পায় নাই। ইহা যে তাহার কাছে অনাস্বাদিত নূতন কিছু। সে যে জ্ঞান হইতে কেবল অনাথ আশ্রমের কর্ত্রীর নিকট হইতে দাঁতখিঁচানি ও বেত্রাঘাত পাইয়া আসিয়াছে। মানুষ যে এত ভালবাসিতে পারে, এমন মিষ্ট কথা কহিতে পারে তাহা সে পূর্ব্বে কখনও ধারণায় আনিতে পারে নাই। সাহেব যতই তাহাকে আদর সোহাগ করিতে লাগিলেন, ততই তাহার দুঃখ যেন বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

সাহেব তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তোমার খিদে পেয়েছে, না অশোক,—কিছু খাবে—কেমন ?

তারপর ব্ল্যাকার সাহেবকে বলিলেন, টুক্‌রী থেকে কয়েকখানা কেক্ অশোককে দাও তো।

ব্ল্যাকার তাড়াতাড়ি টুক্‌রী হইতে কয়েকখানা কেক্ বাহির করিয়া অশোকের হাতে দিয়া বলিলেন, খাও।

অশোক হাত পাতিয়া কেক্‌গুলি লইয়া, সেগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে চোখ মুছিতে লাগিল।

কেলি সাহেব অতি কোমল স্বরে বলিলেন, খাও, কোন ভয় নেই।

তারপর তিনি অশোকের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিলেন, তাঁহাদের চারি পার্শ্বে একটা বেশ ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। জনতা উৎসুক নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছে। তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। অশোকের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন, সে কেক্‌গুলিকে সেইভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উপস্থিত তাহার চক্ষু হইতে জল পড়া বন্ধ হইয়াছে।

কেলি সাহেব বলিলেন, খেয়ে ফেল, লজ্জা কি। অশোক কিন্তু সেইরূপ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপর ব্ল্যাকার সাহেবকে নিম্নস্বরে কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্ল্যাকার সাহেবও নিম্নস্বরে কি বলিলেন, বোঝা গেল না। কেলি সাহেব এবার অশোকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

অশোক যেন হাতে চাঁদ পাইল। সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। কেলি সাহেব তাহাকে ইসারায় মোটরের পিছনের সিটে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন। অশোক ইঙ্গিতমাত্র মোটরে উঠিয়া বসিল। কেলি সাহেব মোটরে উঠিয়া বসিয়া ষ্টীয়ারিং ধরিলেন। ব্ল্যাকার সাহেব তাহার পার্শ্বে বসিলেন। কেলি সাহেব হর্ণ দিলেন। জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পাশে সরিয়া গেল। মোটর ভোঁ ভোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিল। জনতার মধ্য হইতে কে একজন বলিল, ছোঁড়ার কপাল ভাল।

মোটর চলিয়াছে। তিনজনই নীরব। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা টালিগঞ্জের একটী উদ্যান-বেষ্টিত বৃহৎ বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এটী একটী কন্‌ভেণ্ট। তাঁহারা তিনজনে মোটর হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তিন

ধীরে ধীরে বার বৎসর অতীত হইয়াছে। অশোক এখন পূর্ণ যুবা পুরুষ। গত বৎসর সে সসম্মানে এম-এ, পাশ করিয়াছে। দীর্ঘ এই বার বৎসরে তাহার জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। কেলি সাহেব এখনও পর্য্যন্ত কন্‌ভেণ্টের সর্ব্বময় কর্ত্তা আছেন। তিনি বার্দ্ধক্যে পা দিয়াছেন। যৌবনের সেই কর্ম্মচঞ্চলতায় যেন অনেকটা ভাঁটা ধরিয়াছে। দিনের বেশির ভাগই লাইব্রেরী ঘরে কাটান। এখন তিনি শুধু বাইবেল পড়েন না; তাঁহার টেবিলেব উপর বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, কোরাণ ও হিন্দু মুসলমানের বহু ধর্ম্মগ্রন্থ স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারাই তাঁহার মনের খোরাক যোগাইতেছে। যৌবনের সেই ভীষণ উদ্দীপনা আর নাই। তাঁহার চোখের ঘোর ও মনের রং বদলাইয়া গিয়াছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম্মভাব বাসি ফুলের পাপড়ির মত খসিয়া পড়িতেছে। আজ তিনি প্রত্যেক শিরা ও উপশিরা দিয়া অনুভব করিতেছেন, সমস্ত ধর্ম্মের সারমর্ম্ম এক ও উপদেশ এক। সবারই লক্ষ্য এক। কেবল মাত্র মত আলাদা। তবে ধর্ম্মের নামে এত হানাহানি ও কাটাকাটি কেন? ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্ম কেন? আজ তিনি ভাবিতেছেন, সমস্ত ধর্ম্মের সমতা রক্ষা করিয়া, বিশ্ব-মানবের কল্যাণের জন্য দীর্ঘস্থায়ী নূতন কিছু করা যায় কি না। এইভাবে তাঁহার দিন কাটিতেছে। ব্ল্যাকার সাহেব বহু পূর্ব্বেই স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না।

অশোক কেলি সাহেবের স্নেহময় ছায়ায় দীর্ঘ বৎসরগুলি নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়াছে। সে তাঁহার পক্ষপুটে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কেলি সাহেব প্রথম দর্শনে তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। সেই ভালবাসা তাঁহার অন্তস্তলে আজো পর্য্যন্ত ফল্গুনদীর মত নিঃশব্দে প্রবাহিত

হইতেছে। কোথায় যেন তাঁহার একটু দুর্ব্বলতা ছিল। চিরকুমার তিনি। সংসারধর্ম্মে কখনও প্রবেশ করেন নাই। উগ্র জাতীয়বাদ ও ধর্ম্মপ্রবণতায় তখন মনে করিয়াছিলেন যে, ত্রাণকর্ত্তা যীশুর মহিমা দেশে দেশে প্রচার করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিবেন। ইহার চেয়ে আর কি মহৎ কার্য্য আছে? কিন্তু প্রকৃতিকে তিনি ফাঁকি দিতে পারিলেন না। অশোকই তাঁহার দুর্ব্বল মনের কোণে আঘাত করিয়া বসিল। সত্যই তিনি অশোককে ভালবাসিলেন। আর সেই ভালবাসা দিনের পর দিন গভীর হইতে গভীরতর হইয়া, মনের কোণে এক প্রচ্ছন্ন তারে ঝঙ্কার তুলিল। তাঁহার মন সেদিন অজানিত ভাবে অনেক কিছু কামনা করিয়াছিল। হয়তো চাহিয়াছিল স্ত্রী, পুত্র ও পবিবার। কিন্তু যৌবনের প্রবল ধর্ম্মোচ্ছ্বাসের ফলে সব চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। যেদিন তিনি প্রথম অশোককে দেখিলেন, সেইদিনই অতর্কিত ভাবে তাঁহার মনে একটা দাগ পড়িয়া গেল। ক্রমে ক্রমে অশোক তাঁহার একটা বহুদিনের বুভুক্ষুস্থান অধিকার করিয়া বসিল। তিনি তাহাকে ভালবাসিলেন পিতা যেমন সন্তানকে ভালবাসে। অশোক ভালবাসিল পুত্র যেমন পিতাকে ভালবাসে।

অশোক কন্‌ভেণ্টে আসিবার দুইদিন পরে সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এখানে থাকিতে চায় কি না? অশোক জবাব দিয়াছিল, সে থাকিতে চায়। সাহেব বলিযাছিলেন, এখানে থাকিলে তাহাকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই কন্‌ভেণ্টের নিয়ম। অশোক উত্তরে বলিয়াছিল, তাহা হইলে সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। ইহাতে সাহেব বড়ই দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে তাহার বাধা কি? অশোক বলিয়াছিল, বাধা কিছু নাই। তবে সে যখন বিশেষ কোন ধর্ম্মই মানে না ও ধর্ম্মের বিষয় কিছু বোঝে না, তখন নামমাত্র ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া লাভ কি? সাহেব তাহার

স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ তর্ক শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন যে, এখান হইতে চলিয়া গেলে, আবার তাহাকে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে হইবে। সেদিন তিনি তাহার মনের তেজ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা মনটা যেন ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠিয়াছিল। আহা বেচারা কোথায় যাইবে—কি খাইবে। এই অনাথ বালকটির জন্য তাঁহার প্রাণ সহানুভূতিতে ভরিয়া গিয়াছিল। আশা করিয়াছিলেন, বড় হইলে লেখাপড়া শিখিলে ও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে মনোভাব নিশ্চয় পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। একটী অখৃষ্টান বালককে কন্‌ভেণ্টে রাখিবার জন্য তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। কন্‌ভেণ্টের এই নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করার জন্য তাঁহাকে বিলাত হইতে বিশেষ আদেশ লইতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেলি সাহেব কন্‌ভেণ্টের অফিস ঘরে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মনোযোগের সহিত একখানা পত্র পড়িতেছিলেন। পড়া হইলে তিনি সেখানা ওয়েট্ চাপা দিয়া রাখিলেন। পকেট হইতে সিগার কেস্ বাহির করিয়া, একটী সিগার লইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। তারপর সিগার টানিতে টানিতে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে বাহিরের দিকে কাহার প্রতীক্ষায় চাহিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বাদে অশোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া তিনি সিগারে জোরে টান দিয়া বলিলেন, তোমার নামে একখানা নিয়োগপত্র এসেছে। আমার বন্ধু মিষ্টার হেন্‌রীও পত্রের জবাব দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার। তাঁর অধীনে তোমাকে ডিমন্‌ষ্ট্রেটরের কাজ করতে হবে। লিখেছেন, তোমার কোনই অসুবিধা হবে না। কেলি সাহেব নিয়োগপত্রখানা অশোকের হাতে দিলেন। সে একবার

পড়িয়া লইয়া ফিরত দিল। সাহেব বলিলেন, দেখলে তো,—এখন তোমার মত কি ?

অশোক বলিল, আপনার মতই আমার মত !

কেলি সাহেব বলিলেন, মাহিনা উপস্থিত ১৭৫৲ টাকা দেবে। মিষ্টার হেন্‌রী লিখেছেন, খুব শিগ্‌গির লেক্‌চারার হবার আশা আছে। লক্ষ্ণৌ বেশ হেল্‌দী প্লেস্, আমার মতে যাওয়াই ভাল।

অশোক বলিল, আমার অমত নেই।

কেলি সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অশোক তোমাকে অনেকদিন থেকে একটা কথা বলবো বলবো মনে করেছি ; কিন্তু বলা হচ্ছে না।

অশোক অতি নম্রস্বরে বলিল, আদেশ করুন।

কেলি সাহেব এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, এখন কি তোমার দীক্ষা নিতে অমত আছে ?

অশোক বহুদিন পরে তাঁহার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বাদে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে বলিল, দয়া করে আমাকে দু' একদিন চিন্তা করতে দিন।

কেলি সাহেব বলিলেন, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

অশোক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। সাহেব এবার অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, তাহ'লে সবিতার সঙ্গে তোমার বিয়ে দীক্ষার পরেই হবে। আমার মতে, তুমি বিয়ে করেই লক্ষ্ণৌ যাও। আর আমি এরূপ আভাস মিষ্টার হেন্‌রীর পত্রে দিয়েছি। তোমার বোধ হয় অমত হবে না।

অশোক ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, আমাকে দয়া করে দু' একদিন চিন্তা করতে দিন।

সাহেব কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,

অশোক, তোমাকে আজ বড়ই ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। যাও, বিশ্রাম করগে।

অশোক কেলি সাহেবের প্রখর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কেলি সাহেব একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি গম্ভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। কর্ম্মচঞ্চল নগরী নিথর ও নিস্তব্ধ হইল। সমস্ত নগরী সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িল। দূরে গীর্জ্জার ঘড়িতে সময়ের সমতা বক্ষা করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতে লাগিল। অশোক এই সময় আপনার শয্যায় শয়ন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। আজ তাহার জীবনে বিরাট সমস্যা। ইহা যে সে কেমন করিয়া সমাধান করিবে তাহার হদিস্ খুঁজিয়া পাইতেছে না। অশোক ভাবিতেছিল, সবিতাকে সে বিবাহ করিতে পারে না, কিছুতেই পারে না। সে সবিতাকে ভালবাসে না। সবিতা এদেশবাসীকে ঘৃণা করে। এ কারণে তাহার প্রতি অশোকের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া আছে। সে আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবিতে লজ্জা বোধ করে। যদ্যপি তাহার শরীরে ভারতবাসীর রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। তাহার মা ছিল খাঁটি বাঙালীর মেয়ে। অবশ্য ছোট জাতের। প্রথমে সে জন্ সাহেবের বাড়ীর আয়া ছিল। অকালে মিসেস্ জনের মৃত্যু হয়। তখন অবিবাহিতা আয়া কমলারাণীর বয়স সতর আঠার বৎসর। মেমসাহেবের মৃত্যুতে মিষ্টার জন্ কিছুদিন শোকে অভিভূত হইয়া রহিলেন। শোকোচ্ছ্বাস কমিলে, আয়া কমলারাণীর উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার যৌবন তখন ভরা ভাদ্রের নদীর মত কূল ছাপাইয়া উথলিয়া পড়িতেছিল। সাহেব দেখিলেন,—মন্দ নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তাহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়া গৃহলক্ষ্মীর পদ দিলেন। সাহেব একেবারে এদেশী ছিলেন

না। তাঁহার শিরায় কিছু সাগরপারের রক্ত ছিল। সবিতা ইঁহাদেরই কন্যা। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে এই কন্‌ভেণ্টে মানুষ হইয়াছে।

অশোক ভাবিতেছে, সে সবিতাকে বিবাহ করিলে কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। সে তাহার একেবারে অযোগ্যা নয়। সবিতা সুন্দরী ও বিদুষী। কিন্তু তাহার মহৎ দোষ, সে এদেশ ও এদেশ-বাসীকে আপনার দেশ ও স্বদেশবাসী বলিয়া মনে করিতে পারে না। উপরন্তু সে এদেশবাসীকে ভীষণ ঘৃণা করে। অশোক ইহা একেবারে পছন্দ করে না। এই কারণে তাহার মন তাহার উপর বিতৃষ্ণায় ভরিয়া আছে। না,—সে কিছুতেই সবিতাকে বিবাহ করিবে না। যদি প্রয়োজন হয়, কন্‌ভেণ্ট ছাড়িয়া পলাইবে। কিন্তু সে কিছুতেই তাহাকে বিবাহ করিবে না।

ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে সাহেব বলিলেন, কিন্তু কোন ধর্ম্মেই তাহার বিশ্বাস আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে সে নাস্তিক নয়। এ বিষয় সে কোন-দিন চিন্তা করে নাই। ভগবান যে আছেন, সে বিষয় সে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তাহার পৈতৃক ধর্ম্ম কি তাহাও সে জানে না। কে তাহার পিতা, কে তাহার মাতা সে বিষয় সে কিছুই অবগত নয়। কোথায় তাহার জন্ম, কি তাহার জাতি, কিছুই সে জানে না। জ্ঞান হইলে সে আপনাকে পাইল একটি অনাথাশ্রমে কতকগুলি অনাথা ছেলেমেয়েদের মধ্যে। তারপর জানিয়াছে আপনাকে অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মুখে। এই পর্য্যন্ত জানা আছে তাহার নিজের জীবনের ইতিহাস।

অশোক আর ভাবিতে পারিল না। শয্যা হইতে উঠিল। সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল। টেবিলের উপরে কতকগুলি পুরাতন খবরের কাগজ পড়িয়াছিল, উঠাইয়া লইয়া কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে একস্থানে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তারপর টেবিলের উপরে একখানা কাগজে লিখিল। বিজ্ঞাপনে

এইরূপ লেখা ছিল, একজন প্রুফ রীডার আবশ্যক। মাসিক বেতন আশী টাকা। গ্র্যাজুয়েট বাঞ্ছনীয়। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

এবার অশোক নিশ্চিন্ত আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো নিভাইয়া শয়ন করিল। শয়ন করিল বটে কিন্তু নিদ্রা আসিল না। ভাবিতে লাগিল—জনমত প্রেসে চাকরী পাইলে সে এখান হইতে পলাইয়া যাইবে; কিছুতেই সে সবিতাকে বিবাহ করিবে না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, পলাইয়া গেলে সাহেবের কি কষ্টই না হইবে। একথা মনে আসিতেই তাহার দুই চোখে জল আসিল। সাহেব তাহাকে মাতার স্নেহ, পিতার দরদ দিয়া মানুষ করিয়াছেন। একদিনের জন্য সে কোন কিছুর অভাব অনুভব করে নাই। আজ সে মানুষ হইয়াছে, নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছে। সাহেব যদি তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া না আনিতেন, তাহা হইলে সে রাজপথে ভিক্ষুকের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিত। আজ সাহেবের চেষ্টায় ভাল চাকরী জুটিতেছে। হেন্‌রী সাহেবের কাছে তিনি তাহাকে তাঁহার পালকপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এত স্নেহের বিনিময়ে সে তাঁহাকে কি দিতেছে। এত অকৃতজ্ঞ সে। না,—সে অকৃতজ্ঞ নয়। কিন্তু কিছুতেই সে সবিতাকে বিবাহ করিয়া নিজের ও তাহার জীবনটা নষ্ট করিয়া দিতে পারিবে না। কি কারণে সে সবিতাকে বিবাহ করিতে চায় না, তাহাও সে সাহেবকে বুঝাইতে পারিবে না। সাহেব হয়তো তাহার কথা বিশ্বাসই করিবেন না।

আবার তাহার মনে হইল, সাহেবের কি কষ্টই না হইবে। আচ্ছা, সে যদি মরিয়া যায়? সে মনে বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করিল। তাহাই ঠিক,—সাহেব না হয় মনে করিবেন সে মরিয়া গিয়াছে। মনটা তাহার এবার অনেকটা শান্ত হইল। ধীরে ধীরে তাহার চোখ বুঁজিয়া আসিতে লাগিল। তারপর আপনার অজানিত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন দূরে গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিল।

চার

বেলা তিনটা বাজিয়াছে।

অশোক দৈনিক জনমত পত্রের অফিসে বসিয়া একখানা টেলিগ্রামের বাংলায় অনুবাদ করিতেছিল। টেলিগ্রামখানা আসিয়াছে দিল্লী হইতে। আজ সন্ধ্যার বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হইবে। সে খুব মনোযোগ সহকারে তাড়াতাড়ি কাজটী করিতেছিল। এই সময় জনমত পত্রের সত্বাধিকারীর খাস চাপরাশি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশোককে জানাইল যে, বড়বাবু তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

কিছুদূরে আরো তিন চারিজন যুবক একমনে কাজ করিতেছিল। চাপরাশির গলার শব্দে তাহারা সকলে একসঙ্গে মুখ উঠাইয়া অশোকের দিকে চাহিয়া রহিল। অশোক তখন অভিভূতের মত চাপরাশির মুখের দিকে চাহিয়া আছে। একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার অশোকবাবু?

অশোকের এবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, কি করে জানবো বলুন।

তারপর চাপরাশির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ডাকছেন কি?

চাপরাশি বলিল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাকে। চলুন-চলুন, শিগ্‌গির চলুন।

অশোক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চাপরাশি আবার বলিল, ভাবছেন কি—শিগ্‌গির চলুন।

অশোক ধীরে ধীরে সত্বাধিকারী রমানাথবাবুর কামরার দিকে অগ্রসর হইল। চাপরাশি তাহার অনুসরণ করিল।

অশোকের চিন্তিত হইবার কারণ ছিল। রমানাথবাবু ম্যানেজার ও সম্পাদক ছাড়া আর কাহাকে কখনও ডাকিতেন না বা আলাপ

করিতেন না। তিনি বড়ই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কর্ম্মচারীরাও কখনো তাঁহার কাছে যাইত না। তাহারা সাধারণতঃ তাঁহাকে এড়াইয়াই চলিত, হঠাৎ আজ আশোককে আহ্বান করাতে বিদ্যুদ্বেগে সমাচারটা সমস্ত অফিসে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকলে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অশোক পর্দ্দার কাছে আসিতেই চাপরাশি পর্দ্দা উঠাইয়া ধরিল। সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রমানাথবাবুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি একটা কাগজে কি লিখিতেছিলেন। সামান্য মাত্র মাথা নোয়াইয়া প্রতিনমস্কার করিয়া, চোখের ইসারায় সামনের চেয়ারে বসিতে বলিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে তিনি লেখা শেষ করিয়া অশোকের দিকে মুখ উঠাইয়া দেখিলেন।

অশোক ব্যস্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমানাথবাবু বলিলেন, আপনি বসুন,—অনেক কথা আছে।

অশোক ঝুপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কেবল তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, অ—নেক কথা!

রমানাথবাবু বলিলেন, হ্যাঁ—অনেক কথা। ভয় পাবেন না; ভয় পাবার কিছু নেই।

অশোক বিস্ফারিত চোখে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। রমানাথবাবু বলিলেন, আপনাকে বিশেষ কাজের জন্য ডেকেছি।

অশোক শুষ্কস্বরে বলিল, বলুন।

রমানাথবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি আপনাকে আমার দৈনিক জনমত কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত করবো স্থির করেছি।

অশোক প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনে করিল তিনি বোধ হয় তাহার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে হইল,

ইনি তো ঠাট্টা করিবার লোক নহেন। তখন সে অভিভূতের মত জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ?

রমানাথবাবু বলিলেন, হ্যাঁ—আপনাকে। আশ্চর্য্য হচ্ছেন, ভাবছেন ভুল করেছি।

তারপর হাসিয়া বলিলেন, আপনারা মনে করেন, আমি কাকেও চিনি না,—কারো খোঁজ রাখি না। কিন্তু আমি এখানে বসে সবাইকে চিনি, সবার খোঁজ রাখি এবং কার কতদূর ক্ষমতা তা' জানি।

তিনি এবার চুপ করিলেন। অশোক তখন অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, আপনার তিন চারটা প্রবন্ধ পড়েই বুঝেছি যে, আপনি কালে একজন শক্তিমান লেখক হবেন। যাক্—এখন আপনার কি মত বলুন তো ?

এতক্ষণ অশোকের কপালে ফোটা ফোটা ঘাম জমিয়া উঠিয়াছিল। তাহার দুই একটা রগ বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়নাথবাবু ?

রমানাথবাবু বলিলেন তিনি আর সম্পাদক থাকতে চান না।

অশোকের ইচ্ছা হইতেছিল, কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহস হইল না। রমানাথবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, আপনার মন হয় তো কারণ জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আবার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, আপনারা বোধ হয় শুনে থাকবেন, আমার ভাইপো পার্টিশন শুট এনেছিল। কিন্তু এর কোন দরকার ছিল কি ? সব সম্পত্তিই তো তারই। নিতান্ত ছেলেমানুষ। লোকে যা বুঝিয়েছে সেও তাই বুঝেছে। কি বল অশোক, আমার আর সম্পত্তিতে কি কাজ। যাঃ। তুমি বলে ফেল্‌লাম, যেন রাগ করবেন না। আপনি আমার মেয়ের বয়সী।

অশোক লজ্জিত হইয়া বলিল, না-না, আপনি আমাকে তুমি বলেই ডাকবেন। আপনি বলে আর লজ্জা দেবেন না।

রমানাথবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সেই ভাল। হ্যাঁ কি বলছিলাম, মেয়েটার বিয়ে এক রকম ভাল ঘরেই দিয়েছি। তার জন্য আর কোন ভাবনা নেই। সে এক রকম আছে ভালই। আমাদের তো দিন ঘনিয়ে এসেছে।

তাঁহার কণ্ঠ বেদনায় ফাটিয়া পড়িতেছিল। তিনি এবার নীরব হইলেন। সমস্ত ঘরখানি নীরব নিস্তব্ধ। প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ওঃ! সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমরা খুব গরীব ছিলাম। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। দাদার বয়স তখন আঠারো, আমি দাদার থেকে দু'বছরের ছোট। দাদা ম্যাট্রিক্ পাশ করেছে, আমি তখন ম্যাট্রিকে পড়ছি। বাবা সামান্য চাকরী করতেন। আমাদের জন্য বিশেষ কিছু রেখে যান নি। দাদা চাকরীর চেষ্টা করতে লাগল। অনেক জায়গায় অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই চাকরী হলো না। মুরুব্বী না থাকাতে সে-কালে চাকরী হওয়া অসম্ভব ছিল। তখন বাধ্য হয়ে ব্যবসা করা স্থির হলো। বাবা মারা যাবার পরে আমাদের হাতে দু'শো আট টাকা ছিল। মার সমস্ত গয়না বেচে তিন শত পাঁচ টাকা যোগাড় হলো। বাবার এক বন্ধুর পরামর্শে একটা প্রেস করা হলো। পাঁচশো তের টাকা সম্বল করে আমরা ব্যবসা আরম্ভ করলাম। আমি প্রেসে কাজ করতাম, আর দাদা দোকানে দোকানে ঘুরে ছোট ছোট বিল ফর্ম ও বিজ্ঞাপন যোগাড় করতো। বাবার সেই বন্ধুটী এই সময় তাঁর নিজের দোকানের কাজ দিয়ে ও অন্যান্য দোকানদারদের বলে আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। টাল সামলে সামলে পাঁচ বছর কাটল।

আমাদের অধ্যবসায় ও সত্যবাদিতায় মা-লক্ষ্মী প্রসন্ন হলেন। বাজারে তখন আমাদের বেশ নাম-ডাক হয়েছে। কাজও খুব আসতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসের আয়তন বাড়ল, কর্ম্মচারীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। দশ বছর পরে খরচ-খরচা বাদে দেখা গেল ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজারের উপর টাকা জমেছে। দাদা স্থির করলো, মাসিক একটা কিছু পাকাপাকি আয় ঠিক করতে হবে। একখানা দৈনিক কাগজ বার করা ঠিক হলো। জনমত নাম দিয়ে একখানা কাগজ বার করা হলো। কিছুদিনের মধ্যেই জনমত বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। জলস্রোতের মত টাকা আসতে লাগল। যা কখনো আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি তাই হলো। কিন্তু মানুষের দিন চিরকাল সমান যায় না। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

সব নীরব। কেবল দেয়াল-ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিল। প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে রমানাথবাবু বেল্ টিপিলেন। চাপরাশি ঘরের মধ্যে হাজির হইল। তিনি তাহাকে এক গ্ল্যাশ জল আনিতে আদেশ করিলেন। কিছুক্ষণ বাদে চাপরাশি জল লইয়া হাজির হইল। তিনি সমস্ত জলটুকু পান করিয়া, চাপরাশির হাতে গ্ল্যাশ ফিরাইয়া দিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন, সে কথা আজো আমার মনে আছে। তখন তিনটে বেজে দশ মিনিট হয়েছে। কতকগুলি কাগজে সই করবো বলে কলম উঠিয়েছি, হঠাৎ ফোন্‌টা ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো। আমি বাঁ হাত দিয়ে রিসিভারটা উঠিয়ে নিয়ে কাণের কাছে ধরলাম। শুনলাম বৌদির কণ্ঠস্বর, তিনি বলছেন,—ঠাকুরপো ডাক্তারকে সঙ্গে করে শিগ্‌গির বাড়ী চলে এস। তোমার দাদার প্যালপিটেশন্ হচ্ছে।

দাদার কয়েক দিন থেকে শরীর ভাল ছিল না। আমি তখনি মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথ থেকে আমাদের ফ্যামেলী

ডাক্তারকে উঠিয়ে নিয়ে বাড়ী এসে উপস্থিত হলাম। বাড়ী এসে যা দেখলাম, তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। দশ মিনিট আগে সব শেষ হয়ে গেছে। বৌদি জ্ঞান-হারিয়ে দাদার পায়ের নিকট পড়ে আছেন। আমার স্ত্রী তাঁর মাথাটা কোলে করে কাঁদছে। আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পারলাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

রমানাথবাবু ডান হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ দম লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, দাদার মৃত্যুতে এত কষ্ট হয়েছিল যে, বাবার মৃত্যুতে তার এক আনাও হয়নি। তিনি তো শুধু আমার দাদা ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার একাধারে বাপ-মা ও বন্ধু। কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাকে সামলে নিলাম। দ্বিগুণ উদ্যমে কাজে নেমে পড়লাম। দিন আবার আগের মত কাটতে লাগল। এইভাবে আরো সাত বছর কাটল। হঠাৎ বৌদিও বিদায় নিলেন। তিনি মরবার সময় যে কটা কথা বলেছিলেন, আজো তা আমার মনের কোণে জ্বলজ্বল করছে। তিনি বলেছিলেন, ঠাকুরপো দিবাকর রইল, ওকে দেখো, ওর আর কেউ নেই। তুমিই ওর সব। তারপর সব শেষ। তখন দিবাকর ন' বছরের, আর আমার মেয়ে সীতা সাত বছরের। দাদার মৃত্যুর পর থেকে তাকে আমি মানুষ করে এসেছি। সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে মানুষ করেছি। সে আজ সাতাশ বছরের হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধি পর্য্যন্ত অর্জ্জন করেছে। দাদা স্বর্গ থেকে দেখুন, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা করিনি। সে আজ পার্টিশান্ শুট্ এনেছে। কিন্তু এর কোনই প্রয়োজন ছিল না। এ সবই তো তার। সে একটুও ভাবলে না, একটুও বুঝলে না। কিন্তু আমি তো তার মত ছেলে-মানুষ নই যে, সম্পত্তি নিয়ে তার সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করে সব উড়িয়ে দেব। আমি তাই যা কিছু সব তাকে দিয়ে দিয়েছি। ব্যাঙ্কের

নগদ দেড় লক্ষ টাকা ও এক লক্ষ টাকার সম্পত্তির বিনিময়ে শুধু এই জনমত কাগজ ও প্রেসটী রেখেছি। এও তাকে দিয়ে কাশী চলে যেতাম। কিন্তু কে যেন আমার অন্তর থেকে বলছে, অমন কাজ করিস্ না। আমাদের এতদিনের পরিশ্রমের ফল একটী অর্ব্বাচীন যুবকের হাতে পড়ে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এক একবার আমার মনে হয়, দাদাই যেন আমার অন্তরে বসে এই প্রেরণা দিচ্ছে। তাই আমি পারলাম না এই প্রেস ও জনমত তাকে দিতে। আর আমি নিষ্কর্ম্মা থাকলে শিগ্‌গির হয় তো মরেই যাবো। গরীবের ছেলে, খাটাই আমার অভ্যেস। জনমতকে আমি ভালবাসি অন্তর দিয়ে। এতে যে আমার দাদার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। জনমত আমার ব্যবসার জন্য নয়। একে আমি চালিয়েছি, বাঙ্‌লায় মানুষ গড়বার জন্য।

তিনি নীরব হইলেন। আবার কিছুক্ষণ বাদে বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ, প্রিয়নাথবাবুকে নিয়ে সে একটা দৈনিক কাগজ বার করবে। সাতশো টাকা মাইনে দেবে বলেছে। বেশ তো, বার করুক্ না। আমাদের বংশেরই মুখ উজ্জ্বল হবে।

তারপর সামনের ক্লকটার উপর দৃষ্টি পড়িতেই, তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, এ্যাঁ,—একেবারে পাঁচটা বেজে গেছে! খুব বকেছি তো! তুমি খুব বিরক্ত হচ্ছো—না? যাক্, এবার আসল কাজের কথা পাড়া যাক্। তা হ'লে তুমি কাল থেকে জনমতের সম্পাদক হ'লে। মাইনে তিনশো টাকা পাবে। অবশ্য প্রিয়নাথবাবু পাঁচশো টাকা পেতেন। তাঁর অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। ভয় পেয়ো না,—আমি যতদূর পারি তোমাকে সাহায্য করবো। যাও, আর তোমাকে বিরক্ত করবো না। নমস্কার—

অশোকও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া

আসিল। তখন তাহার বন্ধুরা অনেকে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা তখনো পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষায় ছিল, বাহির হইতেই তাহাকে ঘিরিয়া রাজপথে নামিয়া পড়িল।

পাঁচ

অশোক ব্যস্তভাবে রমানাথবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, আজকের গণমত পড়েছেন ?

রমানাথবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কেন,—ব্যাপার কি ?

অশোক তাঁহার সামনে গণমত-খানা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখুন—আপনার নামে প্রিয়নাথবাবু সম্পাদকীয় কলমে কি রকম কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

রমানাথবাবু নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, করেছেন নাকি ? তা করবেন বৈকি।

অশোক অনেকটা দমিয়া গেল। সে বিস্ময়াভিভূতের মত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রমানাথবাবু গাঢ়স্বরে ডাকিলেন, অশোক ! তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছো ; কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তুমি এখন ছেলেমানুষ। সংসারের কিছুই জান না। মানুষ স্বার্থের জন্য সব করতে পারে। এক কথায় আমরা সব স্বার্থের দাস। তুমি একথা সর্ব্বদা মনে রাখবে যে, তুমি যার ভাল করেছ, সেই তোমার মন্দ করবে। ঝগড়া তো আপনার লোকের সঙ্গে হয় ; অনাত্মীয়ের সঙ্গে তো হয় না। প্রিয়নাথবাবু যে আমাদের বড় আপনার। তুমি জানো না অশোক, এই প্রিয়নাথবাবুকে আমি ও আমার দাদা ছোট ভায়ের মত স্নেহ করতাম। এই প্রিয়নাথবাবু একদিন এসেছিল দাদার কাছে একমুঠো অন্নের জন্য। দাদা অন্ন তো তাকে দিয়েছিল, উপরন্তু ভায়ের স্নেহ দিয়ে তাকে মানুষ করেছিল।

তারপর আমি তাকে প্রেসম্যান থেকে সম্পাদকের আসন দান করেছিলাম। অবশ্য ভগবান তাকে একার্য্য করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তারপর সে সম্পাদক হবার পর যথেষ্ট ধন মান অর্জ্জন করেছে। আজ সে মানুষ হয়েছে। দশজন লোক তাকে চেনে, মানে। কিন্তু তার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়নি। একদিন সে খুবই ছোট ছিল। আজ সে বড় হয়েছে কিন্তু প্রবৃত্তিটা তার আজো পর্য্যন্ত ছোট্টই রয়ে গেছে। যাকে ঠিক মানুষ বলে তা সে হয়নি। সে আপনার স্বার্থের জন্য কত বড় অন্যায় করেছে তা আমি জানি কিন্তু সে হয়তো এখনো বুঝতে পারেনি। হয়তো একদিন বুঝতে পারবে, যখন সে আমার মত এই রকম আঘাত পাবে। কিন্তু আমি ভগবানের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করছি, কেউ যেন আমার মত আঘাত না পায়।

রমানাথবাবু দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চোখ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অশোকের চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে রমানাথবাবু চোখ মুছিয়া বলিলেন, হ্যাঁ। এই প্রিয়নাথই আজ আমাদের খুড়ো ভাইপোর মধ্যে কি বিরাট খাল না খনন করেছে। সে সবই জানে। এই ভাইপোই আমার পুত্র, ধন, মান সবই। সে সব জেনেও এত বড় অন্যায় করলে কেন জান অশোক, কেবল স্বার্থের জন্য। সে আজ আমার গ্রহ। আমাদের সংসারে ধূমকেতুর মত উদয় হয়েছে। সে আমাদের দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়েছে শনির মত। আমি অনেকদিন আগেই তাকে চিনতে পেরেছিলাম। তখনি তাকে পিষে মারা উচিত ছিল। কিন্তু স্নেহবশে পারিনি। তা যদি করতাম তা হলে আজ এত কষ্ট ভোগ করতে হতো না। যাক্— সে কথা ভেবে আর কি হবে। ভবিতব্য যা তা হবেই, কারও সাধ্য নেই রোধ করে।

তিনি এবার নীরব হইলেন। অশোক ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু প্রিয়নাথবাবু যে আপনার নামে কুৎসা রটাচ্ছে ; এর প্রতিবাদ করা কি দরকার মনে করেন না ?

রমানাথবাবু বলিলেন, কি হবে।

অশোক বলিল, লোকসমাজে আপনাকে হেয় করা হচ্ছে।

রমানাথবাবু ধীরস্বরে বলিলেন, কতকগুলি লোকের কাছে হয়তো আমি সাময়িকভাবে হীন হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সত্য কখনো ঢাকা থাকবে না ; একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই। আর এর পশ্চাতে যে আমার ছেলেই আছে।

অশোক বিনীতভাবে বলিল, একটা প্রতিবাদ—

রমানাথবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, না দরকার নেই।

কিছুক্ষণ তুইজনেই নীরব। তারপর রমানাথবাবু বলিলেন, আমার কুৎসা করে যদি তারা আনন্দ পায়,—করুক্।

আবার তুইজনই নীরব। এই সময় পিয়ন আসিয়া তুইখানা পত্র তুইজনের হাতে দিয়া গেল। রমানাথবাবু খাম খুলিয়া পড়িয়া বলিলেন, এবার বসিরহাটে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হবে ; তার নিমন্ত্রণ-পত্র। তোমার খানাও বোধ হয় তাই।

অশোক খাম ছিঁড়িয়া বলিল, হ্যাঁ একই পত্র।

রমানাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যাবে তো ?

অশোক বলিল, এখন ঠিক নেই। আপনি নিশ্চয় যাচ্ছেন ?

রমানাথবাবু নিরাশভাবে বলিলেন, না—আমি আর যাবো না। এই উত্তমহীন মন, ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে আর যেন কিছুই ভাল লাগে না। কেবল আমি পরপারের ডাকের জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু তোমার অমত হবার তো কোন কারণ নেই।

অশোক বলিল, না,—অমত কিছুই নেই। তবে—

রমানাথবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তবে আবার কেন?

অশোক বলিল, এই সব কাজকর্ম্ম।

—"কাজকর্ম্ম তো চিরকাল আছেই। আর আমি রইলাম, কোন ভয় নেই।"

অশোক মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আপনার উপস্থিত শরীর ও মন ভাল নেই—

এবার রমানাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, যখন দাদা মারা যান তখন এর চেয়ে শরীর মন খারাপ হয়েছিল। তোমার কিছু ভাবতে হবে না, আমি সব ঠিক করে নেব। আচ্ছা পত্রখানা দেখ তো,—এবার মূল সভাপতি কে হলেন?

অশোক একবার পত্রে চোখ বুলাইয়া বলিল, শ্রীকৃষ্ণপদ সেন, রায়বাহাদুর।

রমানাথবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন, কৃষ্ণপদবাবু তা হ'লে এবার সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু তাঁর এর পূর্ব্বেই সভাপতি হওয়া উচিত ছিল।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এঁকে চেনেন্ নাকি?

রমানাথবাবু এবার জোর গলায় বলিলেন, নিশ্চয় চিনি। আমাদের কত বড় সুহৃদ ও হিতাকাঙ্ক্ষী সে আর বলে শেষ করা যায় না। আর এঁর সব বই তো আমাদের প্রেস থেকে ছাপা হয়। তুমি কি এঁর বইগুলি পড়নি, নির্য্যাতিত নারীর স্থান, নারীর অধিকার ও সমাজে নারীর স্থান কোথায়!

অশোক বলিল, পড়েছি। এই পুস্তকগুলির লেখক যে রায়বাহাদুর তা আমি জানতাম না। শুধু কৃষ্ণপদ বলেই জানতাম।

—"হ্যাঁ,—তিনি কোন পুস্তকে রায়বাহাদুর বলে পরিচয় দেন নি।

দেখেছ, কি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ লেখা। তাঁর যুক্তি আজো পর্য্যন্ত কেউ খণ্ডন করতে পারলে না। রায়বাহাদুর যা লিখেছেন তার প্রতি বর্ণটী সত্য। কোন নারীর যদি একবার কোন রকমে পদস্খলন হয়, তা হ'লে আর তার সমাজে স্থান নেই। কিন্তু পুরুষের বেলায় ঠিক তার বিপরীত। সে সহস্র অপরাধ করলেও তবু তার সমাজে স্থান আছে। কি চমৎকার নিয়ম। নারী-লোলুপ বদমাস্ গুণ্ডাদের হাত থেকে সমাজ তো তাদের রক্ষা করতে পারে না! কিন্তু সাজা দেবার সময় তাদের একটুও বাধে না। সাজা তাদের সেই একই। দুর্ব্বল অসহায় নারীকে নির্ব্বিবাদে সমাজ থেকে বার করে দেওয়া হয়। বার তো করে দেওয়া হলো। ভবিষ্যতে সে যে কি করে বেঁচে থাকবে, কেমন করে উদরান্নের সংস্থান করবে, তার তো সমাজ ঠিক করে দেয় না। তখন তাকে উদরান্নের জন্য বাধ্য হয়ে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়; না হয় বেশ্যা-শ্রেণীভুক্ত হয়ে সমাজকে আরো কলুষিত করে। বেশ্যা হলে সমাজের কর্ত্তারা তার কাছে যেতে লজ্জা বোধ করেন না। হায়রে হিন্দুসমাজ। অশোক, এই সমাজকে নতুন করে গড়তে হবে। দু'শো বছরের কঙ্কাল জড়িয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। তাকে সবল হস্তে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে, তার স্থানে নতুন বনিয়াদ গড়তে হবে। জাতি যদি বাঁচতে চায় তাহ'লে তাকে প্রথম সমাজ সংস্কার করতে হবে। আজ তার এ যুগে দু'শো বছরের রীতি নীতি চলবে না। মানুষের জীবনে যেমন পরিবর্ত্তন এসেছে সেইরকম সমাজেও পরিবর্ত্তন আনতে হবে, তা না হ'লে জাতির অস্তিত্ব থাকবে না। আর সেই ভার গ্রহণ করতে হবে তোমাদের মত যুবকদের যারা যুগে যুগে পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে ডেকে এনেছে।

রমানাথবাবু নীরব হইলেন। অশোক স্তব্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় দুই তিন মিনিট বাদে রমানাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হ'লে তুমি যাচ্ছো?

অশোক বিনীত ভাবে বলিল, আপনি আমাকে যেমন উপদেশ দেবেন।

—"আমি বলি তোমার যাওয়াই উচিত।"

—"আপনার যখন আদেশ—নিশ্চয় যাবো।"

—'শুধু যাবে না, এমন কিছু লিখে নিয়ে যাবে যাতে সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতি হয়।"

—"আমি চেষ্টা করবো।"

—"বাংলা সাহিত্যে আজ আর নতুন কিছু ভাবধারা পাওয়া যাচ্ছে না। সেই পুরানো এক কথা ও এক সুর। চায়ের টেবিলের চারিধারে যুবক যুবতীর জমায়েত, চায়ের ছড়াছড়ি, কাপ শশারের ঠন্‌ঠনানি, সেই ঘরোয়া রাজনীতি-চর্চ্চা ও তারপর শেষে প্রেম-নিবেদন। এই সব সাহিত্যের জ্বালায় সব যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আর ভাল লাগে না। এই সব সাহিত্যিকেরা সমাজ ও সাহিত্যকে দিনে দিনে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। এ সাহিত্য যদি রোধ না হয়, তা হ'লে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ বড়ই খারাপ।"

—"আমি এ বিষয় অনেক ভেবেছি; কোন কিনারা করতে পারিনি।"

"আমি বলি, তুমি এমন কিছু লিখে নিয়ে যাও, যাতে সমাজ ও সাহিত্যের উপকার হয় এবং ছাগ-সাহিত্যিকের উপর যেন তীব্র চাবুকাঘাত হয়। যদি তাদের এতে জ্ঞান হয়। আমি রায়বাহাদুরকে একখানা পত্র লিখে দেবো'খন।"

—"আচ্ছা।"

রমানাথবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আর পত্র লিখে দিয়েই বা কি হবে। তোমার নিজের ত যথেষ্ট নাম হয়েছে। আর আমার নাম তাঁর কাছে করলেই হবে। তাহ'লে তোমার সঙ্গে তাঁর

পরিচয় হয়ে যাবে। তাঁর মত মহৎ লোক খুবই কম দেখা যায়। যাক্,—তাহলে তোমার যাওয়াই স্থির ?

অশোক বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—স্থির।

—"তোমার কোন ভয় নেই। আমি সব দেখবো। তুমি এখন যাও,—অনেকক্ষণ তোমায় আটকে রেখেছি। কাজের হয়তো অনেক ক্ষতি হচ্ছে। আচ্ছা নমস্কার।"

অশোক দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রতিনমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ছয়

বসিরহাটে বঙ্গীয় সাহিত্য সভার দুইদিন হইতে অধিবেশন হইতেছে। তৃতীয় দিন বারটা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য প্রবন্ধ পাঠের জন্য ধার্য্য হইয়াছে। অনেক লেখক আপন আপন প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং প্রসিদ্ধ লেখকের প্রেরিত দুই একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হইল। বেলা চারটার সময় অশোক তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। তাহার প্রবন্ধের নাম প্রগতি-সাহিত্য। অশোক স্পষ্ট ও জোরের সহিত তাহার প্রবন্ধ পড়িতে লাগিল। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলেন। হঠাৎ কতকগুলি লোক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, স্যাটাপ্—স্যাটাপ্—

অশোক তখন পড়িতেছিল, আমি ইহাকে ছাগ-সাহিত্য বলিব। কারণ যৌন সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু লেখা হয় না। সাহিত্য এমন হওয়া চাই, যাতে সমাজের, জাতির ও দেশের কল্যাণ হয়। এই ছাগ-সাহিত্য সমাজের কোনই কাজে লাগিতেছে না; উপরন্তু ইহা যুবক যুবতীর হৃদয় উত্তেজিত করিতেছে। সমাজ কলুষিত করিতেছে। অতএব এই রকম লেখা তোমাদের বন্ধ করিতে হইবে।

একজন হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, চুপ করুন, চুপ করুন, বসে পড়ুন। আপনাকে আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না।

এত গোলমাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে, অশোককে বাধ্য হইয়া পড়া বন্ধ করিতে হইল। সভাপতি দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষুব্ধ জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনারা সব এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আগে সমস্তটা শুনুন্, তারপর আপনারা প্রতিবাদ করবেন বা মতামত জানাবেন।

জনতা শান্ত হইল। অশোক আবার পড়িতে লাগিল, সাহিত্যই জাতির প্রাণ। কোন জাতির সাহিত্য যদি কলুষিত বা বিষাক্ত হয়, তবে সে জাতি বাঁচিতে পারে না। পরাধীন জাতির সাহিত্য হওয়া চাই সেই দেশের নির্য্যাতিত নরনারীর অন্তরের বেদনা। যাহাতে তাহারা নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারে, বুঝাইতে হইবে তাহাদের অবস্থা। প্রতিকারের ব্যবস্থা বলিয়া দিতে হইবে।

অশোকের কণ্ঠে বজ্র খেলিতে লাগিল। সে বলিতে লাগিল, বন্ধুগণ, আমাদের এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহা সমস্ত জাতির অন্তরের কথা হইবে। এমন সাহিত্য হওয়া চাই, যাহাতে এই মৃতপ্রায় জাতি জাগিয়া উঠিবে। সমাজের কুসংস্কার দূর হইবে। জাতি যদি বাঁচিতে চায়, তবে তাহাকে ছাগ-সাহিত্য বলি দিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আসুন, আমরা এমন সাহিত্য সৃষ্টি করি, যাহাতে সমস্ত জাতির অন্তরের বেদনা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। জগৎ জানুক, আমরা বাঁচিয়া আছি। মরিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? এই, সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে ছাগ-সাহিত্যকে ঝাঁটা দিয়া আবর্জ্জনার সঙ্গে দূর করিতে হইবে। আজকাল কতকগুলি অর্ব্বাচীন যুবক ছাগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আমাদের জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া

দিতেছে। যদি আমাদিগকে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে বুঝাইয়া সৎপথে আনিতে হইবে। তাহাতেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে চাবুকাঘাত করিতে হইবে। ইহাতেও যদি ফল না হয়, তবে তাহাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া সাহিত্যের আসর হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। যৌন ব্যাধি, বড় ভয়ানক ব্যাধি। ইহাতে মানুষ পাগল হইয়া যায়। শেষে আত্মহত্যা করে। যদি এই যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত ছাগ-সাহিত্য আর বেশী লেখা হয়, তবে জাতিকে আত্মহত্যা করিতে হইবে—

এই সময় বোঁ করিয়া একপাটি জুতা আসিয়া অশোকের কাঁধের উপর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভা এক ভয়ানক হট্টগোলে পরিণত হইল। কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, মারো শালাকে।

আবার আর একজন বলিতেছে, এ অসভ্যতা বাড়ী গিয়ে করবেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তুইটী দল পাকাইয়া উঠিল। হুটোপাটি, গালাগালি ও শেষে চেয়ার ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হইল। সভাপতি দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনারা এসব কি করছেন? আপনারা একটু স্থির হোন। কিন্তু কেহই সে কথায় কাণ দিল না। তাহাদের ঝগড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। হঠাৎ এই সময় একটী উনিশ কুড়ি বৎসরের মেয়ে মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আপনারা এসব কি করছেন। আপনারা না শিক্ষিত, আপনারা না ভদ্র, আপনাদের মত লোকের সাহিত্য-সভায় আসা উচিত হয়নি। আপনাদের উচিত ছিল, মেছোবাজারে গিয়ে গুণ্ডামি করা। ছিঃ—ছিঃ আপনারা সব ভদ্রসন্তান, আপনাদের এই ব্যবহার। আপনারা একটু স্থির হতে পারেন না। জনতা অনেকটা শান্ত হইল।

মেয়েটী আবার বলিতে লাগিল, আপনারা জানেন না, আপনারা কত বড় অন্যায় করেছেন। কি করে আপনারা একজন ভদ্রসন্তানের

গায়ে জুতা নিক্ষেপ করলেন ; আমার লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনাদের উচিত, যিনি জুতো নিক্ষেপ করেছেন, তাঁকে খুঁজে বার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া, কিন্তু আপনারা তা' না করে, আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছেন। আপনাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত। সকলের এই ভদ্রলোকটির নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত। কি অপরাধ করেছেন ইনি। সবার নিজের নিজের মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আছে। আপনাদেরও সে অধিকার দেওয়া হ'তো। আপনারা যদি মানুষ হন, তা হ'লে এঁর নিকট ক্ষমা চান।

মেয়েটী মঞ্চ হইতে নামিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া বসিল। এবার সভার মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। প্রায় চার পাঁচ মিনিট বাদে তিন চারজন লোক একসঙ্গে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমরা অশোক-বাবুর নিকট ক্ষমা চাইছি এবং এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য আমরা দুঃখিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

মেয়েটী তাহার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শুধু ক্ষমা চাইলে চলবে না। যিনি এই অপকর্ম্ম করেছেন তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। তাঁকে উচিত মত সাজা দিতে হবে। তা না করলে তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

একটী ভদ্রলোক বলিলেন, এই ভিড়ের মধ্যে কে করেছে খুঁজে বার করা শক্ত।

মেয়েটি জোর গলায় বলিল, শক্ত—তা জানি। কিন্তু আপনারা সকলে একযোগে চেষ্টা করলে নিশ্চয় খুঁজে বার করতে পারবেন। সে আপনাদের মধ্যেরই একজন।

আর একজন যুবক বলিলেন, সত্যিই, আমাদের মধ্যেরই একজন, কিন্তু খুঁজে বার করা কত শক্ত তা আপনি ধারণা করতে পারেন না।

সভাপতি এবার বলিলেন, যাক্—যা হবার হয়েছে। আর মিথ্যে

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এখন আমাদের সভার কার্য্য চালানো যাক্। তিনি অশোককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনার প্রবন্ধটা শেষ করুন।

অশোক তখন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সভাপতির অনুরোধে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সে আবার বলিতে লাগিল, বন্ধুগণ, আপনারা আমার উপর যতই অত্যাচার করুন না কেন, যতদিন না ছাগ-সাহিত্য ধ্বংস হইতেছে, ততদিন আমি প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। শেষ পর্য্যন্ত দেখিব ইহার স্থান কোথায় ও ছাগ-সাহিত্যিকের শক্তি কতদূর। আজ আমি বড়ই ক্লান্ত বোধ করিতেছি, সেইজন্য আপনাদের নিকট বিদায় লইলাম।

অশোক মঞ্চ হইতে নামিয়া আপনার আসনে যাইয়া বসিল। তখন তাহার কপালে মৃদু মৃদু ঘাম দেখা দিয়াছে।

তারপর আরো দুই একজন প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, কিন্তু সভা আর জমিল না। সন্ধ্যার আগেই সেদিনের মত সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

একে একে ও দলে দলে সব সভা হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। অশোক কেবল আপনার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত গৃহ লোকশূন্য হইল। এই সময় কে কোমল স্বরে তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, অশোকবাবু!

অশোক চমকিয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সেই মেয়েটী দাঁড়াইয়া আছে, যে তাহার অপমানে ব্যথা পাইয়া অনেক কথাই বলিয়াছিল। অশোক ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটী কাছে আসিয়া মৃদু স্বরে বলিল, আপনি মনে খুব ব্যথা পেয়েছেন,—না?

অশোক বলিল, ব্যথা, বিশেষ কিছু নয়। তবে তাদের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি!

—"আমি কিন্তু ভারি রেগে গিয়েছিলাম।"

আশোক হাসিয়া বলিল, রাগলে কি কাজ হয়।

মেয়েটী এবার তাহার চোখ দুইটী বড় বড় করিয়া বলিল, ইচ্ছে হচ্ছিল, চটাচট্ করে গুণ্ডাগুলোর গালে চড় বসিয়ে দিই। অসভ্য জানোয়ার কোথাকার সব !

অশোক হাসিয়া বলিল, দেখছি—আপনি খুব রেগেছেন।

মেয়েটী এবার জোর গলায় বলিল, রাগবো না,—হাজার বার রাগবো।

এই সময় রায়বাহাদুর ও আরো দুইটী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মেয়েটীকে বলিলেন, মা, তুমি এখানে, আর আমরা যে তোমাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মেয়েটী বলিল, আমি এখানে বরাবর আছি।

রায়বাহাদুর বলিলেন, আমি মনে করলাম, তুমি আগেই ষ্টীমারে গিয়েছ। সেখানে গিয়ে দেখলাম তুমি নেই। তাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে এলাম। তুমি এখানে কি করছো ?

মেয়েটী বলিল, আমি একটু অশোকবাবুর সঙ্গে কথা কইছি।

—"তা বেশ,—ওঁকে তো ষ্টীমারে নিয়ে যেতে পারতে। এখনো কিছু খাওনি। চল—যাওয়া যাক্। চলুন অশোকবাবু,—আপনিও চলুন।"

তাঁহারা সবাই হল্ হইতে বাহিরে আসিলেন। পথ চলিতে চলিতে কথা হইতে লাগিল। একটী চৌমাথা রাস্তায় আসিলে, অশোক বলিল, আজ আমি চল্লাম, বিশেষ কাজ আছে। কাল সকালে আপনাদের ষ্টীমারে যাবো।

মেয়েটী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, যদি বিশেষ কাজ থাকে, তা হলে ক্ষতি করে আপনাকে যেতে বলতে পারি না। তবে কাল নিশ্চয়ই আসবেন।

অশোক বলিল, কাল আসবো।

মেয়েটী বলিল, মনে থাকে যেন। আপনার সঙ্গে আমার অনেক বিষয় আলোচনা করবার আছে।

অশোক হাসিয়া বলিল, আপনার কথা শুনে আনন্দিত হলাম। আমি এখন এদিকে যাবো। আচ্ছা নমস্কার !

সকলে প্রতিনমস্কার করিলেন। অশোক পার্শ্বের পথ ধরিল। রায়বাহাদুরের দুল নদীর পথে অগ্রসর হইলেন।

সাত

পরদিন সকাল আট্টার সময় অশোক রায়বাহাদুরের ষ্টীমারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটী তখন রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতেছিল। অশোক ধীরে ধীরে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, নমস্কার !

মেয়েটী হাত উঠাইয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, চলুন কেবিনের ভেতরে যাই।

তাহারা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রায়বাহাদুর ও আরো তিনজন ভদ্রলোক মিলিয়া তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। মেয়েটী রায়বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাবা, অশোকবাবু এসেছেন।

তাঁহাদের তর্ক বন্ধ হইয়া গেল। রায়বাহাদুর বলিলেন, আসুন অশোকবাবু,—আসুন।

অশোক নমস্কার করিয়া একখানা খালি চেয়ারে বসিল। রায়বাহাদুর মেয়েটীকে বলিলেন, দেখ তো মালা, চায়ের কতদূর হলো।

মালা চলিয়া গেল। রায়বাহাদুর বলিলেন, কি বলছিলাম ভূপেনবাবু ?—হ্যাঁ, পুরাতনকে চিরকাল আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না ; তাকে সংস্কার করে নিতে হবে। তা না হ'লে আমরা জগতের সঙ্গে তাল রাখতে পারবো না। আপনি কি বলেন অশোকবাবু ?

অশোক বলিল, নিশ্চয় পারবো না।

ভূপেনবাবু জোর গলায় বলিলেন, সংস্কার মানে আত্মহত্যা।

রায়বাহাদুর বলিলেন, মোটেই না। আপনি যদি আজ ঢিমে তেতালায় চলেন, তা হ'লে এই ধাবমান পৃথিবীর সঙ্গে পেরে উঠবেন না; খেই হারিয়ে ফেল্‌বেন।

ভূপেনবাবু বলিলেন, যদি খেই হারিয়ে ফেলি-লোকস্‌ান্ কি ?

রাজেনবাবু সতেজকণ্ঠে বলিলেন, বলেন কি ভূপেনবাবু, লোকসান্ নেই!

রায়বাহাদুর বলিলেন, লোকসান এই যে, আমরা পশ্চাতে পড়ে থাকবো আর তারা এগিয়ে যাবে। যেমন গরুর গাড়ীর সঙ্গে এরোপ্লেনের তফাৎ। এই পরিবর্ত্তনশীল যুগে আমাদের বিদ্যুতের মত বেগে চল্‌তে হবে। তা না হ'লে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবো না। চেয়ে দেখুন আজ প্রতীচ্যের দিকে—তারা আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত উন্নত। কারণ তারা সময়ের মত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে, সমাজ ও ধর্ম্মকে সংস্কার করে নিয়েছে। তাই আজ তারা শাসক, আমরা শাসিত।

ভূপেনবাবু বলিলেন, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন, এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রাচ্য থেকে চুরি বা ধার করে নিয়ে গেছে।

রায়বাহাদুর দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ—আমি জানি। যে করেই হোক নিয়ে গেছে এবং শোধিত করে আপনার দেশের কাজে লাগিয়েছে। আর আমরা কি করেছি ? আমরা জড়পিণ্ডের মত দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছি। সেই পুরাতন জরাজীর্ণ কঙ্কাল জড়িয়ে পড়ে আছি। তাকে কোন সংশোধন করিনি।

রাজেনবাবু বলিলেন, আমাদের আর কি বা ছিল ?

রায়বাহাদুর বলিলেন, যা ছিল, তাও আমরা সংশোধন করিনি। যদি করতাম তা হ'লে আমাদের এত পতন হতো না।

এই সময় মালা দুইটী চাকরের হাতে, ট্রেতে ডিশ ভর্ত্তি খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তুই বাঁচালি মা! আমার যা খিদে পেয়েছিলো, কি আর বলবো। এখন ওসব কথা থাক্। আগে উদরে কিছু দেওয়া যাক্। একে ঠাণ্ডা করতে পারলেই সব ঠাণ্ডা, বলিয়া তিনি হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মালা জলখাবারের ডিশগুলি একে একে টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। রায়বাহাদুর বলিলেন, আপনারা সব টেবিলের দিকে সরে আসুন।

ভূপেনবাবু, রাজেনবাবু ও অন্য ভদ্রলোকটী তাঁহাদের চেয়ার টেবিলের দিকে সরাইয়া লইয়া বসিলেন। অশোককে যথাস্থানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, মালা বলিল, আপনি টেবিলের ধারে একটু সরে আসুন।

অশোক বলিল, আমি খেয়ে এসেছি।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তা হ'লে একটু চা খান।

অশোক বলিল, আমি সকালে একবার মাত্র চা খাই।

রায়বাহাদুর বলিলেন, আমার কিন্তু অমৃতে অরুচি নেই। যখন যেখানে যে অবস্থায় পাই তৎক্ষণাৎ খাই।

মালা বলিল, তুমি আবার আমাকে উপদেশ দাও কি না, চা না খেতে। চা খেলে নাকি খিদে নষ্ট হয়; শরীর খারাপ হয়।

রায়বাহাদুর বলিলেন, একটা মস্তবড় নীতিকথা আছে জানিস্ নে বুঝি? আমি যা করি,—তুমি তা করো না। আমি যা বলি,—তুমি তা করো,—বলিয়া তিনি হা—হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মালা এবার গম্ভীর হইয়া বলিল, আমার কিন্তু স্বভাব অন্য রকম। তুমি যা কর,—আমিও তাই করি। তুমি যা বল,—আমি তা করি না।

রায়বাহাদুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুই যে আমার দুষ্টু মেয়ে।

মালা এবার রাগের ভাণ করিয়া বলিল, আমি দুষ্টু ?

রায়বাহাদুর বলিলেন, হাজার বার।

মালা চায়ের কাপগুলি সকলের সামনে আগাইয়া দিতে দিতে বলিল, শুনুন আপনারা সব, বাবা আমাকে কেমন ভালবাসেন।

রায়বাহাদুর বলিলেন, আমি তোকে একটুও ভালবাসি না। রাজেনবাবুকে আর দু'খানা লুচি দে,—ঠাকুর, ওঁ ঠাকুর,—তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর আসিয়া লুচি দিয়া গেল। মালা একখানা লুচিতে কামড় দিয়া বলিল, কাল সভায় যে লোকটী অভদ্র ব্যবহার করেছিল, তার কি কোন খোঁজ পেলেন ?

রাজেনবাবু বলিলেন, বিশেষ কিছু খোঁজ পাওয়া গেল না। তবে কাণাঘুষো শুন্‌ছি যে, কলকাতার ডেলিগেট্‌দের কাজ।

ভূপেনবাবু বলিলেন, ভারি অন্যায়।

মালা বলিল, শুধু অন্যায় না, ভয়ানক অভদ্রতা।

ভূপেনবাবু আপনার হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, ন'টা বাজে, তা হ'লে আমরা এখন উঠি রায়বাহাদুর ?

এবার তিনি অশোকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, দুঃখ ক'রবেন না অশোকবাবু, কোন ভাল কাজ করতে গেলে, প্রথম প্রথম এই রকম নির্য্যাতন সহ্য ক'রতে হবে। যারা সহ্য করতে না পেরে সরে দাঁড়ায়, তারা কখনো সফল হ'তে পারে না। কিন্তু যারা সহ্য করে টিঁকে থাকে তারা কালে জয়ী হয়।

অশোক বলিল, তা আমি জানি ভূপেনবাবু। এর জন্য আমি মোটেই দুঃখিত হইনি।

রাজেনবাবু, ভূপেনবাবু ও অন্য ভদ্রলোকটী বিদায় হইলেন। ভৃত্য আসিয়া টেবিল পরিষ্কার করিয়া গেল।

মালা অশোককে বলিল, আপনার প্রবন্ধটা কি সুন্দর হয়েছিল! আমার ধারণা ছিল না যে, এমন সুন্দর প্রবন্ধ কেউ লিখতে পারে।

অশোক লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

রায়বাহাদুর বলিলেন, এবারের অধিবেশনে আপনার প্রবন্ধটাই সব চেয়ে ভাল হয়েছে।

মালা বলিল, যদি পারেন,—আমাকে এক কপি নকল করে দেবেন।

অশোক বলিল, আচ্ছা।

মালা হাসিয়া বলিল, আমারো মধ্যে মধ্যে লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কলম ধর্‌লে আর কিছু মনে পড়ে না,—সব যেন গুলিয়ে যায়।

অশোক বলিল, চেষ্টা করুন, লিখতে পারবেন।

মালা বলিল, মা সরস্বতী আমার উপর বিরূপ।

সে হাসিতে লাগিল। রায়বাহাদুর ও অশোক হাসিল।

হাসি থামিলে মালা আবার বলিল, বাবার কাছে শুন্‌লাম,—আপনি জনমতের সম্পাদক। আমার কিন্তু ধারণা ছিল, জনমতের সম্পাদক একজন মস্ত বড় বিজ্ঞ লোক হবেন। তাঁর পাকা লম্বা দাড়ি ও মাথায় মস্ত বড় একটা টাক্ হবে। এখন দেখছি সব উল্‌টো।

অশোক বলিল, আপনার ধারণা ভুল নয়।

মালা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম?

অশোক বলিল, যিনি আগে সম্পাদক ছিলেন, আপনার ধারণা-মত তাঁর সাদা লম্বা দাড়ি ও মাথায় মস্ত বড় একটা টাক্ ছিল। আমি তো মাত্র আজ ছ' সাত মাস হলো সম্পাদক হয়েছি।

মালা আনন্দিত হইয়া বলিল, তাই নাকি,—তা হ'লে দেখুন আমার ধারণাশক্তি কত প্রবল।

অশোক হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়।

মালা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা অশোকবাবু, এবার কাকাবাবু এলেন না কেন?

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু কে?

রায়বাহাদুর বলিলেন, রমানাথবাবু!

অশোক বলিল, ওঃ! তাঁর শরীর ভাল নেই।

মালা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন কি হ'য়েছে তাঁর?

অশোক বলিল, বিশেষ কিছু হয়নি,—তাঁর শরীরটা ভাল নেই।

মালা বলিল, তাই বলুন। আমার তো বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠেছিল। তিনি বড্ড ভাল লোক। আমাকে বড্ড ভালবাসেন।

অশোক বলিল, হ্যাঁ, তিনি বড় ভাল লোক।

মালা বলিল, কল্‌কাতায় পৌঁছেই তাঁকে দেখে আসবো,—তুমি কি বল বাবা?

রায়বাহাদুর বলিলেন, তা যাস্।

তারপর কিছুক্ষণ তিনজনই নীরব। প্রায় মিনিট দুইতিন বাদে অশোক বলিল, আজ তো অধিবেশনের শেষ দিন। আপনারা কি আজই যাবেন?

রায়বাহাদুর বলিলেন, অধিবেশন আজ তিনটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। মনে করছি—আজ সন্ধ্যার মধ্যেই রওনা হবো।

মালা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে যাচ্ছেন?

অশোক বলিল, মনে করছি তো আজ সন্ধ্যার ট্রেণেই রওনা হবো।

মালা আনন্দে হাততালি দিয়া বলিল, তা হ'লে আমাদের সঙ্গেই চলুন না।

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আপনাদের সঙ্গে?

মালা বলিল, আমাদের সঙ্গে ষ্টীমারে.—তুমি বল না বাবা।

রায়বাহাদুর বলিলেন, বেশ তো চলুন না।

অশোক কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না তো ?

মালা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, অসুবিধে,—কিছুই না। আমি ও বাবা একটা কেবিনে থাকি ; পাশের কেবিনটা তো খালিই পড়ে আছে। বেশ একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

অশোক বলিল, বেশ তাই হবে।

মালা বলিল, তুমি কি বল বাবা ?

রায়বাহাদুর বলিলেন, বেশ তো চলুন না।

মালা উৎসাহের সঙ্গে বলিল, তা হ'লে ঠিক হয়ে গেল। পাঁচটার সময় আপনার জিনিষপত্র নিয়ে আসবেন।

অশোক বলিল, আচ্ছা।

—"মনে থাকে যেন ভদ্রলোকের এক কথা।"

অশোক হাসিয়া বলিল, নিশ্চয় মনে থাকবে।

—"আপনার আশায় থাকবো ; আপনি এলে পরে ষ্টীমার ছাড়া হবে,—মনে থাকে যেন।"

—"মনে থাকবে।"

তারপর অশোক আপনার হাতঘড়ি দেখিয়া বলিল, তা হ'লে এখন আমি উঠতে পারি ?

মালা মাথা দোলাইয়া বলিল, তা পারেন, ঠিক সময় আসবেন কিন্তু ; তা না হ'লে আমরা ষ্টীমার ছেড়ে দেবো, আপনি পড়ে থাকবেন। দেখবেন, লেট্ লতিফ হবেন না যেন।

অশোক শুধু হাসিল। নমস্কার করিয়া বলিল, তা হ'লে আসি।

মালা নমস্কার করিয়া বলিল, আসুন।

রায়বাহাদুর তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতি-নমস্কার করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। অশোক চলিয়া গেলে,

মালা তাঁহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, বাবা, তুমি অত কি ভাবছো বল দিকি ?

রায়বাহাদুর চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কিছু না,—এমনি।

মালা জিদ্ ধরিয়া বলিল, হঠাৎ কি ভাবছিলে, তোমায় বলতে হবে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, কিছু না রে পাগলী,—এমনি!

তারপর কন্যার মাথাটা দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কন্যাও পিতার বুকে মুখ লুকাইল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল, পিতা আজ তাহার নিকট হইতে কিছু গোপন করিতেছেন।

আট

অশোক পাঁচটার সময় একটা কুলির মাথায় স্যুটকেস্ ও বেডিং চাপাইয়া ষ্টীমারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মালা তখন রেলিং ধরিয়া পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অশোক কাছে আসিতেই সে বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বলিল, আপনার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি। তা না হ'লে এতক্ষণ ষ্টীমার ছেড়ে দিতাম।

অশোক হাসিয়া বলিল, বেশ তো ছেড়ে দিলেন না কেন ?

মালা গম্ভীর হইয়া বলিল, যখন ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি, তখন নিয়ে যেতে হবে তো।

অশোক ততোধিক গম্ভীর হইয়া বলিল, যখন কথা দিয়েছি, তখন আমাকেও আসতে হবে বৈকি।

"যাক্—আপনার কথার কিন্তু ঠিক আছে। চলুন—আপনাকে কেবিন দেখিয়ে দিইগে।"

মালা আগে আগে যাইতে লাগিল, তাহার পিছনে অশোক চলিল ;

কুলিও তাহাদের অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা কেবিনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মালা বলিল, এই ঘরে আপনাকে বন্দী থাকতে হবে।

সে হাসিতে লাগিল। অশোকও হাসিল। কুলি আপনার পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

মালা বলিল, আশা করি আপনার কোনই অসুবিধা হবে না। আমি নিজের হাতে কেবিন গুছিয়ে রেখেছি।

অশোক বলিল, ধন্যবাদ।

মালা বলিল, শুধু ধন্যবাদ. আর কিছু বল্‌বেন না? সে হাসিতে লাগিল।

অশোক লজ্জিত হইয়া বলিল, আর কি বলবো বলুন?

মালা গম্ভীর হইয়া বলিল, আপনার বলা উচিত ছিলো, আহা! আমার কতই না কষ্ট হয়েছে। সেজন্য আপনি কতই না দুঃখিত। এই রকম কত পোষাকী কথা বলা চলে। শুধু ধন্যবাদ দিয়ে সেরে দিলেন। বেশ লোক যা হোক্।

—"আমি পোষাকী কথা বলতে পারি না মোটেই।"

—"আপনি লেখক হয়ে পোষাকী কথা বল্‌তে পারেন না,—আশ্চর্য্য!"

—"আমি লেখক বটে, তবে প্র্যাক্‌টিক্যাল্ লেখক। আমার কল্পনা-শক্তি খুবই কম। আচ্ছা! রায়বাহাদুরকে দেখ্‌ছি না তো।"

—"তিনি রাজেনবাবুর সঙ্গে একটু বেরিয়েছেন—এখনি ফিরবেন। চলুন আমরা ডেকে গিয়ে বসি।"

ডেকে তিন চারখানা চেয়ার ও একখানা টেবিল রাখা ছিল। মালা ও অশোক দুইখানা চেয়ার রেলিংএর কাছে টানিয়া লইয়া পাশাপাশি হইয়া বসিল।

তখন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় ইচ্ছামতীর জল চিক্ চিক্ করিতেছে। দূরে নদীর ধারে গাছগুলি অসংখ্য পাখীর ডাকে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর দিয়া মাঝে মাঝে বাদুড়ের পাল লম্বা ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে; তাহাদের ছায়া নদীর কালো জলে পড়িয়া ঢেউয়ের সঙ্গে কখনো দেখা যাইতেছে কখনো বা যাইতেছে না। নদীর ওপারের পাষাণপুরী যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু এপারের তীব্র কর্ম্মচঞ্চলতা কাণে আসিয়া সূচের মত বিঁধিতেছে। ওপারের নদীর কিনারা হইতে কে মেঠো সুরে গাহিতেছে, তার রেশ সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া মনকে যেন ভারি করিয়া দিতেছে। এই সময় একখানা পালতোলা নৌকা তর্ তর্ করিয়া তাহাদের সামনে দিয়া চলিয়া গেল। ছইয়ের মধ্য হইতে চকিতে একখানা সুন্দর মুখ বাহির হইয়া তখনি আবার বিদ্যুতের মত মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মালা ও অশোক মুখ ফিরাইতেই চোখাচোখি হইল। দুইজনের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়া তখনি মিলাইয়া গেল।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে রায়বাহাদুর বলিলেন, এই যে অশোকবাবু এসেছেন দেখছি।

অশোক চেয়ার ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল, হ্যাঁ,—আমি প্রায় পাঁচটার সময় এসেছি।

রায়বাহাদুর বলিলেন, বেশ—বেশ, আপনি বসুন; দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন?

তারপর মালাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, যদি এক কাপ্—

মালা তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, চা,—কেমন, না?

রায়বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, তুই ঠিক বুঝেছিস্ মা! আর এই বুড়ো ছেলের কষ্ট তুই না বুঝলে, কে আর বুঝবে বল্?

মালা চলিয়া গেল। তিনি কন্যার পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া

বলিলেন, চা না হ'লে, আমার এক ঘণ্টাও চলে না। একটা বড় বদ্ অভ্যেস হ'য়ে গেছে। এ সময়ের দৃশ্যটা বেশ সুন্দর, না অশোকবাবু?

অশোক বলিল, সত্যি, এই সময়টা কি সুন্দর! আমরা কল্‌কাতার পাষাণ কারা-প্রাচীরের ভিতরে থেকে থেকে যেন জগৎটা অনেকটা ভুলেই গেছি। কল্‌কাতার বাইরে এমন সুন্দর দৃশ্য থাকতে পারে, কল্পনাও করতে পারি না।

মালা চা লইয়া উপস্থিত হইল। রায়বাহাদুর তাহার হাত হইতে চায়ের কাপ লইয়া তাহাতে এক চুমুক দিয়া বলিলেন, আঃ! তুই বাঁচালি মা! জন্মে জন্মে যেন তোর মত মা পাই।

মালা দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমিও ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি, যেন জন্মে জন্মে তোমার মত বাবা পাই।

রায়বাহাদুর মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, পাগলি মেয়ে আমার!

মালা পিতার গলা ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার পাশে একখানা চেয়ার লইয়া বসিল।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। ওপারের সমস্ত কিছু অন্ধকারে লেপিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। এপারে নদীর ধারে নৌকায় নৌকায় দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার স্বল্প আলো মাঝে মাঝে নদীর জলে গিয়া পড়িয়াছে। দূর পল্লী হইতে শাঁখের ধ্বনি এলোমেলো বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। কোন মন্দিরের টং টাং ঝাঁজর-ঘণ্টার শব্দ কাণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। খেয়াপারের মাঝি কে পারে যাবি বলিয়া ডাকিতেছে। কোন বাগান হইতে চেরা বাঁশের পটাপট্ শব্দ হইতেছে, বোধ হয় বাদুড় তাড়াইতেছে। বাঁধা নৌকার মাঝিরা রান্না চড়াইয়া গান ধরিয়াছে। বেয়ে যাওয়া

নৌকার দাঁড়ে জলের ছপছপ্ শব্দ হইতেছে। একের পর এক তারাগুলি আকাশের বুকে মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিতেছে।

রায়বাহাদুর গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, চমৎকার!

মালাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, সত্যিই চমৎকার। ইচ্ছে করে নদীর ধারে একখানা ছোট্ট ঘর করে বাস করি।

রায়বাহাদুর গাঢ়স্বরে বলিলেন, আমারো তাই ইচ্ছে করে মা।

মালা আব্দারের স্বরে বলিল, তাই কর না বাবা।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তা হয় না মা। আমরা যে সহরবাসী হয়ে গেছি। দু'দিন ভাল লাগবে, তারপর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে। আমরা যদি তাই করতে পারতাম তা হ'লে আজ পল্লীর এত দুরবস্থা হতো না। আমরা আজ গ্রামের নামে আঁতকে উঠি।

অশোক এতক্ষণ কিছুই বলে নাই। সে এবার বলিল, সত্যই বড়লোক পল্লীর প্রাণ। তাঁরা যদি নিজের নিজের গ্রামকে না দেখেন তো গরিবেরা কি করবে? আর তাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু, শিক্ষাই বা কতখানি?

রায়বাহাদুর বলিলেন, আপনি যা বললেন তা সমস্তই সত্যি। আজ বড়লোকদের পেয়ে বসেছে সহরের চাক্‌চিক্য, তাঁরা বিলাস-ব্যসনে যে টাকা ব্যয় করেন, তার যদি এক আনাও গ্রামের জন্য ব্যয় করতেন, তা হ'লে আজ আর গ্রামের এত দুরবস্থা হতো না।

রায়বাহাদুর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, তা আর হবার নয়। যাক্,—ও কথা ভেবে আর মিছে মন খারাপ করে কাজ নেই। ওই দেখ চাঁদ উঠছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ষ্টীমার ছাড়া যাবে। তার আগেই আমাদের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে নিতে হবে।

তারপর কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, দেখ্ তো মা—খাবার কতদূর হলো?

মালা চলিয়া গেল। রায়বাহাদুর বলিলেন, সংসারে আমার মেয়েটী মাত্র অবলম্বন। ও না থাকলে বোধ হয় আমার বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। গত বছর আই, এ-তে বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছে। এখন বি, এ পড়ছে। লেখা-পড়ায় যেমন, দেশের ওপর টানও সেই রকম। সাহিত্যে বেশ অনুরাগ আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ওর মা ওকে তিন বছরের রেখে মারা গিয়েছে। সেই থেকে আমি ওকে মানুষ কর্‌ছি। আজ যদি ওর মা বেঁচে থাকতো, তা হ'লে কতই না সুখী হতো।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। অশোক যে কি বলিবে, ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। মালার সাড়া পাইয়া বাঁচিয়া গেল। সে আসিতে আসিতে বলিল, খাবার তৈরী হয়ে গেছে, খাবে নাকি ?

রায়বাহাদুর বলিলেন, হাঁ খাবো,—এইখানে দিতে বল্‌।

মালা চলিয়া গেল। প্রায় দশ মিনিট বাদে দুইজন চাকরের হাতে রাত্রের খাবার আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তিনজনে আহার করিতে বসিলেন।

রায়বাহাদুর বলিলেন, এখানকার শাক্‌সব্জী, তরিতরকারি ও মাছে একটা আলাদা টেষ্ট আছে। এ রকম টেষ্ট কলকাতার মাছ ও তরিতরকারিতে পাওয়া যায় না।

অশোক বলিল, চালানি জিনিষে কি আর টেষ্ট পাবেন বলুন ?

রায়বাহাদুর বলিলেন, তা বটে।

হঠাৎ মালা বলিয়া উঠিল, আচ্ছা বাবা, পেট যদি না থাকতো, তা হ'লে বেশ আমাদের খেতে হতো না। কোন ঝঞ্ঝাট থাকতো না। বেশ হতো।

রায়বাহাদুর বলিলেন, পেট না থাকলে কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ থাকতো না।

এতক্ষণে তাঁহাদের আহার শেষ হইয়াছে। তিনজনে আঁচাইয়া আবার সেই রেলিংএর ধারে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। রায়বাহাদুর কেস্ হইতে সিগার বাহির করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আরামের সঙ্গে টানিতে লাগিলেন।

রায়বাহাদুর বলিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ষ্টীমার ছাড়বে। যদি পথে কোন বাধা বিঘ্ন না ঘটে তা হ'লে আশা করা যায় ভোরেই কলকাতায় গিয়ে পৌঁছাতে পারবো।

দুই একটী কথার পর তিনি ঢুলিতে লাগিলেন।

মালা অশোককে বলিল, বাবার একটা দোষ আছে, খাওয়া হয়ে গেলে আর বসতে পারেন না।

তারপর সে পিতাকে দুই হাতে নাড়া দিয়া বলিল, বাবা—ও-বাবা! পড়ে যাবে যে,—শোওগে যাও।

রায়বাহাদুর ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, বড্ড ঘুম পেয়েছে মা। আজ খুব ঘোরা হয়েছে, তারপর খাটাখাটুনি গেছে; বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

মালা বলিল, খেলেই তোমার ছোট ছেলের মত ঘুম পায়।

রায়বাহাদুর হা—হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, তুই বেশ বলেছিস্ মা। বুড়ো আর ছোট ছেলে তো সমান। আপনি কি বলেন অশোকবাবু?

অশোক বলিল, তা ঠিক।

রায়বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তা হলে আমি চল্‌লাম, তোমরা কথা কও।

অশোক বলিল, আপনি যান, আর কষ্ট করবেন না।

রায়বাহাদুর চলিয়া গেলেন।

নয়

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে। নদীর মাঝ দিয়া ছল্ ছল্ শব্দ করিয়া জল কাটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। গাছের আড়াল হইতে চাঁদ অনেকটা উপরে উঠিয়াছে। তাহারই স্বল্প আলোকে ওপারের গাছগুলি একসঙ্গে লেপিয়া, নদীর ধারে একটা কাল প্রাচীরের মত দেখা যাইতেছে। আকাশের বুকে তারাগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। দূরের ক্ষেত হইতে টিন পিটানোর টনাটন্ শব্দ আর্দ্র বায়ুভরে ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় চাষী শিয়াল তাড়াইতেছে। হঠাৎ ষ্টীমারে বাঁশি ভোঁ করিয়া বাজিয়া উঠিল। সারেঙ্ চীৎকার করিয়া উঠিল, —সামালকে।

দেখা গেল, একখানা নৌকা হেলিয়া দুলিয়া ঢেউ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেছে। অশোক বলিল, কি সুন্দর দৃশ্য!

মালা শুধু বলিল, চমৎকার!

তারপর দুইজন নীরব। কিছুক্ষণ বাদে মালা অশোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, মানুষ সহরে কি সুখেই বা থাকে। এমন খোলা জায়গা, এমন সুন্দর দৃশ্য। আচ্ছা অশোকবাবু, গ্রামের লোকগুলিও বোধ হয় খুব সরল?

অশোক বলিল, খুব সরল বলে মনে হয় না। তবে বেশির ভাগই বোকা।

—"এমন কথা বলছেন কেন অশোকবাবু?"

—"কারণ, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নেই। সেজন্য তারা সমাজ, জাতি ও দেশকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে। বিচার করবার ক্ষমতা তাদের এখনো জন্মায়নি। কিসে ভাল হবে, কিসে মন্দ হবে, তা তারা আজো জানে না।"

মালা আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় না কেন?

অশোক বলিল, কে তাদের শিক্ষা দেবে ?

—"সরকার ও জনসাধারণ।"

অশোক তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, সরকার ! কি গরজ তার ? তারা এসেছে আমাদের শাসন করতে, শিক্ষা দিতে নয়। আর জনসাধারণের কথা বলছেন, তারা আর কত ক'রবে। তারা সবাই প্রায় গরিব। তবুও তাদের চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে অনেক স্কুল ও পাঠশালা গড়ে উঠেছে। তাই বাঙালি আজ অনেকটা নিজের অবস্থা ভাবতে শিখেছে। কিন্তু সে আর ক'জন ? দেশ তখনি জাগবে, যখন শতকরা আশিজন লোক অন্ততঃ নিজের নিজের অবস্থা ভাবতে শিখবে। যখন তারা নিজেই নিজের মনকে প্রশ্ন করবে, আমাদের এমন অবস্থা কেন ?

—"আচ্ছা, এরা সব কি করে, কি করে সময় কাটায় ?"

—"সময় কাটাবার এদের অতি সহজ উপায় আছে। ছ'মাস তো ম্যালেরিয়ায় ভোগে। তারপর সময়-মত নিজের নিজের জমিজমা দেখে। তাসপাশা খেলে। আর সুযোগ পেলেই একটা মস্ত বড় দলাদলির সৃষ্টি করে।"

মালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, দলাদলি করে ?

অশোক জোরের সঙ্গে বলিল, দলাদলি করেই তো এরা বেঁচে আছে।

—"সব গ্রামেই কি দলাদলি আছে ?"

—"আমার মনে হয়, এমন একটিও গ্রাম নাই যেখানে দলাদলি নেই।"

—"এরা কি নিয়ে দলাদলি করে ?"

—"বেশির ভাগই সমাজ নিয়ে।"

—"সমাজ নিয়ে ?"

—"হ্যাঁ, সমাজ নিয়ে। কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম হলেই দলাদলিটা বেশ পেকে ওঠে।"

—"কি রকম ?"

—"মনে করুন, কোন বাড়ীতে বিয়ে আছে। বেশ জাঁক-জমক হবে। হঠাৎ ওদের মাথায় ঢুকলো, সব পণ্ড করতে হবে। তখন তারা খুঁজতে বসে গেল, বংশে কোন দোষ আছে কি না। হয় তো খুঁজে খুঁজে বার করলে, পঞ্চাশ বছর আগে বংশের দূরসম্পর্কের কোন মেয়ে কোন সময়ে একটু দোষ করেছিল। আর যায় কোথায়— সবাই একজোট হয়ে গেল। কেউ আর সে বাড়ীতে যাবে না, কোন সাহায্য করবে না ও খাবেও না। তখন বাড়ীর কর্ত্তা ব্যস্ত হয়ে, প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। এই নিয়ে গ্রাম বেশ একটু সরগরম হয়ে উঠলো। চার পাঁচ দিন বেশ কাটলো। অনেক সাধ্য-সাধনা ও তোষামোদ করে যখন তাদের মন ফেরান গেল, তখন হয় তো বিয়ে ভেঙ্গেই গেছে। না হয় তো ভোজ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

—"বেশ মজা তো !"

—"মজা বলে মজা !"

—"আচ্ছা, এই রকম কি সবার বেলায়ই হয় ?"

—"তা কি করে হবে। পয়সাওয়ালার বেলায় ঠিক তার উল্‌টো।"

মালা এবার হাসিয়া বলিল, তা হ'লে লোক দেখে করে বলুন ?

অশোক গম্ভীরভাবে জবাব দিল, নিশ্চয়।

মালা আবার হাসিয়া বলিল, তা হ'লে লৌহদণ্ডটা গরিবের উপরেই পড়ে ?

অশোক বলিল, তাই তো দেখে আসছি।

মালা চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এদের কি মানুষ করা যায় না অশোকবাবু ?

—"যায়, কিন্তু করবে কে ? করতে গেলে, এদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ওদের শিক্ষা দিতে হবে, কুসংস্কার দূর করতে হবে, ন্যায় অন্যায় বোঝাতে হবে।"

মালা নৈরাশ্যের স্বরে বলিল, শক্ত কাজ।

অশোক বলিল, শক্ত বলেই তো কাজ এগুচ্ছে না।

তারপর দুইজন নীরব। কিছুক্ষণ বাদেই মালা বলিল, আমার মনে হয়, এদের মানুষ করাই সব চেয়ে বড় কাজ।

অশোক জোর গলায় বলিল, নিশ্চয়।

দুইজনই আবার নীরব। প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে মালা বলিল, রাত যত হচ্ছে, ঠাণ্ডা যেন বাড়ছে।

অশোক বলিল, বাইরে যে হিম পড়ছে।

মালা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা অশোকবাবু, কলকাতায় গেলে মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন তো, না কাজের চাপে ভুলে যাবেন ?

—"ভুলবো কেন ? মাঝে মাঝে গিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করে আসবো।"

মালা ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল, তা হ'লে বাবার সঙ্গেই দেখা করতে যাবেন, আমার সঙ্গে নয় ?"

অশোক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, আপনি বড় অভিমানিনী।

মালা হাত নাড়িয়া তাচ্ছল্যের স্বরে বলিল, অভিমান করতে আমার বয়ে গেছে। আপনার সঙ্গেই বা আমার ক'দিনের পরিচয় ? কে বা আপনি আমার ?

অশোক কোনই জবাব দিতে পারিল না। হয়তো ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু কথাগুলি সূচের মত তাহার অন্তরে গিয়া বিঁধিল। দুইজনেই নীরব। যেন দুইটী পাষাণ মূর্ত্তি। হিম শীতল স্তব্ধ রাত্রি। চাঁদের অজস্র রূপালি ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রবহমান নদীর কলগুঞ্জন। এ সবই তাহাদের কাছে নূতন। দুইটী তরুণ তরুণী এসব ভুলিয়া একে অন্যের মনের ভাষা খুঁজিতেছে। আজ যেন ভাষা মূক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্তর তাহাদের জাগিয়া আছে। নিশ্বাস পর্য্যন্ত তাহারা পরস্পরের শুনিতে পাইতেছে। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল।

ধীরে ধীরে মালা বলিল, রাত বোধ হয় অনেক হয়েছে।

অশোক রিষ্টওয়াচ্ দেখিয়া বলিল, রাত দেড়টা।

মালা সবিস্ময়ে বলিল, রাত দেড়টা! তা হ'লে তো আমরা অনেকক্ষণ গল্প করেছি। চলুন শোওয়া যাক্‌গে।

মালা আপনার কেবিনে প্রবেশ করিয়া বলিল, বাবার কি রকম নাক ডাকছে,—শুনছেন? চোরদের খুব সুবিধে,—না অশোকবাবু?

অশোক হাসিয়া বলিল, তারা জানতে পারবে যে, বাড়ীর কর্ত্তা ঘুমোচ্ছেন।

অশোক আপনার কেবিনে চলিয়া গেল। মালা একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিল।

প্রায় সকাল আট্‌টার সময় রায়বাহাদুরের হাঁক-ডাকে মালা ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, সকাল বেলায় অত চেঁচাচ্ছ কেন বাবা?

রায়বাহাদুর বলিলেন, সকাল কোথায় রে? আট্‌টা যে বেজে গেছে। আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। তোর শরীর ভাল আছে তো, এত দেরী পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছিস্ কেন?

তারপর সন্দিগ্ধভাবে কন্যার নিকট আসিয়া কপালে হাত দিয়া বলিলেন, শরীর তো ভালই আছে।

মালা বলিল, আচ্ছা বাবা, আমার জন্য তোমার তো এত ভাবনা, যদি আমি হঠাৎ মরে যাই ?

রায়বাহাদুরের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, তিনি আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, সকাল বেলায় অমন কথা বলতে নেই। যা, অশোকবাবুকে দেখগে যা ; তিনিও বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমোচ্ছেন। এখনি চা খেয়ে আমাদের নামতে হবে। আজ আমার অনেক কাজ আছে, আবার মিলে যেতে হবে। ডিরেক্টরদের মিটিং আছে।

মালা অশোকের কেবিনের দ্বারে আসিয়া, তাহাকে ডাকিয়া দিয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিযা চায়ের টেবিলে আসিয়া দেখিল, অশোক ও রায়বাহাদুরের চা পান প্রায় শেষ হইয়াছে। মালা তাড়াতাড়ি চা পান শেষ করিল।

প্রায় বেলা নয়টার সময় অশোক তাহার সুটকেস্ ও বেডিং লইয়া ষ্টীমার হইতে নামিয়া পড়িল।

আসিবার সময় মালা অশোককে বলিল, আমাদের বাড়ীর নম্বর নিয়েছেন তো ? কবে আসছেন ?

অশোক বলিল, শিগ্ গির একদিন যাবো।

মালা বলিল, মনে থাকে যেন।

তারপর কি ভাবিয়া পিতার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুমি একবার বল না বাবা !

রায়বাহাদুর বলিলেন, একদিন আসবেন অশোকবাবু।

অশোক বিনীতভাবে বলিল, নিশ্চয় যাবো।

অশোক একটি ট্যাক্সীতে উঠিয়া বসিল। একবার কি ভাবিয়া পিছন ফিরিয়া ষ্টীমারের দিকে চাহিল। দেখিল,—মালা

তখনো রেলিং ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই সে চোখ ফিরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। অশোক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল। তখন ট্যাক্সী পূর্ণবেগে সশব্দে ছুটিয়াছে।

দশ

অশোক রমানাথবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। দেখিল, মালা রমানাথবাবুর পাশে একটি চেয়ারে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই নমস্কার করিয়া বলিল, এই যে অশোকবাবু!

অশোক প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, আপনি!

মালা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ,—আমি মালা। কাকাবাবুকে দেখতে এলাম।

রমানাথবাবু বলিলেন, বসো অশোক।

অশোক কাগজপত্র সব টেবিলের উপর রাখিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মালা বলিল, কই অশোকবাবু, আমাদের ওখানে গেলেন না তো? আপনার কথার তো খুব ঠিক?

অশোক বলিল, আজকাল কাজের বড্ড ভিড়।

মালা এবার রমানাথবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ কাকাবাবু, আজকাল অশোকবাবুর খুব বুঝি কাজ?

রমানাথবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, তা কাজ আছে বৈকি মা!

মালা অশোকের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি মনে করেছিলাম, আপনি বোধ হয় ভুলেই গেছেন।

অশোক বলিল, ভুলবো কেন?

মালা বলিল, যাক্—তবু ভাল।

রমানাথবাবু বলিলেন, তোমার বাবা এলেন না কেন ?

মালা উত্তর দিল, তিনি একটু বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। সন্ধ্যের পরেই ফিরবেন। আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি কিছুদিনের জন্য পশ্চিম থেকে ঘুরে আসুন না, তা হ'লে হয়তো আপনার শরীরটা ভাল হতে পারে।

রমানাথবাবু বলিলেন, তোমার কাকিমাও সেদিন এই কথাই বলছিলেন। দেখি কি হয়।

মালা জোরের সঙ্গে বলিল, আপনার যাওয়াই উচিত। আমি আজকালের মধ্যেই কাকিমার সঙ্গে দেখা করে বলে আসবো।

রমানাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ যাবে না ?

মালা বলিল, আজ আর যাবো না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। চলুন না—একটু খোলা যায়গায় বেড়িয়ে আসবেন।

রমানাথবাবু বলিলেন, আজ আর নয় আর একদিন দেখা যাবে। বরং তুমি একটু বেড়িয়ে এস।

মালা বলিল, তা হ'লে আমার আর যাওয়া হলো না।

রমানাথবাবু বলিলেন, তার চেয়ে এক কাজ কর, অশোককে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

মালা বলিল, উনি কি আর যাবেন, অনেক কাজ।

অশোক মাথা নত করিয়া রহিল। কোন জবাব দিল না। রমানাথবাবু অশোককে বলিলেন, তুমি মালার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে এস। ছেলেমানুষ—একলা কোথায় যাবে ?

অশোক বলিল, আমার হাতে অনেক কাজ।

রমানাথবাবু বলিলেন, তোমার কাগজপত্র সব আমার কাছে রেখে যাও ; আমি যতটা পারি এগিয়ে রাখবো।

অশোক বলিল, আমি কাগজপত্র সব এনেছি।

রমানাথবাবু বলিলেন, বেশ—বেশ, তোমরা তা হলে এখনি বেরিয়ে পড়। প্রায় পাঁচটা বাজে।

মালা ও অশোক উঠিল। মালা যাইতে যাইতে বলিল, আজ আমি চল্লাম, কাকিমাকে বলবেন যে, আগামী বুধবার দিন যাবো। তিনি যেন আমার জন্য চিংড়ি মাছের কাট্লেট তৈরী করে রাখেন ; ঠাকুরকে দিয়ে না করান।

রমানাথবাবু বলিলেন, তাই হবে রে পাগলী!

তাহারা চলিয়া যাইবার পর তিনি অনেকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, টেবিলের উপরের কাগজগুলি টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন।

অশোক ও মালা বাহিরে আসিয়া, মোটরের সামনের সিটে দুইজনে পাশাপাশি হইয়া বসিল। মালা ষ্টীয়ারিং ধরিয়া বলিল, কোথায় যাবেন?

অশোক বলিল, আপনার যেখানে ইচ্ছে।

মালা গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি যদি বলি যমের বাড়ী,—রাজি হবেন?

অশোক হাসিয়া বলিল, মন্দ কি, চলুন না।

মালা বলিল, বেশ তাই চলুন।

মালা স্টার্ট দিল। মোটর ছুটিল। হাওড়ার পুল পার হইল। শেষে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসিয়া থামিল। গাড়ীটি রাস্তার পাশে রাখিয়া, তাহারা দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিল।

এতক্ষণ কেহই কথা বলে নাই। এবার মালা বলিল, আচ্ছা অশোকবাবু, আপনি এত কম বয়সে এত গম্ভীর কেন?

অশোক ক্ষীণস্বরে বলিল, এক একজনের স্বভাব।

আবার দুইজনই নীরব। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন দলে দলে নরনারী ও বালকবালিকা

উত্তম পোষাকে সজ্জিত হইয়া বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা বেড়াইতে বেড়াইতে লেকের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মালা বলিল, অশোকবাবু হাঁস দুটীকে দেখুন। কি সুন্দর ওরা পাশাপাশি সাঁতার দিয়ে চলেছে। এরাও যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ চায় বেশ বোঝা যাচ্ছে।

অশোক বলিল, সজীব প্রাণীমাত্রই সঙ্গী চায়।

মালা জিজ্ঞাসা করিল, এ নিয়ম হলো কেন?

অশোক বলিল, সৃষ্টি রক্ষা করবার জন্য।

—"দুটী ঠিক পাশাপাশি চলেছে। তা হ'লে নিশ্চয় ওদের মধ্যে আকর্ষণ আছে?"

—"নিশ্চয় আছে।"

—"আকর্ষণ নিশ্চয় ভালবাসা নয়?"

—"না, তবে আকর্ষণ শেষে ভালবাসায় পরিণত হয়। আর ভালবাসাই সৃষ্টি রক্ষার প্রথম স্তর।

—"মা তো ছেলেকে ভালবাসে, কিন্তু—"

—"মায়ের ভালবাসা অতি পবিত্র। কিন্তু সে ভালবাসা পরিপূর্ণ ভালবাসা নয়। ভালবাসা সেখানেই পরিপূর্ণ যেখানে আদান প্রদান আছে। আর সেই ভালবাসাই সৃষ্টিরক্ষার প্রথম স্তর।"

মালা কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপর অশোকের দিকে ফিরিয়া বলিল, চলুন পার্শের ওই কুঞ্জটায় গিয়ে বসি। বড়ই ক্লান্ত বোধ ক'রছি।

অশোক বলিল, বেশ তো, চলুন না।

তাহারা কুঞ্জের মধ্যে আসিয়া বসিল। মালা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা অশোকবাবু, নারী যেমন নরের সান্নিধ্য কামনা করে, নর নিশ্চয় নারীর সান্নিধ্য চায়।

অশোক বলিল, নিশ্চয়। আর অপজিট্ সেক্স না হ'লে আকর্ষণ হয় না।

দুইজনই নীরব। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। বাহিরে একটু আলো আছে। কিন্তু কুঞ্জের মধ্যে বেশ ঝাপ্সা হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ মালা আপনার দুই হাত দিয়া, অশোকের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, অশোকবাবু, আমার মনে হয় আপনার মনে কোথায় যেন একটা ব্যথা আছে। সত্যি কি না?

হঠাৎ মালার স্পর্শে অশোক শিহরিয়া উঠিল। পায়ের তলা হইতে মাথার চুলের ডগা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। বুকের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া উঠিল। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তে আপনাকে সাম্লাইয়া লইয়া বলিল, না—বিশেষ কিছু নয়।

মালা আরো জোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমাকে বলতেই হবে।

অশোক হাত ছাড়াইয়া লইয়া, উঠিয়া দাঁড়ইয়া বলিল, আর একদিন বলবো,—আজ নয়। চলুন, অন্ধকার হয়ে আসছে।

তাহারা কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া চলিতে লাগিল। তখন ভিড় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কাহারো মুখে কথা নাই। তাহাদের পাশ দিয়া দুইটী যুবক যুবতী যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। যুবতী চীৎকার করিয়া বলিল, আরে, মালা যে!

মালা দাঁড়াইয়া বলিল, তুই,—এখানে।

সাহেবী পোষাক পরা যুবকটী বলিল, মিস্ সেন, নমস্কার!

মালা বলিল, মিস্টার বোস্ যে, নমস্কার! কেমন আছেন? আর তো আমাদের ওদিকে যান না?

মিস্টার বোস্ বলিল, এক রকম কেটে যাচ্ছে; সময় বিশেষ পাই না।

বেলা ধীরে ধীরে বলিল, সঙ্গে হবুপতি রায় বুঝি ?

মালা চাপা-হাসির স্বরে বলিল, দূর পোড়ারমুখি! উনি লেখক অশোক গুপ্ত!

বেলা ও মিঃ বোসের মুখ হইতে একসঙ্গে বাহির হইল, অশোক গুপ্ত!

মালা সগর্বে বলিল, হ্যাঁ, জনমত-সম্পাদক অশোক গুপ্ত।

তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিল, অশোকবাবু, ও অশোকবাবু! এইদিকে আসুন না।

অশোক মালাকে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মালার ডাকে নিকটে আসিতেই মিঃ বোস্ ও বেলা হাত উঠাইয়া নমস্কার করিল। অশোক প্রতিনমস্কার করিল।

মালা বলিল, উনি বড় লাজুক। সেধে আলাপ না করলে বিশেষ কথা বলেন না। বিশেষতঃ অন্যান্য সাহিত্যিকের মত কথার ফোয়ারা নন্।

বেলা বলিল, বেশ তো, আমরা নয় আগেই আলাপ করবো।

মালা বলিল, আমার কলেজের বন্ধু বেলা। আর দেখছেন ময়ূর-পুচ্ছধারি কাকটী, উনি আমার বন্ধুটীর বাহন মিষ্টার বোস্। প্রায় বছরখানেক হলো ও ওঁর উপর সওয়ার হয়েছে। বলিতে বলিতে মালা হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সকলে হাসিতে লাগিল। তারপর হাসি থামিতে মালা অশোকের দিকে ফিরিয়া বলিল, আপনি যে সাহিত্যিক অশোক গুপ্ত, তার পরিচয় আগেই দিয়েছি।

বেলা বলিল, আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম।

অশোক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মালা বলিল, আমি ভেবে পাইনে ভাই, উনি কি করে কথার

মালা গাঁথেন। আজ একমাস হলো পরিচয় হয়েছে, কিন্তু নিজে থেকে আলাপ করতে দেখলাম না। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বার করতে হয়। যদি লিখতে বল, তা হ'লে আর রক্ষে নেই। একেবারে রাত কাবার।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল, তোর সঙ্গে কোথায় পরিচয় হলো?

মালা উত্তর দিল, সাহিত্য-সভায়।

বেলা বলিল, তা হ'লে বল্‌, এবাব সাহিত্য-সভায় গিয়েছিলি? তোর আবার একটু সাহিত্যের বাতিক আছে যে!

মালা বলিল, যাঃ! অশোকবাবুর সামনে যা-তা বলিস্‌ নে। উনি কি মনে করবেন বল দিকি! নিশ্চয় মনে মনে হাসছেন।

অশোক বলিল, না—না, আমি হাসছি নে।

মিঃ বোস বলিল, রাত বেশ হয়েছে, ফেরা যাক্‌।

তাহাবা চারজনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা মোটরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দুইখানা মোটর রাস্তার ধারে রাখা ছিল। তাহারা বিদায় লইয়া আপন আপন মোটরে যাইয়া বসিল।

মালা মোটর হইতে বলিল, ওরে বেলা, একদিন মিষ্টার বোস্‌কে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসিস্‌। অশোকবাবু আসবেন; বেশ আলোচনা করা যাবে।

বেলা মোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, আর তোর হবুটীকে বলতে ভুলিস্‌ নি যেন।

মালা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, চুপ কর্‌ পোড়ারমুখি, বেশি ফাজলামি করিস্‌ নি।

বেলা হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে মোটর চলিতে লাগিল। একটা মোড়ে আসিয়া বেলা ও মিঃ বোস্‌ বলিল, গুড্‌ নাইট্‌!

মালা ও অশোক জবাব দিল, গুড্ নাইট্ !

তারপর দুইখানি মোটর দুই রাস্তায় চলিয়া গেল।

এগার

রবিবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় অশোক মালাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হল্ ঘরে বেশ মজলিস্ জমিয়া উঠিয়াছিল। অশোক দ্বারের কাছে আসিতেই মালা অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। বেলা ও মিঃ বোস্ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, আসুন অশোকবাবু !

অশোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাত উঠাইয়া নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ারে বসিল। মালা একটী সাহেবী পোষাক পরা যুবককে দেখাইয়া বলিল, ইনি ব্যারিষ্টার ডি, রায়। তারপর যুবকটীকে উদ্দেশ করিয়া অশোককে দেখাইয়া বলিল, ইনি সাহিত্যিক ও জনমতের সম্পাদক অশোক গুপ্ত।

যুবকটীর মুখ হইতে কেবলমাত্র বাহির হইল, ওঃ !

বেলা এতক্ষণ চুপচাপ শুনিতেছিল। এবার সে বলিল, পরিচয় কিন্তু ঠিক হলো না।

মালা বলিল, কেন ?

বেলা বলিল, মিষ্টার ডি, রায় ছাড়া আর কি ওঁর অন্য পরিচয় নেই ?

মালা বলিল, অন্য পরিচয় আবার কি ?

বেলা বলিল, একথা তো বল্‌লি না যে, উনি তোর হবু—

মালা তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, তুই চুপ কর্ পোড়ারমুখি !

তারপর আড়চোখে মিঃ ডি, রায় ও অশোকের দিকে দেখিয়া

লইল। মিঃ রায় মৃদু মৃদু হাসিতেছে আর অশোক যেন কি চিন্তা করিতেছে।

অশোক ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, রায়বাহাদুর কি বাড়ীতে নেই?

মালা উত্তর দিল, না—তিনি বাড়ী নেই। সকালে বেড়াতে বার হয়েছেন, বেলা আট্‌টার সময় ফিরবেন।

বয় আসিয়া চায়ের সরঞ্জাম ও কেক্ বিস্কুট ইত্যাদি রাখিয়া গেল। মালা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, যিনি মিষ্টি বেশি খান, বলবেন।

মিঃ বোস্ বলিল, আমি কিন্তু একটু বেশী মিষ্টি খাই।

বেলা রহস্য করিয়া বলিল, মিষ্টার রায়ের বোধ হয় চিনি না হলেও চলবে।

মিঃ রায় বলিল, কারণ?

বেলা বলিল, কারণ, মালা হাতে করে যে আপনাকে চা দিচ্ছে—মিষ্টির আর কি দরকার?

অশোক ও মালা ছাড়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মালার হাত কাঁপিয়া খানিকটা চা টেবিলের উপর পড়িয়া গেল।

মিঃ বোস্ গরম চায়ের কাপে এক চুমুক মারিয়া বলিল, আচ্ছা অশোকবাবু, আপনি তো সাহিত্যিক, আপনার এ বিষয় কি মত?

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, কোন বিষয়?

মিঃ বোস্ বলিল, আমাদের দেশে অসবর্ণ বিবাহ চলা সম্বন্ধে?

অশোক বলিল, অসবর্ণ বিবাহ ভাল বা খারাপ এ বিষয়ে বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মত আছে।

মিঃ বোস্ বলিল, আমি সে বিষয় জিজ্ঞাসা করছি না। আপনার ব্যক্তিগত মত জিজ্ঞাসা করছি।

অশোক একটু চিন্তা করিয়া বলিল, সব ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহ ভাল নয়। তবে কোন কোন জায়গায় উপকার আছে বৈকি।

আজ আমাদের ইংরাজি শিক্ষার ফলে, ছেলেমেয়েদের অনেক সময় অবাধ মেলামেশা করতে হয়। এই মেলামেশার ফল অনেক সময় খারাপ হয়। হয় তো, এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, তখন বিয়ে না করলে নয়। মনে করুন, মেয়ে কায়স্থের ছেলে বামুনের। তারা কার্য্যগতিকে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, বিয়ে না করলে নয়। তখন তাদের অসবর্ণ বিয়ে করাই উচিত।

মিঃ রায় বলিল, হিন্দু কি সমাজ তাদের ছেলেমেয়েদের জাতে নেবে?

অশোক বলিল, না—নেবে না। দেখবেন, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই রকম ছেলেমেয়েতে দেশ ভরে যাবে এবং তাদের একটা আলাদা সমাজ গড়ে উঠবে। তখন তাদের নিজেদের মধ্যেই আদান প্রদান চলবে।

মিঃ বোস্ বলিল, আপনি কি মনে করেন, এই রকম বিয়েতে দেশের উপকার হবে?

অশোক বলিল, আমার মনে হয়—উপকারই হবে। বিয়ে যদি না হয়, তা হ'লে অনেকে কিছুদিন স্বামীস্ত্রী ভাবে বাস ক'রবে। তারপর সুবিধে পেলেই ছেলেরা মেয়েদের ফেলে পালাবে। অনেক সময় তারা ভ্রূণ-হত্যা করবে, হয় তো কোন পথ না পেয়ে। কিন্তু যদি তাদের জন্য কোন একটা পথ খোলা থাকে, তা হ'লে হয় তো তারা নাও করতে পারে। কোন একটা নিয়মের মধ্যে থাকলে অনেকটা উচ্ছৃঙ্খলতা কমে আসে।

মিঃ রায় বলিল, যাদের এই রকম চরিত্র তাদের মেলামেশা না করাই ভাল।

অশোক বলিল, সে তো ভাল কথাই। কিন্তু এমন যুগ এসে পড়েছে যে, ছেলেমেয়েরা মেলামেশা করতে বাধ্য। কার্য্যক্ষেত্রে

একে অন্যকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। দেশ-সেবায় বলুন, আর সমাজ-সংস্কারে বলুন। আর এজন্য যে কারুর পদস্খলন হবে না, হতেই পারে না। তখন তাদের জন্য এই রকম পথ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। মনের জোরের কথা বলছিলেন; মনের বল কি সবার সমান? হয় তো আপনার মনের বল খুবই বেশি, আমার খুবই কম এবং মিস্টার বোসের আরো কম। তাই বলে উনি কি দুনিয়া থেকে আলাদা থাকবেন?

মিঃ বোস্ বলিল, সত্যিই আমার মনের বল খুবই কম। দেখুন না, সবার আগেই আমি লেজ কেটেছি।

সকলে হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বেলা তাহার গায়ে হাত দিয়া ধাক্কা মারিয়া বলিল, বেহায়ার একশেষ।

সকলে আবার একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। এই সময় রায়বাহাদুর হল্ ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে চুপ করিল।

রায়বাহাদুর বলিলেন, দেখছি—তোমরা সবাই চা খাওয়া সেরে ফেলেছো।

মালা তাড়াতাড়ি বলিল, তোমার চা আনছি বাবা।

মালা হল হইতে বাহির হইয়া গেল। রায়বাহাদুর একখানা চেয়ারে ঠেসান্ দিয়া বসিয়া বলিলেন, তারপর অশোকবাবু, আপনার খবর কি?—রমানাথবাবু কেমন আছেন?

অশোক বলিল, তিনি এখন একটু ভাল আছেন।

রায়বাহাদুর বেলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, অনেকদিন তোমাদের দেখিনি মা; সব ভাল তো?

বেলা বলিল, হ্যাঁ কাকাবাবু, সব ভাল।

এই সময় মালা চায়ের ট্রে হাতে করিয়া প্রবেশ করিল।

রায়বাহাদুর চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়া বলিলেন, তারপর তোমাদের কি কথাবার্ত্তা হচ্ছিল?

মিঃ বোস্ বলিল, অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। অশোক-বাবু অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেন।

রায়বাহাদুর বলিলেন, অশোকবাবু তো চিন্তাশীল লেখক। সাধারণ শিক্ষিত লোক মাত্রই সমর্থন করবে।

রায়বাহাদুরের কণ্ঠ ক্রমে ক্রমে উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, অসবর্ণ বিবাহ আমাদের দেশে চলা খুবই উচিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহ হওয়া খুবই দরকার। বিধবা বিবাহ না হওয়ায় আমাদের সংসারে কত যে পাপ ঢুকছে, সে কেবল ভগবানই জানেন। আমাদের সমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে। প্রায় সব দেশেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে; নাই কেবল এই বাংলা দেশে। আজ যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকতো, তা'হলে হয় তো আমরা বাংলা দেশে অন্য জাতির চেয়ে সংখ্যায় কম হতাম না। আর আমি এও সমর্থন করি না যে, বিধবা মাত্রই পুনরায় বিয়ে করুক। বিধবাদের বিয়ের একটা বয়সের সীমা থাকা চাই, যাক্,—

তিনি চা পান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ যেন কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে লাগিল। সকলেই নির্ব্বাক।

মালা পিতাকে একটি ধাক্কা দিয়া বলিল, বাবা, তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছো।—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

রায়বাহাদুর মালার ধাক্কায় চম্‌কিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। একবার সবার মুখের দিকে দেখিয়া লইলেন। তারপর আবার চা পান করিতে লাগিলেন।

মালা অভিমানের সুরে বলিল, বাবা, আজকাল তুমি কি ভাব, আমাকে বলতো?

রায়বাহাদুর বলিলেন, ভাবনার কি অন্ত আছে মা?

মালা বলিল, অন্ত নেই তা জানি কিন্তু আগে তো এমন ভাবতে না। সাহিত্য-সভায় যাবার পর থেকে যেন কেমন একটা চিন্তা-চিন্তা ভাব দেখছি।

রায়বাহাদুর একবার অশোকের দিকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, মানুষের মন প্রতি মুহূর্ত্তে কত কি চিন্তা করে তার আর শেষ নেই। হ্যাঁ, তোমাদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছি; আগামী বৃহস্পতিবার মালার জন্মতিথি। তোমাদের সব নেমন্তন্ন রইলো। অশোকবাবু, আপনারও আসা চাই।

মিঃ বোস্ বলিল, আমরা সব নিশ্চয় আসবো।

মালা বলিল, আচ্ছা বাবা, তুমি অশোকবাবুকে আপনি আপনি ক'রে দূরে ঠেলে রাখছো কেন? আপনি বল্‌লে যেন পর পর মনে হয়। অশোকবাবু বোধ হয় মিস্টার বোস্ ও মিস্টার রায়ের থেকে ছোট হবেন। আমার মনে হয় ওঁকে তোমার আপনি বলা উচিত নয়।

রায়বাহাদুর ধীরে ধীরে বলিলেন, তুই ঠিক বলেছিস্ মা। তবে কি জানিস্, আজকালকার ছেলেদের তুমি বললে, তারা অপমান বোধ করে।

অশোক বলিল, না—না, আপনি আর আমাকে আপনি বলে অপমান করবেন না। আপনি আমার পিতৃতুল্য।

মুহূর্ত্তমধ্যে রায়বাহাদুরের কপালে শিরাগুলি জাগিয়া উঠিল। মনে হইল পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা বিদ্যুতের ঝল্‌কা খেলিয়া গেল। পায়ের তলায় পাকা মেঝে যেন কাঁপিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তুমি ঠিক বলেছ অশোক। আমি এখন উঠি, তোমরা গল্প কর। আমার আবার অনেক কাজ।

তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রায়বাহাদুরের আজ এই ভাব-পরিবর্ত্তন কাহারও চোখ এড়াইল না। সবাই যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। আরও কিছুক্ষণ গল্প-গুজব চলিল, কিন্তু আর জমিল না। মিঃ বোস্ ও বেলা বিদায় হইল। অশোক কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় মালা তাহাকে বারবার করিয়া বৃহস্পতিবারে আসিবার জন্য বলিয়া দিল। অশোক চলিয়া গেলে মিঃ রায় বলিল, জড়তা কাটেনি,—মানুষ হতে দেরি আছে।

মালা জিজ্ঞাসা করিল, কার মানুষ হতে দেরি আছে?

মিঃ রায় বলিল, অশোকবাবুর।

মালা কেবল বলিল, ওঃ!

মিঃ রায় মনে করিয়াছিল, হয় তো মালা এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবে। মিঃ রায় বক্ বক্ করিয়া অনেক কথাই বলিয়া চলিল, কিন্তু মালা হ্যাঁ—না বলিয়া সারিয়া দিতে লাগিল। শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার কি শরীর ভাল নেই?

মালা বলিল, হ্যাঁ—বড্ড মাথা ধরেছে।

মিঃ রায় ব্যস্ত হইয়া বলিল, ডাক্তার পালিতকে খবর দেবো কি?

মালা বলিল, না,—দরকার নেই। একটু বিশ্রাম করলেই ভাল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

মিঃ রায় মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হইল। মুখে বলিল, সেই ভাল মালা। তুমি বিশ্রাম কর, আমি এখন যাই। সন্ধ্যের সময় একবার এসে খবর নিয়ে যাবো।

সে চলিয়া গেল। মালা সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনটা যেন তার আজ বিনা কারণে ভার হইয়া উঠিয়াছে।

বার

অশোক ব্যস্তভাবে হল্‌ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে মালাদেবী,—মাপ্‌ করবেন।

মালা গম্ভীর হইয়া বলিল, আপনার তো দেরি হবে তা জানি।

অশোক বলিল, হঠাৎ দিল্লীর রিপোর্টারের নিকট থেকে একটা তার পেয়ে, বাবুকে দেখিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল।

মালা বলিল, যাক্‌—বাঁচলাম, তবু একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

অশোক টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, নানান রকম জিনিষ সাজান রহিয়াছে। নিমন্ত্রিতেরা এইগুলি আজ মালাকে উপহার দিয়াছে। প্রায় সবই সোনার জিনিষ ও প্রসাধনের সামগ্রী। একজোড়া কানপাশা বেশি করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিষটীর গঠন অতি চমৎকার। বোধ হয় কোন সাহেবের দোকানের হইবে।

মালা হাসিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন,—বসুন।

তারপর সামনের দিকে মুখ উঠাইয়া বলিল, ইনি সাহিত্যিক ও জনমতের সম্পাদক অশোক গুপ্ত।

একসঙ্গে অনেকের মুখ হইতে বাহির হইল, অশোক গুপ্ত!

অশোক একখানা চেয়ারে বসিল। মালা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার হাতে ওখানা কি বই?

অশোক তখন ভাবিতেছিল, এই সব দামি উপহারের মধ্যে তাহার এই সামান্য উপহার হয় তো বেমানান হইবে। অনেকে হয়তো হাসিবে। মালা হয় তো তাচ্ছল্য প্রকাশ করিবে। মালা অশোককে অন্যমনস্ক দেখিয়া, হাত হইতে বইখানা ফস্‌ করিয়া কাড়িয়া লইল। অশোক বাধা দিবার সময় পর্য্যন্ত পাইল না। মালা হাসিতে হাসিতে পাতা উল্‌টাইয়া সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাঃ! এযে রবি-

ঠাকুরের চয়নিকা। তারপর আর একখানা পাতা উল্টাইয়াই সে হর্ষোৎফুল্ল স্বরে বলিল, বাঃ আমার জন্য এনেছেন দেখছি।

অশোক ঘামিতে লাগিল। সে রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল, বোধ হয় আপনার পছন্দ হবে না।

মালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বলেন কি! রবিঠাকুরের কবিতা পছন্দ হবে না? আমি যে রবিঠাকুরের কবিতা বড্ড ভালবাসি।

অশোকের মনে হইল, তাহার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল।

বেলা বলিল, সাহিত্যিক মানুষ,—বই সিলেক্ট ভুল হবে না।

মিঃ রায় বলিল, কিন্তু ওমর খৈয়াম এর চেয়ে ঢের ভাল। কাল তোমার জন্য এক কপি নিয়ে আসবো মালা।

কয়েকটী মেয়ে মুখ টিপিয়া হাসিল। বেলা হাসিয়া বলিল, দেখবেন, হেরে যাবেন না যেন। বেছে বেছে আরো দু'খানা ভাল বই আনবেন।

মিঃ রায় বলিল, বই উপহার দিলে সস্তায় হয় বটে। ও রকম কমদামি বাজে জিনিষ আমি দিতে পারি না। যদি দিতে হয় তো এই রকম—

বলিতে বলিতে টেবিলের উপর হইতে কানপাশাটা উঠাইয়া উচ্চে ধরিয়া বলিল, এই রকম উপহার দিতে হয়। একেবারে হ্যামিল্টনের বাড়ীর তৈরী,—অনেক দাম।

সে সগর্ব্বে চারিদিক একবার দেখিয়া লইল। দুই একজন বলিল, চমৎকার!

বেলা মজা দেখিবার জন্য বলিল, রবিঠাকুরের চয়নিকার কাছে ওর কিন্তু কোন দাম নেই।

মিঃ রায় বলিল, বল কি বেলা!

বেলা হাসিয়া বলিল, রবিঠাকুরের কবিতা পাথরের বুকে শিহরণ তুলতে পারে, কিন্তু আপনার কানপাশা কি পারে?

মিঃ রায় কোনই উত্তর দিল না। বোধ হয় সে বেলার ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। বেলা আবার রসিকতা করিয়া বলিল, মালার কানে পরিয়ে দিন, বেশ মানাবে।

মিঃ রায় মালার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, এস,—কানে পরিয়ে দিই।

তারপর কানে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। মালা লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি মাথা সরাইয়া লইয়া বলিল, আঃ, কি করেন,—আমার হাতে দিন।

ঘরময় সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মিসেস্ পালিত বলিল, একদিনতো পরিয়ে দেবেন, তখন এত লজ্জা কিসের ?

মিঃ রায় বলিল, তা তো বটেই।

তারপর সগর্ব্বে অশোকের দিকে চাহিল। সে তখন মাথা নীচু করিয়া নীরবে বসিয়াছিল।

বেহারা আসিয়া জানাইল, খানা প্রস্তুত।

মালা বলিল, চল আমরা যাচ্ছি।

সকলে আসিয়া ডাইনিং রুমে প্রবেশ করিল। ডাইনিং টেবিল সাজান রহিয়াছে। একটী করিয়া টেবিল, তাহার দুইপাশে দুইখানা করিয়া চারখানা চেয়ার। সকলে আপন আপন সঙ্গী ও সঙ্গিনীর সঙ্গে পাশাপাশি চেয়ারে বসিতে লাগিল। মালা একটী টেবিলের নিকট আসিতেই মিঃ রায় আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। মিসেস্ ঘোষ বলিল, অশোকবাবু, আপনি কি করবেন ?

বেলা হাসিয়া বলিল, অশোকবাবু, আপনি মালার বাঁ পাশে কোন রকমে একটু জায়গা করে নিন্।

সকলে হাসিয়া উঠিল। অশোক বলিল, আপনাদের সামনের চেয়ারখানা খালি পড়ে আছে, ওখানে আমি বস্‌ছি।

মিঃ বোস বলিল, সে কি,—ওঁর পাশে কিম্বা সামনে আর তো জায়গা খালি নেই, আমি তো সব দখল করে বসে আছি। দেখবেন,—আমাকে যেন পথে বসাবেন না।

বেলা তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, ধ্যেৎ।

সকলে হাসিয়া উঠিল। অশোক বেজায় লজ্জিত হইল।

মিসেস্ পালিত বলিল, ঝগড়া ঝাঁটির দরকার কি, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সে উঠিয়া যাইয়া মালার সামনের দুইখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, এর একখানায় অশোকবাবু আর একখানায় মিস্টার রায় বসবেন। আর সামনের চেয়ারে বসবে মালা। তারপর যাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে, তিনি মালার ডানদিকে গিয়ে বসবেন। কিন্তু যতদিন না একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হচ্ছে, ততদিন এইরকম ব্যবস্থা থাকবে। আপনারা সব কি বলেন?

মিঃ বোস্ বলিল, আপনার বিচার ঠিক হয়েছে। মালা চাপা গলায় মিসেস্ পালিতকে বলিল, আপনি যে কি বলেন তার ঠিক নেই।

মিসেস্ পালিত বলিল বটে!

মিস্টার রায় অনিচ্ছাসত্ত্বে একখানা চেয়ারে আসিয়া বসিল। অশোক আর একখানায় বসিল। মালা তাহাদের সামনে বসিল।

একখানা চপের খানিকটা কামড়াইয়া বেলা বলিল, অশোকবাবু কিন্তু খুব কম বয়সে এত নাম করেছেন যে, অন্য কোন সাহিত্যিক তা পারেনি।

মিঃ রায় বলিল, ওঁর কিন্তু বিলিতি ডিগ্রী নেই।

বেলা বলিল, সত্যি, আপনার মত ওঁর নেই।

মিঃ রায় একবার সগর্ব্বে অশোকের দিকে চাহিয়া আবার আহারে মনোযোগ দিল।

মিসেস্ পালিত বলিল, বিলিতি ডিগ্রী থাকলে মানুষ হয় না, বা লেজ বার হয় না। টাকা থাকলে আমাদের দেশের অনেক ছেলেই বিলিতি ডিগ্রী আনতে পারত। একটা ভাল সাহিত্যিক হওয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদের দরকার।

মিঃ রায় বলিল, ছোটবেলা থেকে চর্চ্চা করলেই হয়। এ আর এমন কি বড় জিনিষ।

বেলা বলিল, আপনি করলেন না কেন? তা হলে আপনিও অশোকবাবুর মত হতে পারতেন।

মিঃ রায় রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি অশোকবাবুর চেয়ে কিসে ছোট? আমার বিলিতি ডিগ্রী আছে, আমি একজন ব্যারিস্টার।

বেলা মজা দেখিবার জন্য বলিল, কিন্তু অশোকবাবুর মত আপনাকে কেউ চেনে না।

মিঃ রায় রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। চীৎকার করিয়া বলিল, আমি কি জ্ঞানে, বুদ্ধিতে অশোকবাবুর চেয়ে ছোট? কখখন না। আমি কত দেশ দেখেছি, কত লোকের সঙ্গে মিশেছি। এমেরিকা-ইউরোপ ঘুরে এসেছি—আর অশোকবাবুর পরিধি তো এই বাংলা দেশ।

বেলা রহস্য করিয়া বলিল, সত্যি আপনি খুব জ্ঞানী। আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দিয়ে দু'চারখানা বই লিখে ফেলুন না। জগতের অনেক উপকার হবে।

রায় বলিল, লিখবোই তো।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল, কোন ভাষায় লিখবেন?

মিঃ রায় বলিল, ইংরিজিতে।

বেলা বলিল, তা বটে।

মিঃ রায় বলিল, ইংরিজি একটা ভাষার মত ভাষা, বাংলা আবার একটা ভাষা নাকি! ছোঃ! ক'জন পড়ে শুনি?

বেলা বলিল, তা ঠিক।

মিঃ রায় বলিল, নিশ্চয়—নিষ্কর্ম্মা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক এর চর্চ্চা করে। ছোঃ—

মালা এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, সত্যিই বাংলা ভাষা একটা ভাষা নয় কিন্তু এই ভাষাতে আপনি প্রথমে মা বলে ডাকতে শিখেছেন।

মিঃ রায় বলিল, ইংলণ্ডে জন্মালে ইংরাজিতে প্রথমে মা বলে ডাকতাম।

মালা বলিল, যে ভাষায় আপনি প্রথম মা বলে ডেকেছেন, সেই ভাষার নিন্দে করছেন। আর নিন্দে করছেন কিনা একজন নাম-করা সাহিত্যিকের সামনে? আপনার একটু লজ্জা করছে না।

মিঃ রায় বলিল, লজ্জা কিসের? নিষ্কর্ম্মা লোকেরা বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চা করে। এই সব সাহিত্যিকদের আমি ঘৃণা করি।

মালা বলিল, মিস্টার রায় একটু সংযত হোন্। ভদ্রলোকের সম্মান রেখে কথা বলবেন।

মিঃ রায় বলিল, সম্মানে অশোকবাবু আমার চেয়ে বড় নন্। আমি একজন বিলেত ফেরত,—ব্যারিস্টার।

মালা এবার জোর গলায় বলিল, আপনার মত দু'একজন ব্যারিস্টারের কম বেশিতে দেশের কিছু যায় আসে না কিন্তু একজন ভাল সাহিত্যিক দেশের অনেক কিছু উপকারে আসে।

মিস্টার রায় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, উপকারে আসে!

মালা বলিল, নিশ্চয় উপকারে আসে। তারা নির্য্যাতিত, অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। মৃতপ্রায় জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার ক'রতে পারে। আর আপনার—

মিঃ রায় তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আর আমরা?

মালা বলিল, আপনারা মিথ্যা কথার মালা গেঁথে, সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য ক'রতে পারেন, এই পর্য্যন্ত, আর কি জানেন ?

মিঃ রায় বলিল, আমরা আর কিছু জানিনে ?

মালা বলিল, আর কি জানেন আপনারা ?

নিমন্ত্রিতেরা সকলে আহার ছাড়িয়া স্তব্ধ হইয়া মালা ও মিঃ রায়ের বাক্যুদ্ধ শুনিতেছিল। বেলা বুঝিল, রহস্য চরমে উঠিয়াছে। মালা খুব রাগিয়াছে ও মিঃ রায় আপনাকে খুবই অপমানিত মনে করিতেছে। সে এবার সুযোগ বুঝিয়া বলিল, মালা, তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি ? আমরা যে সব তোর অতিথি।

মুহূর্ত্তমধ্যে মালা আপনার ভুল বুঝিতে পারিল। আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, আমার অন্যায় হয়েছে মিস্টার রায়। আশা করি মাপ্ করবেন।

মিঃ রায় বলিল, কিছু না,--কিছু না, তর্ক ক'রতে গেলে অমন হয়ে থাকে। তুমি মন খারাপ করো না,—খাও।

সকলে আহারে মনোযোগ দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আহার শেষ হইল। কিন্তু আর একটী কথাও হইল না।

বেলা গুমট্ কাটাইবার জন্য দুই একটী রসিকতা করিল কিন্তু কাটিল না। শেষে একে একে সবাই বিদায় হইল। মিঃ রায়ও চলিয়া গেল।

বেলা বলিল, তুই বড়ই অন্যায় করেছিস্ মালা।

মালা বলিল, আমার ভাই বড্ড রাগ হয়েছিল। রাগ হলে আমি সব ভুলে যাই।

বেলা বলিল, যাক্,—আমরাও চল্‌লাম। চলুন অশোকবাবু, আমাদের মোটরে ; আপনাকে পথে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

অশোক দুঃখের সহিত মালাকে বলিল, আমার জন্যই আপনার যত অশান্তি।

মালা বলিল, কিছু না, আপনি নিমিত্ত মাত্র।

অশোক, বেলা ও মিস্টার বোস্ বিদায় হইল।

তের

দুপুরবেলা অশোক আপনার অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিল, হঠাৎ টেলিফোন ঝন্‌ঝনিয়া উঠিল। সে রিসিভারটা উঠাইয়া লইয়া বলিল, হ্যালো,—কে আপনি ?

প্রশ্ন হইল, আপনি কে ?

অশোক বলিল, আমি অশোক গুপ্ত।

উত্তর আসিল, নমস্কার, আমি মালা সেন। বেশ হয়েছে, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

অশোক বলিল, নমস্কার, বলুন খবর কি ?

—"আমি একটা ফন্দি এঁটেছি। যদি রাজি হন তো বলি।"

—"আপনার মতলব না জানতে পারলে কি করে রাজি হই বলুন ?"

—"ভয় নেই আপনাকে অন্যায় কিছু করতে বলবো না।"

—"বেশ তো, আগে শুনি না আপনার মতলবটা কি ?"

—"মতলব অতি সামান্য।"

—"যথা ?"

—"যথা, আমি মনে করছি আর একবার বসিরহাটে বেড়াতে যাবো।"

—"বেশ তো যান্ না।"

—"একলা কি করে যাই বলুন তো ?"

—"আপনার বাবা রয়েছেন, মিস্টার রায় রয়েছেন।"

—"বাবা অত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। আমি মনে করছি, রবিবারের ভোরে মোটর করে বার হবো। সঙ্গে চিঁড়ে মুড়কি ও সন্দেশ নিয়ে যাব। নদীর ধারে বসে বেশ চিঁড়ে মুড়কি ভিজিয়ে খাওয়া যাবে। আপনার কি মত এখন বলুন।"

—"মিস্টার রায়কে বলুন না।"

—"তিনি সাহেব মানুষ, হয় তো চিঁড়ে মুড়কি খেতে রাজি হবেন না। আপনি ছাড়া এ অধমার আর গতি নেই।"

—"বেশ আমি রাজি হলাম।"

—"স্বেচ্ছায়, না উপরোধে ঢেঁকি গেলা?"

—"না,—স্বেচ্ছায়।"

—"ধন্যবাদ,—রবিবার দিন ভোরে আমাদের বাড়ীতে আসবেন, মনে থাকে যেন। এখন আসি।"

—"আসুন,—ধন্যবাদ!"

অশোক ভাবিতে লাগিল, যাওয়া উচিত কি না? কিন্তু পরেই মনে হইল, ভাবিয়া আর লাভ কি। যখন কথা দিয়াছি তখন যাইতেই হইবে।

রবিবার সকাল ছয়টার সময় অশোক মালাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মালা বহুপূর্ব্বেই তৈয়ারী হইয়া, মোটরের দরজা ধরিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া মালা বলিল, লেট্ লতিফ।

অশোক হাসিল। মালা আবার বলিল, আমি কোন্ সকালে উঠেছি, স্নান পর্য্যন্ত সেরে নিয়েছি। এতক্ষণ আমরা অনেকদূরে যেতে পারতাম। আপনার জন্য মিছিমিছি দেরি হ'য়ে গেল। যাক্,—উঠে পড়ুন। চা গাড়ীতে বসে খাবেন।

অশোক আর কিছু না বলিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল। চাকর প্রভুদয়াল জিনিষপত্র লইয়া পিছনের সিটে বসিল। মোটর চলিতে লাগিল। কলিকাতা ছাড়াইয়া ক্রমে পল্লীর পাশ দিয়া চলিল। মোটর শোঁ শোঁ শব্দ করিতে করিতে পিচ্ ঢালা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সামনে ও পিছনে মার্টিন লাইন সীমাহীন দিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। রাস্তার ধারে শস্যহীন ক্ষেত কোথায় যে শেষ হইয়াছে তাহার ঠিক নাই।

মালা কথা বলিল, দেখুন দিকি কি সুন্দর উন্মুক্ত স্থান, কেমন প্রাণমাতানো বাতাস। আর সবার উপর এই গ্রাম্য লোকগুলির অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা। আপনার কি ভাল লাগছে না অশোকবাবু?

অশোক বলিল, মন্দ কি।

—"তা হলে বলুন খুব ভাল নয়। যাক্,—আপনি খানিকটা চা খেয়ে নিন,—মনটা তাজা হবে। পেটে চা পড়েনি কি না, তাই মনটা ভাল লাগছে না।"

তারপর মালা অল্প একটু ষ্টীয়ারিং কষিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, প্রভুদয়াল, বাবুকে চা দাও।

চাকর চা দিল। অশোক বেশ আরামের সঙ্গে ধীরে ধীরে চা পান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বাদে মালা বলিল, আপনার চা খাওয়া দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

অশোক বলিল, বেশ তো, আপনি খান না।

—"তা হ'লে আপনি একটু চালান।"

মালা গাড়ী থামাইল। পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিল। অশোক মোটর চালাইতে লাগিল।

মালা বলিল, আঃ! কি আরাম, পার্টিতে বসে চা খেলে এমন সুখ পাওয়া যায় না।

হঠাৎ কঁাক্ শব্দে অশোক ব্রেক্ কষিল। সামনে এক পাল গরু আসিয়া পড়িয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা চা চল্‌কাইয়া মালার পায়ে পড়িল। মালা বলিয়া উঠিল, আঃ!

অশোক হাসিয়া বলিল, গাড়ীতে বসে চা খাওয়া কেমন আরাম বুঝলেন তো।

মালা গম্ভীর হইয়া বলিল, আরাম নয় তো কি, চা অমন বাড়ীতে কত পড়ে।

অশোক হাসিল। মালা ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল, আমি যেন মিথ্যে বল্‌ছি।

প্রায় আট্‌টার সময় তাহারা স্বরূপনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মালা বলিল, চলুন এখানে নেমে একটু হেঁটে বেড়ান যাক্।

তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া, গ্রামের পথে পাশাপাশি চলিল। প্রায় পনর মিনিট হাঁটিয়া মালা বলিল, না,—আর হাঁটতে ভাল লাগছে না। চলুন ফেরা যাক্। বড্ড খিদে পেয়েছে।

তাহারা ফিরিল। মালা মোটরে বসিয়া বলিল. কিছু খাওয়া যাক্।

অশোক বলিল, আপনি খান, আমি এখন আর কিছু খাবো না।

—"না খাবেন তো না খাবেন, আমি তো খাই।"

—"বেশ তো আপনি খান না।"

—"খাবই তো।"

মালা ডিশে করিয়া খাবার লইয়া খাইতে খাইতে বলিল, মনে করেছেন বাজারের কেনা খাবার, কিন্তু তা নয়। কাল রাতে আমি নিজে তৈরী করেছি। আর আজ রাত থাকতে লুচিগুলি করে এনেছি।

অশোক বলিল, আপনি তো দেখছি খুব কাজের লোক।

মালা চোখ দুইটী বড় বড় করিয়া বলিল, নিশ্চয়।

খাওয়া শেষ হইলে, মালা আবার মোটর চালাইতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা বসিরহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মালা বলিল, এখানে বড্ড লোকের ভিড়। চলুন, আরো ভিতরে যাওয়া যাক্। এবার মোটর ধলচিতায় আসিয়া থামিল। একটা গাছের নীচে মোটর রাখিয়া তাহারা একটা মেঠো পথ দিয়া হাঁটিয়া চলিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা ইচ্ছামতির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাশাপাশি নদীর ধারে বেড়াইতে লাগিল।

মালা বলিল, অশোকবাবু, আপনি বোধ হয় আমার উপর খুবই বিরক্ত হচ্ছেন কিন্তু আমার স্বভাব এই যে, একঘেয়ে জিনিষ ভাল লাগে না। কল্‌কাতা আমার কাছে কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে।

অশোক বলিল, সত্যিই, কলকাতা আমারো কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে। এক একবার ভাবি, বাইরের কোন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।

—"কল্‌কাতার লোকগুলোর ওপর আমার যেন কেমন বিরক্ত ধরে গেছে। কথা বলে তাও যেন মাপ করে। কোন রকমে ভদ্রতা রক্ষে করে চলেছে, না তাদের মধ্যে প্রাণ আছে, না আছে কিছু।"

—"সত্যিই—সবাই যেন বাঁধা বুলি অওড়ে চলেছে।"

—"বিশ্রী-বিশ্রী, চলুন ফেরা যাক্। বেলা বারটা বাজে।"

তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দশ বারটী ছেলেমেয়ে মোটরের কিছু দূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বোধ হয় মোটর দেখিতেছে, মালাকে দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রভুদয়াল মালাকে দেখিয়া বলিল, ছেলেমেয়েগুলো কি অসভ্য। কেবল মোটরে উঠতে চায়। কাদা ধুলো লাগিয়ে পাদানটা একেবারে অপরিষ্কার করে দিয়েছে। গ্রামের সব ভূত কি না?

মালা একটু হাসিল। তারপর সে ছেলেগুলোর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, তোমাদের বাড়ী কোথায়?

একটী সাত আট বছরের মেয়ে আঙ্গুল দিয়া দূরে একখানা বাড়ী দেখাইয়া বলিল, ওই যে আমাদের বাড়ী।

মালা বলিল, তোমাদের বাড়ী বেড়াতে যাব।

মেয়েটী বলিল, চল না।

মালা মেয়েটীর মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিল, আমি খাবো না?

মেয়েটী কি চিন্তা করিয়া বলিল, আমাদের তো খাওয়া হয়ে গেছে, তুমি খেয়ে নাও। আমি ততক্ষণে মাকে বলে আসি।

মালা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, না, তোমার মাকে বলতে হবে না। চল তোমাদের খাবার দিচ্ছি,—খাবে।

খাবারের নাম শুনিয়া ছেলেমেয়েগুলো তাহার আরো কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। সে চাকরকে খাবারের পাত্র লইয়া আসিতে বলিল। তারপর পাত্রের সমস্ত সন্দেশ ও রসগোল্লা তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। তাহারা খাবার পাইয়া মহানন্দে খাইতে খাইতে বাড়ীতে খবর দিতে ছুটিল। সেই মেয়েটী কিন্তু গেল না। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বাড়ী গেলে না?

মেয়েটী বলিল, তুমি যে বল্‌লে, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে যাবে।

মালা হাসিয়া বলিল, ওঃ! তুমি এসে মোটরে বসো।

মেয়েটী মোটরের মধ্যে আসিয়া বসিল। মালা অশোককে বলিল, এবার নিশ্চয় আপনার খিদে পেয়েছে?

অশোক বলিল, তা পেয়েছে বৈ কি।

প্রভুদয়াল আগেই চিঁড়া ভিজাইয়া রাখিয়াছিল। সে সমস্ত যোগাড় করিয়া দিল।

মালা খাইতে খাইতে বলিল, বেশ খেতে লাগছে,—না?

অশোক বলিল, নতুন খাচ্ছেন বলে তাই।

হঠাৎ মেয়েটী বলিয়া উঠিল, তোমরা বুঝি খুব বড়লোক ?

মালা হাসিয়া বলিল, কেন বলতো ?

মেয়েটী বলিল, তোমাদের কেমন সুন্দর গাড়ী আছে। বাবা যাদের বাড়ীতে কাজ করে, তাদেরও ছ'খানা গাড়ী আছে।

মালা বলিল, তোমার বাবা বুঝি কল্‌কাতায় কাজ করেন ?

মেয়েটী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি করে জান্‌লে ?

মালা বলিল, আমি যে কল্‌কাতায় থাকি।

মেয়েটী বলিল, তা হ'লে তো তুমি আমার বাবাকে চেন। বাবা তো এখন তাস খেলতে গেছে, সেই সন্ধ্যের সময় আসবে। মা এজন্য বাবাকে কত বকে।

মালা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বকেন ?

মেয়েটী গম্ভীর হইয়া বলিল, মা বলে,—সাতদিন বাদে তো বাড়ী আসবে, কেবল বাইরে বাইরে।

মালা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাবা কি বলেন ?

মেয়েটী বলিল, বাবা কিছু বলে না, কেবল গান করে।

মালা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি গান করেন ?

মেয়েটী মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার কিন্তু মুখস্থ হয়ে গেছে। সে এবার সুর করিয়া বলিল, যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারই।

মালা ও অশোকের চোখাচোখি হইল। দুইজনেই একটু মুচ্‌কি হাসিল।

মালা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মা তখন কি বলেন ?

মেয়েটী বলিল, মা কিছু বলে না, কেবল হেসে ফেলে। বাবা তখন মার পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে, পাগলি বলে', তাস খেলতে চলে যায়।

এতক্ষণে মালার আহার শেষ হইয়াছে। সে বলিল, চল তোমাদের বাড়ী যাই।

মেয়েটী মহোৎসাহে মোটর হইতে নামিয়া, লাফাইতে লাফাইতে বাড়ীর দিকে ছুটিল। মালা তাহাকে ধীরে চলিবার জন্য বলিল, কিন্তু সে আরো জোরে দৌড়াইতে লাগিল। তখন মালা বাধ্য হইয়া জোরে জোরে তাহার অনুসরণ করিল।

চৌদ্দ

মালা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই মেয়েটী বলিল, ওই দেখ এসেছে। আমি যেন মিথ্যে কথা বল্‌ছিলাম।

তেইশ চব্বিশ বছরের একটী যুবতী অগ্রসর হইয়া বলিল, এস ভাই, এস।

তারপর ঘর হইতে একখানা মাদুর আনিয়া বারান্দায় বিছাইয়া বলিল, বসো।

মালা মাদুরের উপর বসিয়া বলিল, আমি এসেছি বলে তুমি নিশ্চয় বিরক্ত হচ্ছো।

যুবতী বলিল, সে কি কথা ভাই, তুমি যে এসেছ এই আমাদের ভাগ্যি।

এই সময় মেয়েটী একটী সাত আট মাসের ছেলেকে কোলে করিয়া আদর করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মালা বলিল, বেশ সুন্দর ছেলেটী তো,—তোমার বুঝি?

যুবতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহার।

মালা দুই হাত বাড়াইয়া বলিল, আমাকে দাও তো খুকু।

মেয়েটী খোকাকে মালার কোলে দিল। যুবতী বলিল, এখনি মুতে কাপড় খারাপ করে দেবে। নীচে একখানা কাঁথা দিয়ে নাও।

মালা দুই হাত দিয়া ছেলেটীকে নাচাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটীও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। মালা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বুঝি দু'টী ছেলে-মেয়ে?

যুবতী বলিল, উপস্থিত দু'টী, মাঝেরটী মারা গেছে। তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

মালা জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীতে আর মেয়েছেলে নেই?

যুবতী বলিল, না,—শাশুড়ী মারা গেছে গত বছর।

মেয়েটী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ঠাক্‌মা আমায় খুব ভালবাসতো।

মালা জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীতে আর কে কে আছেন?

যুবতী বলিল, বিশেষ কেউ নেই। বুড়ো শ্বশুর, আর একটী ঝি আছে।

মেয়েটী বলিল, দাদু টাকী গিয়েছে পিসিমাকে দেখতে।

যুবতী বলিল, আমার ঠাকুরঝির খুব অসুখ কি না, তাই দেখতে গেছে।

মালা বলিল, খোকার বাপ?

যুবতী জবাব দিল, তার কথা আর বলো না ভাই, সাতদিন অন্তর অন্তর তো বাড়ী আসবে কিন্তু টিকি দেখবার যোটী নেই। সেই দুপুরবেলা খেয়ে বেরিয়েছে, আসবে সেই রাত দশটায়। এতক্ষণ হয়তো তাসপাশা পিটচে, নয়তো যাত্রার রিহার্সাল দিচ্ছে।

মালা এবার হাসিয়া বলিল, তোমার বুঝি খুব কষ্ট হয়,—না?

যুবতীও হাসিল। সে বলিল, কষ্ট নয়, তবে ছটা দিন তো কলকাতায় কষ্ট করেই। আমি বলি, ছেলেমেয়ে দু'টোকে নিয়ে খেলাধুলো করো, একটু জিরোও। তা কে শোনে কার কথা।

—"তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় হবে?"

—"নিশ্চয়।"

—"এক কাজ করা যাক্। একটা সম্বন্ধ পাতানো যাক্। তোমাকে আমি দিদি বলে ডাকবো, কেমন?"

—"আমি তোমাকে কি বলে ডকেবো?"

—"তুমি আমাকে মালা বলে ডেকো।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর মালা বলিল, খোকার বাবা বুঝি কলকাতায় কাজ করে?

—"হ্যাঁ, কলকাতায় একটা এটর্ণীর অফিসে কাজ করে।"

—তুমি একটু বসো, আমি চা করে নিয়ে আসি। তোমরা আবার কল্‌কাতার মানুষ।

—"ও জিনিষে আমার মোটেই অরুচি নেই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবতী চা লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, তোমার বর চা খাবে তো?

মুহূর্ত্তমধ্যে মালার সমস্ত মুখখানা সিন্দূরের মত লাল হইয়া উঠিল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া বলিল, না, উনি চা খান না।

—"আর এ যা চা, খেতেও পারবে না। আর ডেকে কাজ নেই, থাকগে যাক্।

তারপর যুবতী ঘরে যাইয়া একটা থালায় করিয়া, এক থালা মুড়ি ও গোটাকয়েক নারিকেলের নাড়ু লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদের এখানে তো আর সন্দেশ রসগোল্লা পাওয়া যায় না, গরীব দিদির বাড়ীর এই খাবারই খেতে হবে।

—"আমি কিন্তু নাড়ু খেতে বড্ড ভালবাসি। আরো গোটাকতক দাও দিদি।"

—"নাড়ু যত ইচ্ছে খেতে পার। তবে খাওয়া অভ্যেস নেই, শেষে পেট না খারাপ হয়।"

তারপর ঘরে যাইয়া একবাটী নাড়ু আনিয়া মালার সামনে রাখিল।

মালা হাসিয়া বলিল, এইবার ঠিক হয়েছে।

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, কবে বিয়ে হয়েছে?

মালা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, প্রায় এক বছর।

—"বর খুব ভালবাসে, না?

মালা হাসিল।

যুবতী বলিল, অমন লক্ষ্মীর মত রূপ, বাসবে না। আমার যখন নতুন বিয়ে হলো, তোমার জামাইবাবু একদিন না দেখলে থাকতে পারতো না। আর আজ,—সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর আবার বলিতে লাগিল, খোকাকে কোলে নিয়ে কষ্ট হচ্ছে যে খেতে। দাও, ঘরে শুইয়ে রেখে আসি।

খোকাকে ঘরে শয়ন করাইয়া আসিয়া যুবতী বলিল, হ্যাঁ ভাই, এ তোমার ভারি অন্যায়, ওতে যে স্বামীর অকল্যাণ হয়।

মালা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিষম ভড়কাইয়া গেল। যুবতী আবার বলিতে লাগিল, কলকাতার মেয়েদের আজকাল একটা ফ্যাশান্ হয়েছে; কেউ কেউ খড়কের মত মাথায় সিঁদূর দেয়—কেউ বা একেবারেই দিচ্ছে না। আমি বলি এ মোটেই ভাল না। হিঁদুর ঘরের সধবা মেয়ে সিঁদূর না পরে কি করে থাকে!

সে উঠিয়া গেল। মালা এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিতে পারিল। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় সে মাথায় কাপড়ের আঁচল দিয়া আসিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল, পল্লীগ্রামে তাহার বয়সের মেয়েরা কুমারী থাকে না, বিশেষ কারণ না থাকিলে। পল্লী-রমণীরা তাহার কুমারী থাকা সম্বন্ধে হয় তো নানা রকম প্রশ্ন করিতে পারে। সেই সব প্রশ্ন এড়াইবার জন্য সে বাড়ীতে আসিবার সময় মাথায় আঁচল দিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু একবারও তাহার সিন্দূরের কথা মনে পড়ে নাই। হিতে বিপরীত হইতে দেখিয়া সে ভীত হইয়া পড়িল। সে

বুঝিতে পারিল, এখনি যুবতী সিন্দূর লইয়া আসিবে ও পরাইয়া দিবে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ উঠলাম দিদি, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

তারপর পার্স হইতে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া মেয়েটীর হাতে দিয়া বলিল, তুমি খাবার কিনে খেও খুকু।

যুবতী এতক্ষণে সিন্দূরের কৌটা হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে বলিল, ওকি ভাই, অমন করে কি টাকা অপচয় করতে আছে।

মালা বলিল, তা হোক্। বোন্‌ঝিকে দিয়ে গেলাম, অপচয় আর কি।

—"না—না, ছেলেমানুষকে আর দশটাকা দিতে হবে না, একটাকা দিলেই যথেষ্ট।"

মালা চলিতে চলিতে বলিল, তা হোক্।

যুবতী বলিল, পাগলী কোথাকার।

—"যদি পারি আর একদিন আসবো দিদি, আজ চল্‌লাম।"

যুবতী মালার পশ্চাদনুসরণ করিয়া বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আসিল কিন্তু সিন্দূর পরাইবার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল।

মালা মোটরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, অশোক একরাশ পদ্ম লইয়া যেন কি করিতেছে। সে মালাকে দেখিয়াই বলিল, দেখুন কি সুন্দর পদ্ম।

মালা বলিল, বাঃ! বেশ সুন্দর তো। আমার জন্য এনেছেন বুঝি?

অশোক আবেগের সঙ্গে বলিল, আপনার জন্যই তো এনেছি।

মালা হাসিয়া বলিল, এতদিনে একটা কথা বলেছেন বটে।

অশোক আপনার ভুল বুঝিতে পারিল। লজ্জায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

মালা বলিল, চলুন ফেরা যাক্।

তাহারা মোটরে বসিল। মোটর কলিকাতার অভিমুখে ছুটিল।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, কেমন লাগলো ওদের ঘরকন্না ?

মালা বলিল, বেশ, আমার মনে হয় ওরাই প্রকৃত সুখী।

—"আমার মনে হয় সবাই নয়। হয় তো আপনি কোন সুখী পরিবারের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন।"

—"আমারো তাই মনে হয়।"

দুইজনই নীরব। অশোক বুঝিল, মালা যেন আজ বড়ই গম্ভীর, কি যেন চিন্তা করিতেছে। সেও আর কিছু বলিল না। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় তাহারা বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। হল্ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মিঃ বোস্, বেলা ও মিঃ রায় বসিয়া আছে।

বেলা তাহাদের দেখিয়া বলিল, আজ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলে ? আমরা সেই তিনটে থেকে বসে আছি, এই আসছে, এই আসছে করে— কিন্তু বিবির আর দেখাই নেই।

মিঃ রায় বলিল, ওঁর কি আজকাল আমাদের কথা মনে থাকে ?

মালা একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। মিঃ রায় সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া মাথা নীচু করিল।

অশোক বলিল, এখন তা হ'লে আমি আসি, আপনাদের নমস্কার !

বেলা বলিল, এখুনি যাবেন ?

অশোক বলিল, হ্যাঁ, আমি এখন যাই, বড়ই ক্লান্ত বোধ করছি।

মিঃ বোস্ বলিল, চা খেয়ে যাবেন না ?

অশোক বলিল, না, চা আমি এখন খাবো না, তা হ'লে চল্লাম।

মালা শুধু বলিল, আচ্ছা।

অশোক চলিয়া গেল।

মিঃ রায় বলিল, ক্যায়ার্ডস্।

কিন্তু তাহার কথার উত্তরে কেহই কিছু বলিল না।

বেলা বলিল, মালা, আমরা ঠিক করেছি, আসছে রবিবারে একটা পার্টি দেবো।

মালা বলিল, কারণ ?

মিঃ বোস্ বলিল, ওঁর হৃদয় জয় করার দরুণ। অর্থাৎ ওঁকে স্ত্রী ভাবে লাভ করার জন্য।

বেলা বলিল, তুমি থাম। আমাদের বিয়ের সময় পার্টি দেওয়া হয়নি কি না, তাই মনে করছি এবার দেবো।

মালা বলিল, বেশ তো দে না।

বেলা মিঃ রায়কে বলিল, আপনাকে এখান থেকে নিমন্ত্রণ করলে হবে, না বাড়ী গিয়ে করতে হবে ?

মিঃ রায় বলিল, আমরা সাহিত্যিকও নই জনমতের এডিটারও নই—আমাদের কি আর সম্মান আছে ? এখান থেকে বললেই যথেষ্ট হবে।

মালা একবার তাহার দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইল।

বেলা বলিল, সত্যি তো, অশোকবাবুকে নিমন্ত্রণ করা হলো না।

মিঃ বোস বলিল, এ দাস জীবিত থাকতে তোমার কোন ভয় নেই সুন্দরী।

বেলা বিরক্ত হইয়া বলিল, আঃ ! কি যে বল তার ঠিক নেই।

মিঃ বোস সুর করিয়া বলিল, অপরাধ ক্ষমা কর দেবি।

মালা বলিল, পায়ে ধরুন, তবে তো মানিনীর মান ভাঙবে।

মিঃ বোস আবার সুর করিয়া বলিল, ধরি চরণে—

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বেলা বলিল, সত্যি অশোকবাবুকে তো বলা হলো না।

মিঃ বোস এবার সহজভাবেই বলিল, ভাবনা কিসের, ফেরবার সময় বললেই হবে।

বেলা বলিল, সেই ভাল। তা হ'লে মালা রবিবারে কথা রইল।

মালা বলিল, আচ্ছা।

বেলা বলিল, এখন তা হ'লে আমরা উঠি; আবার অনেক কাজ আছে।

মালা বলিল, আচ্ছা এস।

তাহারা চলিয়া গেল। মালা বলিল, মিস্টার রায় আমি যাই, শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।

মিঃ রায় গম্ভীর হইয়া বলিল, সে আমি জানি।

মালা বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ রায় ডাকিল, মালা!

মালা চমকিয়া গেল। কারণ সে পূর্ব্বে কখনো মিঃ রায়ের এত গম্ভীর আওয়াজ শোনে নাই। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বলুন।

মিঃ রায় তাহার দিকে মুখ উঠাইয়া বলিল, আজ তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

মালা জবাব দিল, বসিরহাটে।

—"সঙ্গে নিশ্চয় ওই লোকটী ছিল?"

—"হ্যাঁ, ছিলেন।"

—"কিন্তু এটা কি ভাল হচ্ছে?"

—"আপনার কথার মানে বুঝ্‌লাম না।"

—"ওই লোকটীর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা—।"

মালার সমস্ত অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। সে সতেজকণ্ঠে বলিল, এতে আপনার কি অনিষ্ট হচ্ছে?

মিঃ রায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমার অনিষ্ট হচ্ছে না, বল কি তুমি? লোকে কত হাসছে। সোসাইটীতে আমার মাথা কত নীচু হ'য়ে যাচ্ছে।

—"আপনার মাথা নীচু হ'য়ে যাচ্ছে, কারণ ?"

—"তুমি এত ছেলেমানুষ নও যে, কারণ বলে দিতে হবে।"

—"আমি তো কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে।"

মিঃ রায় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, সকলেই জানে তুমি কিছুদিন বাদে আমার স্ত্রী হবে।

মালা এবার চীৎকার করিয়া বলিল, লোকে জানে! লোকের মূঢ়তা মাত্র। তারা একেবারে ভুল বুঝেছে।

তারপর সে দ্রুত পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিঃ রায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

পনর

সন্ধ্যার পর রায়বাহাদুর ও মালা হল্ ঘরে বসিয়া চা পান করিতে-ছিলেন। এই সময় মিঃ রায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখখানা তখন আষাঢ়ের মেঘের মত থম্‌থমে। মালা চোখ উঠাইয়া দেখিয়া লইয়াই, তখনি আবার চোখ নামাইয়া লইল। মিঃ রায় একখানি চেয়ারে বসিল।

রায়বাহাদুর চা পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর? তারপর মালার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, মা, দেবেশকে এক কাপ চা দে।

মালা চা ঢালিয়া মিঃ রায়ের সামনে আগাইয়া দিয়া বলিল, চা খান!

মিস্টার রায় নীরবে চা পান করিতে লাগিল। রায়বাহাদুর বলিলেন, আজকাল তোমার প্র্যাক্‌টীস্ কেমন চল্‌ছে?

মিঃ রায় ধীরে ধীরে বলিল, মন্দ নয়। পেটি কেস্ আমি বিশেষ নিই না। সামান্য টাকার জন্য কে খেটে মরে। মোটামুটি পেলাম

ক'রলাম। আমি তো আর উনানে হাঁড়ি চড়িয়ে কোর্টে যাইনি। বাবার যা আছে, আমার প্র্যাক্‌টীস্ না করলেও চলে যাবে। তবে শুধু শুধু বসে থেকে শরীর খারাপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিলেত থেকে এত বড় একটা ডিগ্রী নিয়ে এলাম, তারও তো একটা দাম আছে।

এবার সে গর্ব্বভাবে মালার দিকে চাহিল। রায়বাহাদুর বলিলেন, তা বটে। আর তোমার প্র্যাক্‌টীস্ করবারই বা দরকার কি।

মিঃ রায় বলিল, বাবা অনেক সময় খাট্‌তে বারণ করেন, বলেন,—শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তা বটে। বেশি খাটলে শরীর খারাপ হবে বৈকি।

মালা জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে আর এক কাপ চা দেবো কি?

রায়বাহাদুর বলিলেন, আমার তো এই চার কাপ হলো। দেবেশকে বরঞ্চ আর এক কাপ দে।

মিঃ রায় বলিল, না-না, আমার দরকার নেই। আমি একটু আগে বাড়ী থেকে খেয়ে আসছি।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, অশোকবাবুর সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

রায়বাহাদুর বলিলেন, কেন,—সে তো খুব ভাল ছেলে।

মিঃ রায় বলিল, কেমন চরিত্র, কি তার বংশ,—

রায়বাহাদুর বলিলেন, বংশ তো জানবার দরকার নেই, চরিত্র জানা অবশ্য খুবই দরকার। আর আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে মনে হয়, সে চরিত্রবান।

মালা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাবা, আমি চল্‌লাম।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন রে,—শরীর কি ভাল নেই?

মালা বলিল, না বাবা, শরীর আমার ভালই আছে। তোমরা কথা কইছো, আমি আর বসে কি ক'রবো।

মুহূর্তমধ্যে মিঃ রায়ের মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়া উঠিয়াছে। সে মালাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বসো, তোমার সঙ্গেও কথা আছে।

মালা আশ্চর্য্যের ভাব দেখাইয়া বলিল, আমার সঙ্গে ?

মিঃ রায় বলিল, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তোর সঙ্গে কি কথা থাকতে নেই ! বোস্ না একটু স্থির হয়ে।

মালা বসিল। মিঃ রায় বলিল, আমার মনে হয় অশোকবাবুর চরিত্র মোটেই ভাল নয়।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে বুঝলে ?

মিঃ রায় বলিল, মানুষের চাল-চলন দেখলেই বোঝা যায়।

মালা বলিল, কোন ভদ্রলোকের অসাক্ষাতে তার সম্বন্ধে আলোচনা করা খুবই অন্যায় ও অভদ্রতা।

মিঃ রায় একবার ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, সে আবার ভদ্রলোক নাকি ?

মালা জবাব দিল,—না, পোষাকেই বুঝি ভদ্রলোক হয় ?

মিঃ রায় বলিল, পোষাক পরতে জানা চাই। আর তা জানতে হ'লে বড় ঘরে জন্মাতে হয়।

মালা বলিল, যাঁরা বড় ঘরে জন্মেছেন, তাঁরা সবাই ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়েছেন, কেমন ?—এই কথা তো আপনি বলতে চান ?

মিঃ রায়ের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। রায়বাহাদুর মিঃ রায়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যার যেমন রুচি সে তেমন পরবে।

মালা বলিল, না বাবা, তোমার মত আমি মানতে পারবো না। কথায় আছে, আপ-রুচি খানা, পর-রুচি পহিন্না।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তুই চুপ কর্।

মিঃ রায় বলিল, আমরা তিনপুরুষ বিলেত-ফেরৃতা। কোট প্যাণ্ট পরা আমাদের যেন একটা সাধারণ জিনিষ হয়ে গেছে। একে আমরা একটা বিশেষ বড় জিনিষ বলে মনে করি না। যারা এখন নতুন উঠ্ছে, তারাই এর জন্য গর্ব্ব করবে। আর অশোকবাবু কাগজের সম্পাদক না হয়ে যদি ডাক্তার উকিল কিম্বা বড় চাকুরে হতো, তা হ'লে নিশ্চয় পারতো।

মালা গম্ভীরভাবে বলিল, মিঃ রায় আপনাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করবার অধিকার আপনার নেই। অশোকবাবু কি করতেন না করতেন সে তাঁরই বিবেচ্য।

মিঃ রায় উত্তেজিত স্বরে বলিল, অশোকবাবুর মত লোককে আমি কেয়ার করি না।

মালাও জোরের সহিত বলিল, তিনিও আপনার মত লোককে কেয়ার করেন না।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এত তর্কের কারণ কি? তোমরা দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ।

মালা বলিল, সেইজন্যই তো-আমি উঠে যাচ্ছিলাম।

রায়বাহাদুর বলিলেন, উঠেই বা যাবে কেন? ভদ্রলোক যখন কথা কইছেন, একটু চুপ করে থাকলেই তো হয়।

মালা বলিল, আমি বাবা অন্যায় সহ্য ক'রতে পারি না।

রায়বাহাদুর বলিলেন, অনেক সময় অন্যায় সহ্য করতে হয়।

মিঃ রায় বলিল, আমি তর্ক করতে আসিনি। অশোক সম্বন্ধে

আপনাকে সচেতন করাই আমার উদ্দেশ্য ; যখন সে মেয়েদের সঙ্গে অবাধ্ মেলামেশা কর্ছে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, আমার মনে হয় এজন্য কোনই অনিষ্ট হবে না।

মিঃ রায় বলিল, আপনি বোধ হয় জানেন না এর মধ্যেই সোসাইটিতে একটা জল্পনা কল্পনা চলেছে।

রায়বাহাদুর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কারণ ?

মিঃ রায় বলিল, মালার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার জন্য।

রায়বাহাদুর বলিলেন, আমি তো দোষ কিছু দেখি না। এই সব জল্পনা কল্পনা কারা কর্ছে ?

মিঃ রায় বলিল, সবাই।

মালা আর নীরব থাকিতে পারিল না। সে এবার বলিল, সবাই—না আপনি ?

মিঃ রায় বলিল, যদি করে থাকি, অন্যায় কিছু করেছি কি ?

মালা বলিল, নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। শুনি, আপনার কি অধিকার আছে এ বিষয় চর্চ্চা করবার ?

মিঃ রায় বলিল, অধিকার নিশ্চয় আছে। আর সেইজন্য আমাকে লোকের কাছে বিদ্রূপ সইতে হচ্ছে।

মালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আপনাকে বিদ্রূপ সইতে হচ্ছে ?

মিঃ রায় বলিল, আমাকেই তো সইতে হচ্ছে। আর তা না হ'লে কে সইবে বল ?

রায়বাহাদুর বলিলেন, তোমাদের কথা মোটেই বুঝতে পার্ছিনা।

মিঃ রায় বলিল, আপনার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তুমি কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিঃ রায় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, সকলের ধারণা যে, মালার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

রায়বাহাদুর অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ধারণার কি কোন হেতু আছে ?

মিঃ রায় বলিলেন, আমাদের মেলামেশা দেখে সকলেই এই ধারণা করেছে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তারা যদি মনে করে থাকে তো মহা ভুল করেছে।

মিঃ রায় বলিল, মালার কাছ থেকে এ রকমই আভাস পেয়েছিলাম।

মালা চীৎকার করিয়া বলিল, মিথ্যে কথা।

মিঃ রায় এবার মালার দিকে চোখ উঠাইয়া বলিল, মিথ্যে কথা !

মালা বলিল, সম্পূর্ণ মিথ্যে।

মিঃ রায় বলিল, অশোকের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। আজ যে তুমি অশোকের সঙ্গে—

মালা এবার চেয়ার ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মুখ সাম্‌লে কথা বলবেন মিস্টার রায়। বাপের সামনে তার কন্যার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তা জানেন না দেখছি।

মিঃ রায় বলিল, কথা বলতে জানবো কোথা থেকে,—আমরা কি ভদ্রলোক—?

মালা বলিল, না, আপনি মোটেই ভদ্রলোক নন।

মিঃ রায় জ্বলিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, না—আমি তো ভদ্রলোক নই। যত ভদ্রলোক সেই ভ্যাগাবাণ্ড ছোঁড়াটা।

মালা বলিল, কে ভদ্র কে অভদ্র তার পরিচয় বেশ পাওয়া যাচ্ছে। সব সময় অশোকবাবুর সঙ্গে তুলনা দেবেন না। আপনি তাঁর পায়ের নখেরও সমান নন।

তারপর সে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মিঃ রায়ের মনে হইল কে যেন তাহার পিঠে সজোরে চাবুক মারিল। রায়বাহাদুর এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। এবার বোধ হয় ব্যাপারটা অনেকটা বুঝিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, দেবেশ, তুমি ভুল বুঝেছ, লোকেও ভুল বুঝেছে। তোমার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার জন্য তাদের মনে একথা উঠতে পারে আমি কিন্তু একদিনও চিন্তা করিনি। মালা সবার সঙ্গে যেমন মিশেছে, তোমার সঙ্গেও সেই রকম মিশেছে। আমি একদিনও কারুর সঙ্গে তাকে মিশতে বারণ করিনি। আমি আমার মেয়েকে যতটা বুঝেছি, তাতে যে তার কোন অনিষ্ট হবে না,—জানি। আর এরকম মেলামেশা তো আমাদের সমাজে আছে। তোমাদের এরকম ধারণা করা অন্যায় হয়েছে।

মিঃ রায় স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। এবার সে বলিল, আমি কিন্তু মালার হাবভাবে মনে করেছিলাম, মালা আমাকে—

রায়বাহাদুর তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, তোমার স্থূলবুদ্ধিতে তুমি ঠিক বিবেচনা করতে পারনি।

মিঃ রায় মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া লইল। তারপর মাথা উঠাইয়া বলিল, কিন্তু অশোকের আসবার পূর্ব্বে—

রায়বাহাদুর বলিলেন, আগে মালা যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। আর তুমি অশোকের চরিত্র সম্বন্ধে যা বলছিলে আমি তা ভাল করেই লক্ষ্য করেছি, সে চরিত্রবান। বংশ-পরিচয় নেবার কোনই প্রয়োজন নেই। আমি তাকে যতটা বুঝেছি, তাতে, সে একটা মানুষের মত মানুষ। আর আমি তো তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ করতে যাচ্ছি না। যদি কোন দিন তা ঘটে, তখন পরিচয় খোঁজ করবো।

তারপর তিনজনই নীরব। এই সময় ঘরে একটা সূচ পড়িলে

বোধ হয় শব্দ শোনা যায়। কিছুক্ষণ বাদে রায়বাহাদুর বলিলেন, তোমার আর কিছু বলবার আছে দেবেশ ?

মিঃ রায় বলিল, না।

রায়বাহাদুর বলিলেন, যাক্,—তুমি লজ্জিত হয়ো না। যেমন আসছিলে তেমনি আসবে। এসব কথা একেবারে ভুলে যাবে। মনে কোন গ্লানি রাখবে না,—কেমন ?

মিঃ রায় নীরসকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা।

আবার তিনজনই নীরব। কিছুক্ষণ বাদে রায়বাহাদুর বলিলেন, তা হ'লে আজ ওঠা যাক্, রাত অনেক হয়েছে। তুমিও যাও, আমরাও খেতে যাই।

মিঃ রায় চেয়ার হইতে উঠিয়া, টুপি লইয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময় রায়বাহাদুর বলিলেন, দুঃখ করো না, কাল আবার এস।

মিঃ রায় ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা।

আজ সে বিদায় লইবার সময় নমস্কার করিতেও ভুলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে রায়বাহাদুর বলিলেন, ছেলেটীর বুদ্ধি বড় মোটা।

মালা কিছু বলিল না। রায়বাহাদুর বলিলেন, রাত অনেক হয়েছে, খেয়ে নেওয়া যাক্‌গে।

তাঁহারা খাবারের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ষোল

উপরের ঘটনার দুইদিন পরে বেলা চারটার সময় মিঃ রায় মোটর লইয়া মালার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মালা তখন বাগানের দিকের বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিল। মিঃ রায় আস্তে আস্তে তার পিছনে আসিয়া দেখিল, বইখানার নাম সমাজ। মালা এত তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল যে, সে কিছুই জানিতে পারিল না।

পাতা উল্‌টাইবার সময় পিছন ফিরিল এবং মিঃ রায়কে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মালা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বসুন।

মিঃ রায় বলিল, না,—চল বেড়িয়ে আসা যাক্।

মালা বলিল, বেশ চলুন।

মিঃ রায় বলিল, দেখি বইখানা।

মালা অনিচ্ছাসত্ত্বে বইখানা তাহার হাতে দিল। মিঃ রায় বইখানার প্রথম পাতা উল্‌টাইতেই তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মালা তাহা লক্ষ্য করিল।

মিঃ রায় বলিল, অশোকবাবুর লেখা দেখছি।

মালা কোনই জবাব দিল না। মিঃ রায় কিছুক্ষণ বইখানা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া মালাকে ফেরত দিল। মালা বইখানা হাতে লইয়া বলিল, আপনি একটু বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

মালা চলিয়া গেল। মিঃ রায় বসিয়া অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। মালা সত্যই কি তাহাকে ভালবাসে না, কিন্তু একদিন বাসিত। যে দিন হইতে অশোকের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছে, সেইদিন হইতে সে তাহার উপর বিরূপ হইয়াছে। তাহার এমন কি গুণ আছে যে, তাহাকে ছাড়িয়া অশোককে ভালবাসিল। সে দুই একখানা বই না হয় লিখিয়াছে। কিন্তু সেও তো বিলেত ফেরত, বড় ঘরের ছেলে। চেহারা হয় তো অশোকের চাইতে ভালই হইবে! কিন্তু—

এই সময় মালা পিছন হইতে বলিল, চলুন।

মিঃ রায়ের চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলো।

মোটরে তাহারা পাশাপাশি বসিল। মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে?

মালা বলিল, যেখানে আপনার ইচ্ছে।

মিঃ রায় বলিল, চলো, বেলুড় মঠে বেড়িয়ে আসা যাক।

মিঃ রায় মোটরে স্টার্ট দিল। মোটর পূর্ণবেগে ছুটিয়াছে। মালা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মিস্টার রায়, মনে করুন হঠাৎ যদি মোটর এক্সিডেণ্ট হয়ে আমি মারা যাই, তা হ'লে আপনি কি করেন?

মিঃ রায় বলিল, তা হ'লে আমিও আর বাড়ী ফিরব না, যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে থেকে যাবো।

মালা বলিল, সত্যি, না মন-গড়া কথা?

—"কি ক'রলে তোমার বিশ্বাস হয় মালা?"

মালা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, ভাল, আমি একদিন পরীক্ষা করে দেখবো।

মিঃ রায় মহোৎসাহে বলিল, বেশ,—দেখো।

দুইজনই নীরব। কিছুক্ষণ বাদে মালা বলিল, আচ্ছা, মিস্টার রায়, ভালবাসার বিকাশ কিসে?

মিঃ রায় বলিল, তোমার কথা বুঝতে পারলাম না।

মালা বলিল, ত্যাগে না ভোগে?

—"বড় বড় লোকের মত তো দেখি ত্যাগে। আমি কিন্তু বলি ভোগে।"

—"কেন?"

—"ভোগ না করে ত্যাগ করাকে আমি মোটেই বাহাদুরি বলি না। কারণ যে কখনো ভোগের স্বাদ পায়নি, সে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু যে ভোগ করেছে তার পক্ষে ত্যাগ করা খুবই শক্ত।"

—"তা ঠিক।"

—"মনে কর আমি হঠাৎ মোটর চড়া ছেড়ে দিলাম, পায়ে হেঁটে

বেড়াতে লাগলাম। এ রকম হেঁটে বেড়াতে আমার নিশ্চয় খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু যারা প্রথম থেকে মোটরে চড়েনি তাদের পক্ষে পায়ে হেঁটে চলা খুবই সহজ। তা হলে কে বেশী ত্যাগ স্বীকার করলে ?"

মালা চিন্তা করিতে লাগিল। মিঃ রায় আবার বলিল, ত্যাগী মাত্রই প্রথমে ভোগ করেছে, তারপর ত্যাগ করেছে।

মালা বলিল, তা বটে।

ষ্টীয়ারিং কষিয়া মিঃ রায় বলিল, আমরা এসে পড়েছি, নামো।

তাহারা মোটর হইতে নামিয়া পাশাপাশি চলিতে লাগিল, মিঃ রায় বলিল, মঠে যাবে নাকি ?

মালা বলিল, না, চলুন গঙ্গার ধারে একটু বেড়ান যাক্।

মিঃ রায় মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিল, বেশ, চলো।

তাহারা প্রায় পনের মিনিট গঙ্গার ধারে বেড়াইবার পর মালা বলিল, চলুন ওই গাছের নীচে বসি গিয়ে।

মিঃ রায় বলিল, চলো।

তাহারা আসিয়া গাছের নীচে বসিল। এই স্থানটী বেশ নিরিবিলি। গাছের অর্দ্ধেকটা গঙ্গার জলের উপর যাইয়া পড়িয়াছে। আর বাকি অর্দ্ধেকটা ডাঙ্গায় বেশ একটা ঝোপ সৃষ্টি করিয়াছে।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। দূরে দূরে আকাশের বুকে দুই একটী করিয়া তারা ফুটিতেছে। গাছের ফাঁকে চাঁদের কিছু অংশ দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহার আলো সমস্ত পৃথিবীতে ভাল করিয়া পড়ে নাই। পক্ষীকূজন-মুখরিত গঙ্গার কূল তখন অনেকটা নীরব হইয়াছে। কিন্তু তাহার রেশ তখনো আকাশে বাতাসে লাগিয়া আছে। কয়েকখানা নৌকা পাল তুলিয়া উজান বহিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারা তন্ময় হইয়া ওপারের দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ ষ্টীমারের

ভোঁ শব্দে মালা চমকিয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল, আমি একেবারে চম্‌কে উঠেছি।

মিঃ রায় বলিল, মালা তুমি একটুতেই ভাবে বিভোর হয়ে পড়। তোমার মনটা বড়ই ঠুন্‌কো।

মালা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

মিঃ রায় বলিল, তুমি নতুন কিছু দেখলেই যেন আত্মহারা হ'য়ে পড়।

মালা বলিল, তা হ'লে বলুন, আমি একজন ভাবপ্রবণ লোক।

—"আমার তো তাই মনে হয়।"

—"বড়ই আশ্চর্য্য যে এ রোগটা আমার মত নীরস লোকের হলো কেন ?"

—"তবে কার হবে ?"

—"এসব রোগ তো কবিদের হয়ে থাকে।"

তারপর দুইজনই নীরব। কিছুক্ষণ বাদে মিঃ রায় গাঢ়স্বরে ডাকিল, মালা !

মালা প্রথমে চমকিত হইল। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে কোন জবাব দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ বাদে মিঃ রায় আবার ডাকিল, মালা !

মালা এতক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে এবার জবাব দিল, বলুন।

মিঃ রায় আর্দ্রস্বরে বলিল; আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি মালা ?

মালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, অপরাধ !

মিঃ রায় বলিল, হ্যাঁ মালা, অপরাধ।

—"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মিঃ রায় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, তুমি আমার উপর এত বিরক্ত কেন ?

মালা বলিল, বিরক্ত ?—কই না।

—"সত্যি তুমি আমার উপর বিরক্ত নও ?"

—"বাঃ রে ! আপনার উপর বিরক্ত হতে যাবো কেন।"

—"আমার মনে হয়, অশোকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।"

অশোকের নামে মালার হৃদয়-স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে পারিল না। মিঃ রায় বলিল, ঠিক ক'রে বল দিকি,—সত্যি কি না ?

মালা নীরব। মিঃ রায় আবার বলিতে লাগিল, যে দিন থেকে তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে, সেদিন থেকে আমার উপর তোমার টান কমে গেছে।

মালা বলিল, আপনি এসব কি বলছেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—"সত্যি কি তুমি বুঝতে পারছো না,—না আমার সঙ্গে ছলনা করছো।"

—"মিঃ রায়, ছলনার আমি ধার ধারি না। যে আমাদের বাড়ী আসে, তার সঙ্গেই আমি ভদ্র ব্যবহার করি। অশোকবাবু বা আপনাকে আমি ভিন্ন দেখি না।"

মিঃ রায় ধরা গলায় বলিল, আমি কিন্তু তোমায় ভালবাসি।

মালা বলিল, বেশ তো।

—"তুমি আমায় ভালবাস কি না ?"

মালা নীরব। মিঃ রায় বলিল, বল মালা,—বল।

—"এইজন্যই কি আপনি আমাকে এখানে এনেছেন ?"

—"হ্যাঁ—আজ আমি তোমার মুখ থেকে একথা শুনতে চাই।"

—"অন্যায় করেছেন।"

—"অন্যায়—"

—"নিশ্চয় অন্যায়। একটী কুমারী মেয়ের কাছে এইভাবে তার মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা খুবই অন্যায়।"

মিঃ রায় কাতরকণ্ঠে বলিল, তুমি এসব কি বলছো?

মালা বলিল, আমি যা বলছি,—ঠিকই বলছি।

—"আমি যে তোমায় বড্ড ভালবাসি।"

মালার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে কোনই জবাব দিতে পারিল না।

মিঃ রায় বলিল, আমি তোমায় না পেলে বাঁচবো না।

মালা এবার ধীরে ধীরে বলিল, আপনি না পুরুষ, আপনি না উচ্চশিক্ষিত, সদ্বংশজাত। আপনার এ দুর্ব্বলতা সাজে না। মিস্টার রায়, সংসারে আপনার অনেক কিছু করবার আছে। আমার মত মেয়ের পিছনে পিছনে ঘুরে আপনার অমূল্য সময় ও জীবন নষ্ট করবেন না। আপনি আজ যাকে ভালবাসা মনে করছেন, আমার মনে হয়,—সে ভালবাসা নয়—একটা মোহ মাত্র।

মিঃ রায় মুহূর্ত্তমধ্যে মালার দুইখানা হাত সবলে আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, মোহ নয় মালা, আমি তোমাকে ভালবাসি,—সত্যিই ভালবাসি।

মালা ধীরে ধীরে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইল। তখন তাহার শরীর থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না।

মিঃ রায় বলিল, সেদিনের ঘটনার পর থেকে আমি আমার মনকে বশে আনতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। কেন যে পারিনি,

নিজেই বুঝতে পারছিনে। আর কোন পথ না দেখে, আজ তোমাকে এখানে এনেছি, একটা শেষ বোঝা-পড়া করতে। তোমার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে।

মালা শিহরিয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে বলিল, আমাকে দু'চার দিন একটু চিন্তা করতে দিন।

মিঃ রায় বলিল, বেশ।

মালা বলিল, চলুন, অনেক রাত হয়েছে।

তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তখন চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। তাহার উজ্জ্বল আলোকে মালার পরনের নারাঙ্গি রংএর শাড়ীখানা চিক্‌চিক্ করিতেছে। প্রতি পদক্ষেপে কানের দুল নড়িতেছে ও তাহার প্রতিবিম্ব মালার নিটোল গণ্ডে পড়িতেছে। মিঃ রায় বিভোর হইয়া দেখিতে দেখিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মালা চমকিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা মোটরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দুইজনে নীরবে মোটরে উঠিল। সমস্ত পথ বিনা বাক্যব্যয়ে কাটিল। মিঃ রায় মালাকে বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সতর

শনিবারে মিঃ রায় কোর্ট হইতে সটান শিবপুরে বেলার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বাহিরের ঘরে বেশ মজলিশ্ জমিয়া উঠিয়াছে। মিঃ রায়কে দেখিয়া বেলা বলিল, একি ! মিস্টার রায় যে ?

মিঃ রায় মাথার চুলগুলি রুমাল দিয়া ঠিক করিতে করিতে বলিল, কেন,—আসতে নেই মিসেস্ বোস ?

বেলা বলিল, আমি সে কথা বল্‌ছিনে মিস্টার রায়। তবে অসময়ে কি না। তার উপর আবার একলা।

মিঃ রায় বলিল, দোক্‌লা আর পাচ্ছি কোথায় ?,

মিসেস্ সোম দুঃখের স্বরে বলিল, পুয়োর ফেলো !—আপনার জন্য দুঃখ হয়।

মিসেস্ পালিত বলিল, সত্যি,—অশোকবাবুর সঙ্গে মালার পরিচয় হবার পর থেকে সে যেন মিস্টার রায়কে নেগ্‌লেক্ট ক’রছে।

মিঃ রায় বলিল, এই অশোকবাবুটী যে কে, এবং কি রকম ঘরের ছেলে কিছুই না জেনে শুনে ওর সঙ্গে মেশা কি মালার ভাল হচ্ছে ?

মিসেস্ পালিত বলিল, সত্যি একটা খোঁজ খবর নেওয়া তো উচিত।

মিঃ রায় বলিল, শুধু মেলামেশা নয় মিসেস্ পালিত, বসিরহাটে গিয়ে এমন কীর্ত্তি করে এসেছেন যে, তা আর বলবার নয়।

বেলা ছাড়া সকলে সমস্বরে বলিল, ব্যাপার কি মিস্টার রায় ?

মিঃ রায় বলিল, ব্যাপার অতি গুরুতর।

সকলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মিসেস্ পালিত অসহ্যভাবে বলিল, কি ব্যাপার বলুন না ছাই।

মিঃ রায় বলিল, সে আর ভদ্রসমাজে বলবার নয়।

মিঃ কর বলিল, উই আর অল ফ্রেণ্ডস্। তখন আর শুনতে দোষ কি ?

মিঃ রায় অতি গম্ভীর হইয়া বলিল, মালা যা করেছে তা আমাদের সোসাইটির পক্ষে ডিসগ্রেস্; ভদ্রলোকে কল্পনায় আনতে পারে না।

মিসেস্ পালিত বলিল, ব্যাপারখানা আগে শোনা যাক্, তারপর না হয় একটা বিচার করা যাবে।

মিঃ রায় বেলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, গত রবিবারে মালা ও অশোকবাবু বসিরহাটে বেড়াতে গিয়েছিল, তা তো তুমি জান ?

বেলা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে জানে।

মিঃ রায় আবার বলিতে লাগিল, আপনারা নিশ্চয় সিনিয়র এটর্ণী মিস্টার ঘোষকে জানেন ?

মিঃ পালিত বলিল, তা আর জানিনা।

মিঃ রায় বলিল, তাঁর কেরাণীর বাড়ী বসিরহাটে। কথায় কথায় কাল তিনি মিস্টার ঘোষকে বলেন যে, একটি কুড়ি একুশ বছরের মেয়ে মোটরে করে বসিরহাটে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের বাড়ীতে যায়। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মেয়েটীর খুব ভাব হয়। কথায় কথায় মেয়েটী বলল যে, প্রায় এক বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী মোটরে বসে আছে।

মিঃ রায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিল। মিঃ পালিত বলিল, বেশ ! তারপর ?

মিঃ রায় গম্ভীর হইয়া বলিল, তারপর বড় মজা হয়েছে।

মিসেস্ পালিত বলিল, বলুন না তারপর, মজাটা কি ?

মিঃ রায় বলিল, বউটী মেয়েটার সিঁথিতে সিঁদূর নেই দেখে, তাকে সিঁদূর না পরবার কারণ জিজ্ঞেস্ করে।

মিঃ রায় পকেট হইতে সিগারেট্ কেস্ বাহির করিয়া মিঃ পালিতের সামনে ধরিয়া বলিল, নিন্।

মিঃ পালিত একটা সিগারেট্ ধরাইয়া বলিল, বেশ, তারপর ?

মিঃ রায় সিগারেটে একটা টান দিয়া, ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, মেয়েটী কি বল্লে জানেন ?

দুই তিনজন মহিলা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, কি বল্লে ?

মিঃ রায় বলিল, বল্লে যে, সিঁদূর রাত্রে ঘুমের ঘোরে বালিশে লেগে উঠে গেছে। ভোরে আসবার সময় আর তাড়াতাড়িতে খেয়াল করেনি।

মিসেস্ পালিত বলিল, বাঃ ! বেশ তো।

মিঃ রায় বলিল, আর গেঁয়ো বউটাও তাই বিশ্বাস করে নিয়েছে।

মিঃ পালিত বলিল, বেশ মজা তো।

মিঃ রায় বলিল, মজা বলে মজা। বউটী তখন ঘরে সিঁদূর আনতে যায়। এবার মেয়েটী আপনায় ভুল বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে চলে আসে।

মিঃ পালিত বলিল, ঘটনাটীর মধ্যে বেশ নভেল্টী আছে।

মিঃ রায় বলিল, আচ্ছা মিস্টার পালিত, এ রকম করবার উদ্দেশ্য কি ?

মিঃ পালিত বলিল, উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না।

মিঃ রায় বলিল, মাথায় কাপড় দিয়ে বউ সাজা, অথচ সিঁদূর না দেওয়া, এ সবের মানে কি ?

মিঃ পালিত বলিল, আমিও এর উদ্দেশ্য কিছু বুঝতে পারলাম না।

সকলের মুখে একটা চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। বেলা এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল। এবার সে বলিল, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে মিস্টার রায়, এই ঘটনার সঙ্গে মালার কি সম্বন্ধ আছে।

মিঃ রায় বলিল, এই নাটকের তিনিই নায়িকা।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল, কিসে বুঝলেন ?

মিঃ রায় বলিল, আমি জানি।

বেলা বলিল, আপনি জানেন ?

মিঃ রায় টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, নিশ্চয় জানি।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল, কিসে জান্‌লেন ?

মিঃ রায় উত্তেজিতস্বরে বলিল, সেই মেয়েটাই পরিচয় দিয়ে এসেছে, তার নাম মালা।

বেলা এবার মাথা নীচু করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। বেয়ারা

আসিয়া জানাইল, চা প্রস্তুত। বেলা তাহাকে সেখানে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিবার জন্য আদেশ করিল।

মিঃ রায় চা পান করিতে করিতে বলিল, এরকম দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া আর যায় না। এতে আমাদের সোসাইটীর বদ্‌নাম হবে, কি বলেন মিঃ পালিত?

মিঃ পালিত বলিল, তা ঠিক।

বেলা ধীরে ধীরে বলিল, আমার মনে হয় ঘটনাটী অতিরঞ্জিত।

মিঃ রায় হাতের কাপটী শশারের উপর রাখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, অতিরঞ্জিত!

বেলা বলিল, আমার তো তাই মনে হয়।

মিঃ রায় বলিল, তুমি বলতে চাও মিস্টার ঘোষের মত একজন ওল্‌ড জেণ্টল্‌ম্যান মিথ্যা কথা বলেছেন।

বেলা বলিল, আমি তা বলছি না। তবে ঘটনাটী তাঁকে অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে।

মিঃ রায় বলিল, যিনি বলেছেন, তিনি তো তাঁর একজন কেরাণী। মিঃ ঘোষের কাছে মিথ্যে বলবেন, এমন সাহস তাঁর হবে না।

বেলা বলিল, তা হয় তো হবে না। কিন্তু কোন ঘটনা যখন আমরা বর্ণনা করি, তখন কি আমরা ঠিক ঠিক সব বলতে পারি?

মিঃ রায় বলিল, নিশ্চয় পারি।

বেলা বলিল, না মিস্টার রায়, তা আমরা পারি না। অনেক কথা আমরা একেবারে বলি না, আবার অনেক কথা বাড়িয়ে বলি। আমাদের এমন স্মরণ-শক্তি নেই যে, আমরা যা কিছু শুনি, ঠিক সেইগুলি পুনরায় বলি।

মিঃ রায় অনেকটা নির্লিপ্তভাবে বলিল, তা বটে।

এতক্ষণে চা পান শেষ হইয়াছিল। মিসেস্ পালিত বলিল, মিস্টার বোস কখন ফিরবেন ?

বেলা বলিল, কল্‌কাতার বাইরে গেলেই ফিরতে রাত হয়। আবার অনেক সময় পরের দিনও ফেরেন।

মিঃ রায় বলিল, রায়বাহাদুরকে এবিষয় একবার জানালে হয় না ?

মিসেস্ পালিত বলিল, তিনি কি জানেন না মনে করছেন ; আমার মনে হয় এতে তাঁর পূর্ণ সম্মতি আছে।

মিঃ রায় বলিল, আমার কিন্তু মনে হয় না।

মিসেস্ পালিত বলিল, তাঁর বিনা সম্মতিতে মালা কখনো এতটা সাহস করবে না।

মিঃ রায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বাদে বলিল, একবার বলে দেখা যাক্ না, তিনি কি বলেন।

মিসেস্ সোম বলিল, যদি শোনেন তাঁর সম্মতিতে হচ্ছে, তখন কি করবেন ?

মিঃ রায় বলিল, তা হ'লে তাঁকে শিগ্‌গির একটা হেস্তনেস্ত করতে বলতে হবে। এরকম দুর্নীতি আমাদের সোসাইটীতে চলবে না, বলে দিতে হবে।

মিঃ পালিত বলিল, যদি তিনি হেস্তনেস্ত করতে রাজি না হন।

মিঃ রায় বলিল, তা হ'লে আমরা নিজেরাই একটা হেস্তনেস্ত করবো।

মিসেস্ পালিত জিজ্ঞাসা করিল, কি করবেন ?

মিঃ রায় বলিল, বয়কট্ করবো।

মিঃ পালিত বলিল, আপনারা না হয় দু'একজন করবেন, কিন্তু সবাই তো আর করবে না।

মিঃ রায় টেবিলের উপর প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, নিশ্চয় করবে। আর যারা না করবে তারা কাওয়ার্ডস্।

মিসেস্ পালিত বলিল, আপনি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, ভাল করে চিন্তা করে দেখুন।

মিঃ রায় তীব্রস্বরে বলিল, আমি ভাল করেই চিন্তা করে দেখেছি। যদি এর প্রতিকার না হয়, তা হ'লে সোসাইটীতে দুর্নীতি বাড়বে।

মিসেস্ সোম বলিল, আমার মনে হয় এর একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। আর এই অশোকবাবুটী যে কে তারও একটা পরিচয় জানা দরকার।

মিঃ রায় বলিল, আপনি ভাববেন না মিসেস্ সোম, এ বিষয় আমি খবর নিচ্ছি।

মিসেস্ সোম বলিল, এইটাই সব চেয়ে আগে দরকার। আর রায়বাহাদুরকে এ বিষয় একটু সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

মিসেস্ কর বলিল, তা বটে।

শেষ পর্য্যন্ত রায়বাহাদুরকে এ বিষয় জানানো স্থির হইল।

চাকর আসিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। মিঃ রায় বলিল, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আজ আমি উঠলাম।

হঠাৎ যেন সকলের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। অনেকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাই তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তারপর সকলে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কল্য আসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে বেলা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল।

আঠার

রবিবার। সন্ধ্যার পর শিবপুরে বেলার বাড়ীতে পার্টি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নিমন্ত্রিতেরা অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অশোক আজ একটু আগেই আসিয়াছে। নানা রকম গল্প-গুজব চলিয়াছে। হঠাৎ বেলা অশোককে বলিল, আপনার সমাজ বইখানা

পড়লাম, বেশ লেখা হয়েছে। আমার মনে হয় এরকম দু'চারখানা বই লেখা হ'লে আমাদের দেশের অনেক উপকার হবে, আপনার যুক্তি-গুলি আমার খুব ভাল লেগেছে।

মিসেস্ পালিত বলিল, বেলা আমাকে বইখানা দিয়ো তো, পড়বো।

বেলা বলিল, আচ্ছা দেবো'খন।

মিসেস্ কর বলিল, কুই,—মালা তো এখনো এল না।

মিঃ পালিত বলিল, মালা ও মিস্টার রায়ের কারো তো দেখা নেই,—ব্যাপারখানা কি বল তো দেখি।

মিস্টার বোস বলিল, একবার ফোন্ করে দেখবো নাকি ?

বেলা বলিল, না দরকার নেই, রাত বিশেষ হয়নি—এখনই তারা এসে পড়বে।

এই সময় মালা ও মিস্টার রায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বেলা বলিল, এইমাত্র নাম করছিলাম। অনেকদিন বাঁচবি কিন্তু।

মালা হাসিয়া বলিল, তুই কি মনে কবিস্ আমি শিগ্‌গির মরবো।

বেলা বলিল, তা কেন রে ?

মালা বলিল, তবে ?

বেলা বলিল, অত শত জানিনে বাপু, লোকে বলে তাই বলছি।

মালার অশোকের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিল, এই যে অশোকবাবু, আজকাল দেখছি আপনি খুব পাঙ্‌চুয়েল হয়েছেন তো।

অশোক ধীরে ধীরে বলিল, একটু আগেই এসেছি।

মালা বলিল, যাক্, বেল্লার কপাল ভাল।

মিস্টার রায় এতক্ষণ দূরে বসিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল। এবার সে বলিল, বেলা যে লাকি সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। ডাক্তার বোসের মত লোককে ঘায়েল করে ফেল্‌লে। এবার সে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে লাগিল।

বেলা বলিল, অশোকবাবু বেশ ভাল গাইতে পারেন, তা বুঝি তুই শুনিস্ নি!

মালা চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, চলুন পিয়ানোর কাছে, একটা গান গাইতে হবে।

বেলা তাহার কাপড়ে একটা টান দিয়া বলিল, বস্, খাবার পরে গাইবেন।

মালা জিদ্ ধরিয়া বলিল, না—না, এখুনি গাইবেন।

বেলা এবার তাহার গায়ে একটা চিমটি কাটিয়া অতি ধীরে বলিল, ওদিকে দেখ্, মিস্টার রায় মুখখানা কেমন অদ্ভুত ধরণের করেছেন।

মালা একবার মিঃ রায়ের দিকে দেখিয়া, ঝুপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না।

মিঃ পালিত বলিল, অশোকবাবু এতবড় পণ্ডিত লোক, কথা শুনে বিশ্বাস করা যায় না।

মিঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আমারও বিশ্বাস হয় না।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি বিশ্বাস হয় না মিস্টার রায়?

মিঃ রায় বলিল, ওই সাহিত্যিক কি না?

বেলা হাসিয়া বলিল, উনি তো আর বাচাল নন।

মিঃ রায়ের মুখখানা গম্ভীর হইল।

মিসেস্ পালিত বলিল, উনি যে গভীর জলের মাছ।

—"তা ঠিক, আমার কিন্তু মনে হয় উনি গ্রামোফোনের রেকর্ড। একবার একটা পিন্ ঠিক জায়গায় ছুঁইয়ে দিন না; দেখবেন কেমন বাজে।" বলিয়া বেলা হাসিতে লাগিল।

মিঃ বোস বলিল, পরে পিন্ ছোঁয়ান যাবে'খন, চলুন আপনারা সব, উপস্থিত পেটে কিছু ছোঁয়ান যাক্।

মিঃ রায় বলিল, সেই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভাল।

তাহারা আসিয়া ডাইনিং রুমে উপস্থিত হইল। এক একখানা টেবিলের পাশে দুইখানা করিয়া চেয়ার। বহু নিমন্ত্রিত ছিল বলিয়া যে যেখানে পারিল বসিল। মিঃ রায় মালার পাশেই বসিল। অশোক একটী অপরিচিত লোকের সঙ্গে শেষের লাইনে স্থান করিয়া লইল। মালা একবার আড়চোখে অশোকের দিকে দেখিয়া লইল। বেলা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিঃ বোসকে বলিল, অশোকবাবু বড়ই লাজুক। আমাদের ওঁর ওপর স্পেশাল্ কেয়ার নিতে হবে।

মিঃ বোস্ বলিল, নিশ্চয়—নিশ্চয়, আমি সে বিষয়ে কেয়ারফুল আছি।

সকলে আহার করিতে লাগিল। বেলা বলিল, মালা, তুই অশোকবাবুর নতুন বই সমাজখানা নিশ্চয় পড়েছিস্ ?

মালা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে পড়িয়াছে।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল, কেমন লাগল রে ?

মালা বলিল, বেশ।

বেলা বলিল, বেশ বল্লে কি একখানা বইয়ের সমালোচনা করা হয়।

মালা বলিল, আমি তো সমালোচক নই।

বেলা বলিল, তা আমি জানি। তবুও তো একটা সাধারণ মতামত আছে।

হঠাৎ মিঃ রায় বলিল, আমিও আমার বিলেত ভ্রমণ লিখছি।

অশোক বলিয়া উঠিল, আপনার বিলিতি ডিগ্রী আছে, ভাল লিখতে পারবেন।

সমস্ত হলঘর নীরব নিস্তব্ধ। বজ্রাঘাত হইলেও নিমন্ত্রিতেরা এত আশ্চর্য্য হইত না। সকলে আহার ভুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মালার মুখ আনন্দে ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। অশোক

এতদিন শুধু মিঃ রায়ের আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে। আজ সে প্রথম তাহাকে আঘাত করিল। ইহাতেই তাহার আনন্দ।

বেলা কিন্তু আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিয়া ফেলিল, সাবাস্ অশোকবাবু!

মিঃ রায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ঠাট্টা করছেন নাকি অশোকবাবু।

অশোক শ্লেষের স্বরে বলিল, আপনার মত লোকের সঙ্গে আমরা কি ঠাট্টা করতে পারি।

মিঃ রায় বলিল, নিশ্চয় না। আমরা যে-সে ঘরের ছেলে নই।

অশোক বলিল, তা জানি। ঘরের দোহাই দিয়েই এখনো বেঁচে আছেন, তা না হ'লে এতদিন কেরাণীগিরির জন্য অফিসের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হ'তো। আপনার বিদ্যে বুদ্ধি আমার জানতে বাকি নেই।

মিঃ রায় চেয়ার ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইউ ফুল। শাট্ আপ্।

অশোক হাসিয়া বলিল, অত রাগবেন না মিস্টার রায়।

মালা তাহার হাতে একটা টান দিয়া জোরে বলিল, বসুন মিস্টার রায়।

মিঃ রায় মন্ত্রমুগ্ধের মত ঝুপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তারপর নীরবে আহার শেষ হইল। সকলে হলঘরে আসিয়া বসিল। মিঃ রায় কিন্তু বসিল না। সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেলা মালার গা টিপিয়া বলিল, ওসমান ও জগৎসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ না লেগে যায়। কি মুস্কিল বল্ তো দেখি। একজন প্রণয়িনীর দুইজন প্রণয়ী হ'লে এই রকম হয়। তোর এখন অবস্থা হয়েছে, 'কাকে রাখি কাকে দেখি, কে বেশী সুন্দর।' সে হাসিতে লাগিল।

মালা বলিল, সত্যি ভাই, পুরুষ জাতটা কি বেহায়া, আমার কিন্তু লজ্জা করে।

বেলা আবার হাসিয়া বলিল, আমার কিন্তু আনন্দ হয়। ওদের নাচাতে আমার বেশ আমোদ লাগে।

মালা তাহার গায়ে একটা চিম্‌টি কাটিয়া বলিল, তোর মুখে আগুন।

বেলা এবার অতি ধীরে বলিল, দেখ-দেখ, তুই প্রণয়ীর আবার কথা হচ্ছে।

মালা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে শুনিতে পাইল মিঃ রায় বলিতেছে, আপনার পরিচয় চেয়ে বোধ হয় আমি অন্যায় করিনি।

অশোক বলিল, আপনার এভাবে পরিচয় চাওয়া ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

মিঃ রায় বলিল, না,—মোটেই না। আমার যদি কেউ পরিচয় চাইতো আমি আনন্দিতই হ'তাম। কারণ আমার পরিচয় দেবার মত অনেক কিছু আছে।

অশোক বলিল, আপনার হয় তো থাকতে পারে।

মিঃ রায় বলিল, নিশ্চয়, আমি কত বড় বংশের ছেলে তা হয় তো আপনি ধারণা করতে পারেন না। আমারা তু'পুরুষ থেকে রায়বাহাদুর। আমি নিজেও বিলেত ফেরত ও ব্যারিস্টার।

অশোক বলিল, আপনি বড় ঘরের ছেলে হ'তে পারেন, নিজেও বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার হতেও পারেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি, আমিই আমার পরিচয়।

মিঃ রায় বলিল, জানেন. অশোকবাবু, আপনার পরিচয় জানবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। আর মনে রাখবেন, এটা বড় ঘর ও এরিষ্টোক্রেট্‌দের একটা সোসাইটি। এখানে যে-সে লোক মিশতে পারে না এবং আমরাও মিশতে দিই না।

অশোক বলিল, আমিও মিশবার জন্য লালায়িত নই।

মিঃ রায় বলিল, তবে আসেন কেন?

অশোক বলিল, সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে নাকি?

মিঃ রায় বলিল, হ্যাঁ আমাকে দিতে হবে।

অশোক বলিল, আপনার কৈফিয়ৎ চাইবার কোনই অধিকার নেই এবং চাইলেও আমি দেব না।

মিঃ রায় চীৎকার করিয়া বলিল, জানেন্ আপনাকে আমি এখান থেকে বার ক'রে দিতে পারি।

অশোক চেয়ার ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মিস্টার রায়, মুখ সামলে কথা কইবেন। আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে।

মিঃ রায় বলিল, যান্—যান্, চোখ রাঙাবেন আপনার প্রেসম্যান ও কেরাণীদের কাছে। সেখানে আপনাকে মানাবে ভাল, এখানে নয়। ননসেন্স্—

অশোক বলিল, ননসেন্স্ আমি, না আপনি।

মিঃ রায় অধিকতর চীৎকার করিয়া বলিল, আমি তোমাকে একটা রাস্তার কুকুর বলে মনে করি। রাস্কেল্ কোথাকার,—বেরিয়ে যা এখান থেকে।

অশোক বলিল, দয়া করে আপনি বেরিয়ে যান না।

মিঃ রায় ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া বলিল, আমি বেরিয়ে যাব,—বটে—

তারপর সে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অশোকের দিকে অগ্রসর হইল।

মালা ও বেলা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বেলা চীৎকার করিয়া বলিল, মিস্টার রায় ভুলে যাবেন না এটা আমার বাড়ী, অশোকবাবু আমার নিমন্ত্রিত।

অশোক মিঃ রায়কে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে মিঃ রায়কে দুই হাতে ঊর্দ্ধে

উঠাইয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিল। সমস্ত নিমন্ত্রিতেরা এক সঙ্গে হা-হা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর আর কাহারও মুখে কথা নাই। মালা ও বেলা এতক্ষণে অশোকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দুইজনই নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তি।

মিঃ রায় মাথা ধরিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি তোমায় দেখে নেব র‍্যাস্কেল্।

অশোকের এবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে হাত যোড় করিয়া বলিল, আমাকে আপনারা সব মাপ ক'রবেন। তারপর সে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কাহারও মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না।

উনিশ

সকাল আটটা বাজিয়াছে।

কয়েকদিন হইতে রায়বাহাদুরের শরীর ভাল নাই। তিনি আপনার শয়নঘরে বিছানার উপর বসিয়া আছেন। একটু দূরে অশোক একখানা চেয়ারে বসিয়া আছে। রায়বাহাদুর ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করবো বলে ডেকে পাঠিয়েছি।

অশোক বলিল, আজ্ঞা করুন।

রায়বাহাদুর বলিলেন, সেদিনের রাতের ঘটনা আমি সব শুনেছি। আমার ধারণাই ছিল না যে, দেবেশ এত বড় মূর্খ। যাক্, সে তার উপযুক্ত সাজাই পেয়েছে। কিন্তু সে সোসাইটীর মধ্যে একটা বিরক্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলেছে। সেদিন অনেকে আমার কাছে এসেছিলেন, এর একটা বিহিত করবার জন্য। আমিও ভেবে দেখলাম, এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। বেশীদিন এইরকম

কানাঘুষো চল্‌লে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে অনিষ্ট হতে পারে। এইসব নানা চিন্তা করে তোমাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা ক'রছি।

অশোক ধীরে ধীরে বলিল, বলুন।

রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, তুমি কিছু মনে করো না। আমি আজ যা জিজ্ঞাসা করবো তা হয় তো ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, প্রথমে তোমাকে বংশ-পরিচয় দিতে হবে। আজ প্রায় এক বছর হতে চল্‌লো, তোমার পরিচয় কেউ জানে না। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলেছে। পরিচয় পেলে হয় তো তোমার ভালই হবে।

অশোকের যেন মনে হইল, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত আলো কোথায় মিলাইয়া গেল, নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। পায়ের নীচে মেঝে যেন কাঁপিতেছে। রায়বাহাদুর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, এখন তোমায় কিছু বলতে হবে না। সময় মত বল্‌লেই চলবে!

অশোক এতক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল। সে শুষ্কস্বরে বলিল, আচ্ছা।

রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, আমি যতদূর জানি, মালা দেবেশকে একেবারেই পছন্দ করে না এবং আমিও না। সে বড় ঘরের ছেলে বটে, বিলেত ঘুরেও এসেছে কিন্তু যাকে মানুষ বলে তা সে হয়নি।

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, সে মালাকে বিয়ে করবার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করছে। কিন্তু মেয়ে শিক্ষিতা ও বয়স্থা। তার অমতে কেমন করে আমি মত দিই। এই সব কারণে সে আমাদের ওপর দিন দিন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। শেষে রাগটা

গিয়ে পড়েছে তোমার ওপর। অবশ্য মেয়ের মত থাকলে আমার মতামতে কিছু যায় আসে না। যদিও আমি তাকে পছন্দ করি না। কিন্তু মালা একেবারেই তাকে পছন্দ করে না। আমি মত দিলে মালা হয় তো অনিচ্ছায় রাজি হ'তে পারে। সে আমার একমাত্র কন্যা, আমি তো আর ইচ্ছে ক'রে তার জীবনটা মাটি ক'রে দিতে পারি না। তুমি কি বল ?

অশোক অতি ধীরে ধীরে বলিল, তা বটে।

রায়বাহাদুর বেশ উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, দেবেশ যে এতবড় বদ্ তা আমি জানতাম না।

তিনি নীরব হইলেন। পাঁচ মিনিট বাদে আবার বলিতে লাগিলেন, বসিরহাটের ঘটনা নিয়ে সে সোসাইটীর মধ্যে তোমাদের নামে কুৎসা রটনা ক'রছে। অনেক ভাল-মন্দ লোক আছে। অনেকে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এটা তো ভাল নয়। একটী কুমারী মেয়ের নামে যা তা বলা। সে হয় তো মনে করেছে, আমাকে এইভাবে ভয় দেখিয়ে মালাকে বিয়ে ক'রবে। সে ভুল করেছে। ভয় আমি ওদের করিনে। ইচ্ছে করলে আমি সোসাইটী ত্যাগ করতে পারি। ত্যাগ করলেই তারা আরো বেশী করে তোমাদের নামে বদ্নাম রটাবে। কেবল আমি মালার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই চুপ করে আছি।

তিনি নীরব হইলেন। অশোক যে কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর রায়বাহাদুর বলিলেন, মেয়ে আমার সুন্দরী ও শিক্ষিতা। ভবিষ্যতে সে আমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হবে। তার বিয়ের জন্য ছেলের অভাব হবে না। অনেকেই বিয়ে করতে চাইবে। তাই বলে যার-তার সঙ্গে তো বিয়ে দিতে পারি না। তবে মেয়ের পছন্দই আমার পছন্দ। আমার মনে হয় মেয়ে আমার এ বিষয় ভুল করবে না। মস্ত বড়

কামিয়ে ছেলে আমার দরকার নেই। ছেলেটী সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত হলেই চলবে। আমি যা রেখে যাবো, তাই দেখে শুনে নিয়ে চালাতে পারলেই, ওদের সারা জীবন রাজার হালে না হোক্, এখন যেমন চল্‌ছে এই রকম চলে যাবে। আমার চাই সৎ ও শিক্ষিত ছেলে।

এই সময় মালা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বের চেয়ে তাহার চেহারাটা অনেকটা রোগা দেখাইতেছিল। রংটা যেন অনেক ফেঁকাসে হইয়া গিয়াছে। অশোককে দেখিয়া সে যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, এই যে অশোকবাবু, নমস্কার! অনেকদিন যে এদিকে আসেন নি?

অশোক মাথা নীচু করিয়া উত্তর দিল, কাজ বড্ড বেশী পড়েছিল আর শীররটাও ভাল ছিল না।

মালার চোখে যেন একটা চঞ্চলতা ফুটিয়া উঠিল। সে প্রশ্নক রিল, কি হয়েছিল,—এখন শরীর ভাল আছে তো?

অশোক বলিল, না,—এমন কিছু নয়।

মালা বলিল, ওঃ! তাই বলুন।

তারপর মালা পিতাব পাশে বসিয়া বলিল, বাবা এখন তোমার শরীর কেমন আছে,—আর মাথা-ধরা নেই তো?

রায়বাহাতুর বলিলেন, এখন ভালই আছি মা। তোর কোন ভয় নেই, আমি এত শিগগির মরছি না।

মালার চোখ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল, ধরা-গলায় বলিল, বাবা তুমি অমন কথা ব'লো না; আমার বড্ড কষ্ট হয়। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে। তা হ'লে আমি দাঁড়াব কোথায়?

রায়বাহাতুর কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, সেই ব্যবস্থাই তো অশোকের সঙ্গে করছি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মালা ও অশোকের চোখাচোখি হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে মালার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, এখন ওষুধ খাবে বাবা?

রায়বাহাদুর বলিলেন, না মা,—এখন থাক।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর রায়বাহাদুর বলিলেন, তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই আমার ছুটী।

মালা রায়বাহাদুরের আঙ্গুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বাদে সে বলিল, চল না বাবা, একবার পশ্চিমে বেড়িয়ে আসা যাক। শরীরটা তোমার হয় তো সেরে যাবে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, না,—এখন আর বেড়াতে যাবো না। আগে তোর একটা ব্যবস্থা করি, তারপর দেখা যাবে।

এবার তিনি অশোককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওর মা যদি আজ বেঁচে থাকতো, তা হ'লে এতদিন কবে বিয়ে হয়ে যেতো। এসব বিষয়ে মেয়েরা আমাদের চেয়ে অনেক বোঝে।

হঠাৎ যেন অনেক দিনের পুরান স্মৃতি তাঁহার মনের কোণে জাগিয়া উঠিল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

মালা এবার দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আমার জন্য ভেবো না। দেখো এম, এ পাশ করে আমি প্রফেসর হবো। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

রায়বাহাদুর মেয়েকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আমিও তো তোকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারবো না মা। আর তোকেও আমায় ছেড়ে না থাকতে হয় তারই ব্যবস্থা ক'রছি। আর এ-সবই তো তোর; ছেড়েই বা যাবি কোথায়। তাই এমন একটা ছেলে দেখ্ছি যে, সে আমাদের হয়ে আমাদের মধ্যেই থাকতে পারে।

মালা ধীরে ধীরে বলিল, এসবে কি দরকার বাবা!

রায়বাহাদুর বলিলেন, দরকার আছে বৈ কি মা। যখন মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিস, তখন বিয়ে হবেই। তোদের যে পরিপূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে।

মালার সমস্ত শরীর শিরশির্ করিয়া উঠিল। সে লজ্জায় পিতার কোলে মাথা লুকাইল। তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।

রায়বাহাদুর বলিলেন, শুধু মা হলেই চলবে না। মায়ের যে কত বড় দায়িত্ব তা আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মা-ই জানে না। একমাত্র মা-ই ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলতে পারে। মায়ের কর্ত্তব্য ছেলেকে এমন করে মানুষ করা, যাতে সে দেশের ও দশের কাজে লাগে। শিশুকালে মা যদি ছেলেকে না গড়ে তা'হলে বড় হ'লে কেউ তা'কে গড়তে পারে না। দেখা যায় ভাল মায়ের ছেলেই ভাল হয়। আমি কামনা করি, তোর এমন ছেলে হোক, সে যেন দেশের একটা আদর্শ হয়।

পিতার কথায় মালার অন্তরে যেন একটা শিহরণ উঠিতেছিল। রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, আমার পুত্রসন্তান নেই। আমার ইচ্ছে তোর সন্তানের মধ্যেই আমার আদর্শ ও কামনা ফুটে উঠুক।

এবার অশোকের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি লজ্জিত হইলেন। তাঁহার ভাবপ্রবণ মন অশোকের উপস্থিতির কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। তিনি এবার হাসিয়া বলিলেন, তুমি বোধ হয় আমার পাগলামি দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ।

অশোক তাড়াতাড়ি বলিল, না—না, বিরক্ত হবো কেন। আপনি তো সত্য কথাই বলেছেন।

রায়বাহাদুর মালাকে বলিলেন, হ্যাঁ রে মালা, অশোককে চা-টা কিছু দিলিনে ; বেচারা সেই কখন থেকে বসে আছে।

মালা ধড়্‌মড়্‌ করিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তারপর লজ্জিতভাবে বলিল, এই যাই বাবা।

অশোক ব্যস্ত হইয়া বলিল, না—না আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তারপর ঘড়ির দিকে দেখিয়া বলিল, বেলা অনেক হয়েছে, এখন আমি উঠি।

রায়বাহাদুর অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, উঠবে,—আচ্ছা যাও।

অশোক উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, আশা করি আমার প্রশ্নের উত্তরটা শিগগির পাবো। তোমার উত্তরের উপর মালার ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রছে।

অশোক কিছু না বলিয়া, হাত উঠাইয়া নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মালার ইচ্ছা হইতেছিল—জিজ্ঞাসা করে, কবে আসিবে ও গেট্‌ পর্য্যন্ত আগের দিনের মত পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। কিন্তু আজ বিশ্বের লজ্জা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

কুড়ি

অশোকের চলিয়া যাইবার প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদেই নীচে মোটরের শব্দ হইল। রায়বাহাদুর মালাকে বলিলেন, দেখ তো মা কে এল ?

মালা এক মিনিট বাদেই বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মিস্টার রায় এসেছেন, সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও একজন পাদরী।

কিছুক্ষণ বাদে মিঃ রায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, আজ কেমন আছেন ?

রায়বাহাদুর বলিলেন, আজ ভালই আছি। তোমার সঙ্গে ওঁরা সব কে এসেছেন ?

মিঃ রায় বলিল, অনাথ-আশ্রমের সেক্রেটারী আর কন্‌ভেন্টের পাদরী।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ওঁরা সব আমার বাড়ীতে কেন ?

মিঃ রায় বলিলেন, ওঁরা সব অশোকের পরিচয় জানেন।

রায়বাহাদুর এবার সোজা হইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া আশ্চর্য্যের স্বরে বলিলেন, ওঁরা অশোকের পরিচয় জানেন ?

মিঃ রায় এবার জোর গলায় বলিল, হ্যাঁ, ওঁরা সব জানেন। ইচ্ছে করেন তো দেখা করতে পারেন।

রায়বাহাদুর বলিলেন, অশোকের পরিচয়ে আমার দরকার আছে বটে। চল নীচে যাই।

মালা বলিল, না বাবা, তোমায় এই রোগা শরীর নিয়ে আর নীচে যেতে হবে না! এইখানেই ওঁদের ডাকো।

রায়বাহাদুর বলিলেন, সেই ভাল, তুই মা এখন একটু পাশের ঘরে যা।

মালা ও মিঃ রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিঃ. রায় কিছু বাদে একজন পাদরী সাহেব ও একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া রায়বাহাদুরের মনে হইল, ইঁহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছেন। কোথায় যে দেখিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দুইখানি চেয়ারে বসিলেন। মিঃ রায় আসিয়া রায়বাহাদুরের খাটের উপর বসিল। তারপর তিনি বলিলেন, ইনি টালিগঞ্জ কন্‌ভেন্টের কর্ত্তা আর ইনি ভবানীপুরের অনাথ-আশ্রমের সেক্রেটারী।

রায়বাহাদুর ভবানীপুরের অনাথ-আশ্রমের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। পাশ বালিশটায় হেলান দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

মিঃ রায় বলিলেন, এঁরা অশোকবাবুর সম্বন্ধে সব জানেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বলিলেন, শুনলাম আপনি নাকি অশোকের পরিচয় জানতে চান। তবে আমি তো সব জানি না; যেটুকু জানি,—আপনাকে বলবো। অনেকদিনের কথা সব আমার ভাল মত মনেও নেই। মিস্টার রায়ের অনুরোধে আমাকে পুরান খাতাপত্র খুঁজে সব বার করতে হয়েছে। অবশ্য মিস্টার রায় এজন্য অনাথ-আশ্রমে আড়াইশো টাকা দান করেছেন।

রায়বাহাদুর এবার যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ওঃ হ্যাঁ! অশোকের পরিচয় জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বলিতে লাগিলেন, সে আজ সাতাশ বছর আগেকার কথা। বর্ষা কাল। কয়েকদিন থেকে বৃষ্টি নেমেছে। পথে লোক-চলাচল খুব কমে এসেছে। আমরাও খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে, ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে গল্প ক'রছি। রাত এগারটা বেজে গেছে। হঠাৎ বাইরে ট্যাক্সী থামবার আওয়াজ হলো। এত রাতে অনাথ-আশ্রমে কারও যে কোন দরকার থাকতে পারে আমরা ধারণাই ক'রতে পারলাম না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত বাদেই দরজায় কে ধাক্কা দিতে লাগল। আমরা ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে দিলাম। দুটী ভদ্রলোক একটী শিশুকে কোলে ক'রে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। লোক দু'টী সমবয়সী, বোধ হয় চব্বিশ পঁচিশ বছরের হবে। যে লোকটী শিশুটীকে কোলে করে ছিলেন, বল্লেন, তিনি এই শিশুটীকে আপনাদের অনাথ-আশ্রমে রাখতে হবে। আমি বল্লাম, আমরা তো এত ছোট ছেলে রাখি না। তারপর ছেলের সমস্ত পরিচয় না পেলে, আমরা নিতে পারবো না। শেষে কি পুলিশ এসে টানাটানি ক'রবে।

অন্য ভদ্রলোকটী কাতরস্বরে বল্‌লে, আপনাকে রাখতেই হবে। আপনাকে আমরা সত্য ঘটনাই বলবো। ছেলেটী অবশ্য ওর। তবে ছেলেটীর মা বিধবা,—বলেই মুখ নীচু করে চুপ করলেন।

আমি বল্‌লাম, তা হলে জারজ ছেলে বলুন। শিশুটীকে যিনি কোলে করে ছিলেন,—বললেন, হ্যাঁ ছেলেটী জারজ। আপনার কোন ভয় নেই। আজ সন্ধ্যের সময় হয়েছে। কেউ জানে না। আমরা কেবল চারজন জানি। আমরা এই দু'জন, সেই বিধবা মেয়েটী ও তার মা। ওদের পুরুষ অভিভাবক আর কেউ নেই। আপনি যদি দয়া করে রাখেন তো আর কেউ জানতে পারবে না।

আমি বল্‌লাম, আজকে যান, ভেবে দেখি, কালকে যা হয় করা যাবে।

ভদ্রলোকটী আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনি আমাদের রক্ষে করুন। সকাল হলেই লোক জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের জাতকুল সব যাবে।

আমি বিদ্রূপের স্বরে বল্‌লাম, সে সময় একথা মনে হয়নি কেন। আজ বড় জাতকুলের ভয় করছেন যে।

যে লোকটী শিশুটীকে কোলে করে ছিলেন,—মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্য ভদ্রলোকটী বল্‌লেন, তখন যদি একথা ভাবতে পারবে, তা হ'লে আজ এ বিপদ হবে কেন। যৌবন যে বড় উচ্ছৃঙ্খল, সে যে আগে পাছে ভাবে না।

আমি বল্‌লাম, এখন ফলভোগ করুন।

লোকটী বল্‌লে, ফল তো ভোগ করছি। যদি না নেন্, তা হ'লে হয় তো আমাদের একে রাস্তার ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে যেতে হবে। এ ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখছি না।

আমি বল্‌লাম, আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন গে।

হঠাৎ লোকটী আমার পা জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, দোহাই আপনি আমায় রক্ষে করুন।

আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে হাত ধরে উঠালাম। তখন তাঁর চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ধারে জল গড়িয়ে পড়ছিল। এই সময় শিশুটী কেঁদে উঠলো। লোকটী তার কান্না থামাতে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। মেট্রন তার দুরবস্থা দেখে ছেলেটীকে কোলে নিয়ে ভুলাতে লাগল। শিশুটী কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। সুস্থ সবল ছেলে দেখে মেট্রনের বোধ হয় মায়া হলো। তাকে রাখবার জন্য আমাকে অনুরোধ ক'রতে লাগলো। অনেক কথাবার্ত্তার পর ছেলেটীর খোরপোষের জন্য আমাদের ফণ্ডে পাঁচশো টাকা দিলেন। তারপর ছেলেটী আমাদের আশ্রমে বার বছর পর্য্যন্ত ছিল। শেষে একদিন ঝগড়া করে, একটী ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। সেই থেকে আর তার খবর জানি না।

রায়বাহাদুর বলিলেন, অশোকই যে সেই ছেলে কি করে বুঝলেন ?

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বলিলেন, আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে আসবার সময় মিস্টার রায় তাঁকে দেখিয়েছিলেন কিন্তু আমি তো তাকে চিনতেই পারলাম না। অনেক দিনের কথা আর চোখের জ্যোতিও কমে এসেছে। এই ছেলেটীর হাতে একটা বিশেষ চিহ্ন আছে; মিস্টার রায়ের মুখে সেই চিহ্নের কথা শুনলাম। আর আমাদের আশ্রমের সেই ছেলেটীর হাতেও সেই রকম চিহ্ন ছিল।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চিহ্ন ?

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বলিলেন, তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথার কাছে আর একটা ছোট আঙ্গুল ছিল।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তা হ'লে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এই অশোকই সেই জারজ ছেলে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমার তো তাই মনে হয়।

মিঃ রায় বলিল, মনে হয় কি,—নিশ্চয়। তারপর সব ফাদার কেলির কাছে জানতে পারবেন। সেদিন ছেলেটি মারামারি করে চলে আসে, ঠিক তার পরের দিন ফাদার কেলি তাকে রাস্তায় কুড়িয়ে পান।

রায়বাহাদুর শুষ্কস্বরে বলিলেন, ফাদার কেলি, আপনাব কিছু বলবার আছে?

ফাদার কেলি বলিতে লাগিলেন, আমি অশোককে আসবার সময় আপনার বাড়ীর একটু দূরে দেখেছি। আমাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আজ শুধু আমি জানতে এসেছি সে কিসের জন্য কন্‌ভেণ্ট থেকে পালিয়ে এলো। আমি তো তাকে একদিনের জন্য কোন কষ্ট সইতে দিইনি। তবে কেন সে পালিয়ে এল?

রায়বাহাদুর বলিলেন, পরে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। এই ছেলেটিই কি আপনার সেই অশোক?

ফাদার কেলি বলিলেন, নিশ্চয়,—আমি যে তাকে সযত্নে বার বছর মানুষ করেছি। সে যে আমার কাছে কত পরিচিত, তা আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি যখন শুন্‌লাম, আমারই হাতে-গড়া অশোকই আজ এত বড় মানুষ হয়েছে, তখন যে কি আনন্দই হলো তা আর কি বলবো। অনেক সময় তার নাম শুনতাম কিন্তু এই অশোকই যে আমার সেই অশোক, তা আমি ধারণা করতে পারিনি।

তিনি স্তব্ধ হইলেন। মিঃ রায় কি চিন্তা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও নীরব। এইবার মিঃ রায় সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, ওর পরিচয় খুঁজে বার ক'রতে আমাকে কতই না কষ্ট পেতে হয়েছে। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।

রায়বাহাদুর এবার প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তার মানে ?

মিঃ রায় বলিল, কি মজা দেখুন! আমাদের সমসাময়িক একজন ইণ্ডিয়ান খৃষ্টান্ ব্যারিস্টার আছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে যাই। কয়েকদিন আগে বেড়াতে গিয়ে কথায় কথায় তাঁর স্ত্রী সবিতা আমাদের বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন। অবশ্য আগেই মালার সম্বন্ধে তাঁর কাছে অনেক কথাই বলেছিলাম। সেদিন আমি যখন বল্লাম, আমাদের বিয়ে হবে না। তবে শিগ্গির অশোক বলে একটী লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। সে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে অশোক ? আমি বল্লাম, অশোক গুপ্ত। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে অশোককে চেনে নাকি ? সে বল্লে, কয়েক বছর আগে, অশোক গুপ্ত নামে একটী ছেলেকে চিনতো। একসঙ্গে তারা টালিগঞ্জের কন্ভেণ্টে মানুষ হয়েছিল। তারপর সে অশোকের চেহারা বর্ণনা করে বলে যে, তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে আর একটা খুব ছোট আঙুল আছে। আমার তখন সন্দেহ হয়, তখনই কন্ভেণ্টের ফাদার কেলির কাছে যাই। সেখানে তাঁর কাছ থেকে খবর নিয়ে, ভবানীপুরের অনাথ-আশ্রমে যাই। সেখানে খোঁজ নিতেই সমস্ত পরিচয় বার হয়ে পড়ে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, দেবেশ, তোমার গোয়েন্দা হওয়া উচিত ছিল।

মিঃ রায় সগর্ব্বে বলিল, আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলাম, ও ভাল ঘরের ছেলে নয়। আমার কথা সত্য কি না আজ দেখুন।

সে সগর্ব্বে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিল। এই সময় ফাদার কেলি বলিলেন, আপনার আর কিছু জানবার আছে ?

রায়বাহাদুর শুষ্কস্বরে বলিলেন, না।

ফাদার কেলি বলিলেন, আমি আশা করেছিলাম, অশোকের

সঙ্গে দেখা হবে। অনেকদিন তাকে দেখিনি,—তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। তারপর প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে আবার বলিলেন, আমি এখন চল্‌লাম, বিশেষ কাজ আছে। অশোককে বলবেন, আমি এসেছিলাম, আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে।

তিনি অন্যমনস্কভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন, মিস্টার রায়, আমাকে আর কি দরকার আছে?

মিঃ রায় বলিল, না আর কি দরকার।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বলিলেন, তা'হলে আমি যেতে পারি?

মিঃ রায় বলিল, হ্যাঁ, আসুন, ধন্যবাদ!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীও চলিয়া গেলেন। রায়বাহাদুর এতক্ষণ কোন রকমে বসিয়াছিলেন। এবার বালিশের উপর কাত হইয়া পড়িলেন।

মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি শরীরটা খুব খারাপ বোধ হচ্ছে?

রায়বাহাদুর জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

মালা এতক্ষণে পিতার কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। সে ধরা গলায় বলিল, বাবা, অমন করছ কেন? তোমার শরীর কি খারাপ বোধ হচ্ছে?

রায়বাহাদুর ক্ষীণস্বরে বলিলেন, বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে।

মালা দুই হাতে পিতার মাথা কোলে উঠাইয়া লইয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

মিঃ রায় বলিল, ডাক্তার পালিতকে খবর দেব কি?

রায়বাহাদুর অধিকতর ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, না।

মিঃ রায় বলিল, তাহলে আপনার জন্য কি করবো?

রায়বাহাদুর বলিলেন, তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি এখন যাও। আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও, আর জ্বালিও না।

মিঃ রায় মনে মনে ভারি চটিল। মুখে বলিল, আমি গেলে কি আপনি শান্তি পান?

রায়বাহাদুর মালাকে বলিলেন, ওকে এখান থেকে যেতে বল—বল মা; আর যে সহ্য করতে পারছি না।

মালা বলিল, আপনি এখন যান মিঃ রায়।

মিঃ রায় ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, আপনাদের এমন বিপদের মধ্যে ফেলে কেমন ক'রে যাই বলুন?

মালা হাতযোড় করিয়া বলিল, দোহাই আপনার, দয়া করে এখন এখান থেকে যান।

মিঃ রায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, যদি না যাই।

মালার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। অঙ্গুলি উঠাইয়া দরজার দিকে দেখাইয়া বলিল, আপনি যান বল্ছি।

মিঃ রায় শূকরের মত গোঁ করিয়া বলিল, আমি যাবো না।

মালা এবার বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, যাবেন না,—নিশ্চয় যাবেন। তা হ'লে এবার আমাকে দারোয়ানকে ডাকতে হলো।

মিঃ রায় একবার তাহার দিকে বিদ্যুৎ কটাক্ষ হানিয়া বলিল, এদের সবই অদ্ভুত।

তারপর ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একুশ

গভীর রাত্রি। সমস্ত কলিকাতা নগরী নীরব নিথর। সবাই সুপ্তির কোলে নিমগ্ন। কেবল রায়বাহাদুর আপনার শয্যায় পড়িয়া জাগিয়া ছিলেন। নিদ্রা আজ তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন অজনা দেশে পলাইয়াছে।

কত কালের কত স্মৃতি আজ ভিড় করিয়া তাঁহার মনের কোণে জমা হইয়া তাঁহাকে যেন উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। আজ তাঁহার মনে পড়িতেছে, সেই সাতাশ বছরের আগের কথা। তখন তিনি পিতৃমাতৃহীন যুবক মাত্র। সবার দয়ায় কোন রকমে গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন চাকরীর সন্ধানে। অনেক চেষ্টা করিয়াও চাকরী তাঁহার জুটিল না। একদিন পথে ঘুরিতে ঘুরিতে গ্রামের পরিচিত বিমল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তিনি তাঁহার মুখে, তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আপনার বাটীতে লইয়া আসিলেন এবং কিছু মাহিনা ও খোরপোষ দিয়া দোকানের খাতা লেখার কাজে নিযুক্ত করেন। বিমল রায়ের অবস্থা মন্দ ছিল না। কলিকাতায় একখানা পাকা বাড়ী ও দোকান ছিল। দোকানটীও বেশ চলিত। বৎসরে তাহা হইতে পাঁচ সাত হাজার মুনাফা হইত। বিমল রায় তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি দেখিয়া প্রধান কর্ম্মচারির পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এইভাবে পাঁচ বছর কাটিল। এই সময় বিমল রায়ের একমাত্র কন্যা যামিনী বিধবা হইয়া পিতার কাছে ফিরিয়া আসিল। কন্যার বৈধব্যে পিতামাতা বড়ই শোক পাইলেন। এই ঘটনার প্রায় দুই বছর পরে বিমল রায় হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা গেলেন। ইহার পর তিনি কার্য্যতঃ যামিনীর ও তাহার মাতার অবিভাবক হইয়া দাঁড়াইলেন। যামিনী ও তিনি সমবয়সী। ক্রমে ক্রমে দুইজনে খুব ভাব হইল। দোকান

হইতে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া বই পড়িয়া যামিনীকে শুনাইতেন। এই সময় তিনি মাসিকপত্রে ছোট ছোট গল্প লিখিতেন। যামিনী দিনের বেলায় তাহা ভাল করিয়া লিখিয়া রাখিত। অনেক সময় গল্পের বিষয় লইয়া আলোচনা চলিত ও শেষে তর্ক যুদ্ধে পরিণত হইত। যামিনী তর্কে হারিয়া, রাগে ঘর হইতে চলিয়া যাইত। এইভাবে তাহাদের দিন কাটিতেছিল।

মা ইহাদের মানাভিমান দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। এক এক সময় অতর্কিতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত। মনে মনে বলিতেন, এই আমোদ-আহ্লাদ করিবার সময়। পোড়াকপালীর তো কপাল পুড়িয়াছে। আহা, যদি দুইটা কথা বলিয়া আনন্দ পায়, পাক্। তাতে আর দোষ কি!

তাহাদের এই মেলামেশা ক্রমে গভীর ভালবাসায় পরিণত হইল। তারপর যামিনী একদিন তাঁহাকে এমন কথা শুনাইল যে, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখে অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু তখন আর কোন উপায় ছিল না। বন্ধু বিজয়ের সঙ্গে যুক্তি করিয়া সব ঠিক করিলেন। এক একদিন করিয়া আসিল চরম মুহূর্ত্ত। সন্ধ্যার পরেই যামিনী একটী পুত্র প্রসব করিল।

সেদিন ছিল ঘনঘোর বর্ষা। রাত্রে তিনি ও বিজয় সদ্যোজাত শিশুটীকে অনাথ-আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন। দণ্ডস্বরূপ দিলেন পাঁচশত টাকা। এই এতটুকু সময়ের মধ্যে শিশুটীর উপর তাঁহার একটা মমতা জন্মিয়া গিয়াছিল। শিশুটীর বাঁ হাতে বুড়ো আঙ্গুলের পাশে আর একটী অতি ছোট আঙ্গুল ছিল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

এবার তাঁহার বুক ফাটিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। তিনি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। শয়ন মাত্রই রাশি রাশি চিন্তা আসিয়া

তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। মনে পড়িতে লাগিল—যামিনীদের বিদায়ের দিন। তাহারা বাড়ী বিক্রয় করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া গেল। দোকান তাঁহার জিম্মায় রহিয়া গেল। তারপর কত উত্থানপতনের মধ্য দিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী করায়ত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে তিনি লক্ষপতি হইলেন। যামিনী ও তাহার মা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, তিনি নিয়মিত মাসহারা পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার পর আর তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই। আজ যামিনী কিম্বা তাহার মাতা কেহই বাঁচিয়া নাই।

যামিনীরা চলিয়া যাইবার পর তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের প্রায় পাঁচ বছর পরে মালার জন্ম হয়। তাহার জন্মের প্রায় দুই বছর পরে মালার মাতার মৃত্যু হয়। তিনি আর বিবাহ করেন নাই। হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া কন্যাকে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

বালিশগুলি একত্র করিয়া হেলান দিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অশোকের কথা। সে তো তাঁহার পুত্র। অমন পুত্র বাংলাদেশে কয়জনের আছে! সামান্য সামাজিক নিয়মের জন্য আজ আর তাহাকে পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। ব্যথায় তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এবার তাঁহার মনে হইল, তাঁহার পাপের ফল তাঁহাকেই তো ভোগ করিতে হইবে—যতই কঠিন হউক না কেন। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন তাঁহাকেই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়া থাকিতে হইবে। আজ শুধু তিনি নিজের জীবন মরুভূমি করেন নাই, মালা ও অশোকেরও করিয়াছেন। তাহারা তো কিছুই জানে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারিবে, তখন তাহারা তাঁহাকে কতই না ঘৃণা করিবে। তিনি চিন্তা করিতে পারিলেন না। মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

বিছানা ছাড়িয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাতাসে জানালার একটা কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ভাল্ করিয়া জানালাটা খুলিয়া দিলেন। একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। হু-হু করিয়া বাতাস আসিতে লাগিল। জানালা খোলার শব্দে মালা পাশের ঘর হইতে ডাকিল, বাবা!

রায়বাহাদুর উত্তর দিলেন, কি মা?

মালা ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার কাছে দাঁড়াইল।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনো জেগে আছিস মা?

মালা বলিল, হ্যাঁ বাবা, আজ ঘুম আস্‌ছে না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

রায়বাহাদুর বলিলেন, বড্ড মাথা ধরেছে মা, তাই হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছি একটু।

মালা বলিল, চল শোবে। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

মালা পিতার হাত ধরিয়া বিছানায় আনিয়া শয়ন করাইয়া দিল ও ধীরে ধীরে কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ নির্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া বলিলেন, আর রাত জাগিস্‌নে মা, শুগে, তা না হ'লে আবার অসুখ ক'রবে।

মালা বলিল, না বাবা,—অসুখ করবে না। তোমার মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দিই, তুমি ঘুমোতে চেষ্টা কর।

অতর্কিতে রায়বাহাদুরের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তিনি আর কিছু বলিলেন না। দুইজনই নীরব। প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে মালা ডাকিল, বাবা!

রায়বাহাদুর উত্তর দিলেন, কি মা?

মালা বলিল, চল বাবা, পশ্চিমে বেড়াতে যাই।

রায়বাহাদুর বলিলেন, আমিও তাই মনে করছি মা।

মালা বেশ উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিল, কাল তা হ'লে আমি সব গোছগাছ ক'রে নিই। পরশু দিন রাতে রওনা হওয়া যাবে।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তাই হবে মা।

দুইজন আবার নীরব। মালা ধীরে পিতার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে লাগিল। দুইজনেরই ইচ্ছা হইতেছিল, অশোকের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু কেমন যেন একটা লজ্জা আসিয়া বাধা দিতে লাগিল। রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ বাদে অতি ধীরে বলিলেন, কাল সব শুনেছিস্ তো মা?

মালা উত্তর দিল, হ্যাঁ বাবা।

রায়বাহাদুর বলিলেন, দেবেশ যে কত বড় হিংসা অশোকের উপর পোষণ করে তা কাল বোঝা গেল। তাকে হেয় করাই যেন তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

মালা কিছু বলিল না।

রায়বাহাদুর আবার কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন, কাশী থেকে কিছুদিন ঘুরে আসা যাক্। বিজয় তো কাশীবাস ক'রছে। ওর ওখানেই নামবো। সকালে একটা 'তার' করে দেব, আমরা যাচ্ছি বলে। কি বলিস?

মালা উচ্ছ্বসিতভাবে বলিল, সেই ভাল বাবা। তুমি কালই তাঁকে তার করে দাও। কাশীতে সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে বেড়াতে আমার বড্ড ভাল লাগে। কি সুন্দর জায়গা!

রায়বাহাদুর বলিলেন, বেশী জিনিষপত্র নিস্‌নে যেন। যা না হ'লে নয় এমন সব জিনিষ-পত্র নিবি। চাকর হরিকে সঙ্গে নিলেই যথেষ্ট।

মালা বলিল, না বাবা, জিনিষ-পত্র বিশেষ কিছু নেব না।

রায়বাহাদুর বলিলেন, আর বেলাকে একটা ফোন করে দিস্। তারা যেন একবার দেখা ক'রে যায়।

মালা বলিল, আচ্ছা।

রায়বাহাদুর ধীরে ধীরে কন্যার একখানা হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, যা মা, শুতে যা ; রাত যে শেষ হ'য়ে এল।

মালা কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রায়বাহাদুর বলিলেন, আমার মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিস্ তো মা ; বড্ড ঠাণ্ডা আসছে।

মালা জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, তখন প্রায় রাত শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বাইশ

সন্ধ্যার একটু আগে অশোক আপনার ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, বোধ হয় নিজের অতীত জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। এই সময় বেলা ও মিঃ বোস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বেলার কলহাস্যে তাহার চিন্তা-সূত্র ছিঁড়িয়া গেল।

বেলা বলিল, একলা ঘরে বসে বসে কি কড়িকাঠ গুণছেন? তারপর হঠাৎ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই চমকিয়া উঠিল। বলিল, আপনার কি অসুখ করেছে অশোকবাবু!

অশোক অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, কই না!

বেলা বলিল, কিন্তু আপনার চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

মিঃ বোস বলিল, সত্যি আপনার চেহারা খুব খারাপ হ'য়ে গেছে।

অশোক বলিল, আমি তো বেশ সুস্থ আছি।

মিঃ বোস বলিল, আমরা যাচ্ছিলাম মালা দেবীর বাড়ীতে ; তিনি আজ দুপুরে আমাদের ফোনে তলব করেছেন। আজ নাকি দেখা

হওয়া বিশেষ দরকার। তাই মরি বাঁচি হয়ে ছুটেছি। তারপর বেলাকে দেখাইয়া বলিল, ইনি মোটরে উঠে বললেন, যাবার পথে অশোকবাবুর সঙ্গে দেখা করবো। আমিও মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারুডেণ্টের মত বললাম, যথা আজ্ঞা দেবি!

বেলা রাগের ভাণ করিয়া বলিল, তা হ'লে বল তোমার ইচ্ছে ছিল না।

মিঃ বোস বলিল, নিশ্চয় ছিল। শুনুন্ অশোকবাবু, আমরা এসেছি আপনাকে কংগ্র্যাচুলেট্ ক'রতে। অশোকবাবু আপনি লাকি ফেলো।

অশোক বলিল, কি রকম?

বেলা বলিল, মিস্টার রায় জীবন-ভর সাধনা করেও সফল মনোরথ হ'তে পারলেন না, আর আপনি কি না এক বছরের মধ্যেই কেল্লা মেরে দিলেন, একেই বলে, কপাল।

মিঃ বোস বলিল, কপাল বলে কপাল! একেবারে রাজকন্যা সঙ্গে পূর্ণ রাজ্য।

অশোক শুষ্কহাসি হাসিল। মনে হইল সে হাসি পাথরের বুক চিরিয়া বাহির হইল।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা অশোকবাবু, সত্যি বলুন তো, আপনার মনে যেন স্ফূর্ত্তি নেই।

অশোক জড়িতস্বরে বলিল, আমি তো কোন স্ফূর্ত্তির অভাব দেখছি না।

বেলা সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, অশোক মাথা নীচু করিয়া লইল।

বেলা কিছুক্ষণ বাদে বলিল, তিন চারদিন আগে রায়বাহাদুর আমাদের বলছিলেন যে, আপনার সঙ্গে মালার বিয়ের সম্বন্ধ করবেন,

আমি মালাকে একথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলে যে, তারও সম্মতি আছে। বোধ হয় আপনার পরিচয় পেলেই সম্বন্ধ পাকাপাকি হবে।

অশোক কিছু বলিল না, কেবল স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মিঃ বোস তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, চিয়ার্ আপ ইয়ং ম্যান, বিয়ের নামে মুষ্ড়ে পড়লে চলবে কেন? রাজকন্যা সঙ্গে পূর্ণ রাজত্ব, ভাবনা কি বন্ধু! আমি রাজকন্যা পেয়েছি, রাজত্ব আর আমার কপালে জুটলো না।

বেলা মিঃ বোসের জামায় একটা টান দিয়া বলিল, বেইমান, তুমি কিছু পেয়েছ কি, বাবা গুণে গুণে দশহাজার টাকা দিয়েছেন।

মিঃ বোস গম্ভীর হইয়া বলিল, দশ হাজার বুঝি আমার দাম, তা হ'লে তুমি বলতে চাও, আমার দাম আমার মোটরের দামের চেয়ে কম।

বেলা বলিল, নিশ্চয় কম, তোমার আবার দাম কি। ওর সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না। জল নেই, ঝড় নেই, আলস্য নেই, যদি বলি চল, দ্বিরুক্তি না করে ও চললো, ও আমার কত সেবা করে।

মিঃ বোস বলিল, আমি বুঝি কিছু করি না।

বেলা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, তুমি আমার কি কাজে লাগছ?

মিঃ বোস বলিল, শুন্‌লেন অশোকবাবু—শুন্‌লেন! যাক্, আজ সব বুঝলাম। তারপর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এ প্রাণ আর রাখবো না, আজ এখান থেকে পিচ্ ঢালা রাস্তায় লাফিয়ে পড়বো, যায় প্রাণ যাক্, কার জন্যে আর, যার প্রিয়া বিরূপ তার আর বেঁচে থেকে লাভ কি?

বেলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ তো লাফিয়ে পড় না, কেমন বাহাদুর দেখি।

মিঃ বোস এবার সুর করিয়া বলিল, প্রিয়ে! সত্যই কি তুমি আমার মৃত্যু দেখতে চাও? কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ; তোমার মুখ চেয়ে পাপ তো করতে পারি না।

বেলা বলিল, ব্যস্, হয়ে গেল বাহাদুরি।

মিঃ বোস এবার হাসিয়া বলিল, মুখে বল্লাম এই যথেষ্ট। জানো না কি প্রিয়ে, বাঙালির সঙ্গে মুখে কেউ পারবে না। যাক্, এধারে যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ওদিকে তোমার সখি হা হুতাস করছেন।

বেলা বলিল, সত্যি,—ওঠা যাক্; এখানে অনেক দেরী হয়ে গেল। অশোকবাবু, তা হ'লে আমরা উঠি,—নমস্কার!

অশোক বলিল, চা খাবেন না?

বেলা হাসিয়া বলিল, আজ আর নয়। বরঞ্চ আর একদিন এসে সন্দেশ খেয়ে যাবো।

মিঃ বোস বলিল, তা হ'লে আমিও নমস্কার করি। বাহনটী না হ'লে দেবীর তো আর চলবে না।

অশোক হাত-যোড় করিয়া নমস্কার করিল। তাহারা চলিয়া গেল।

চাকর আসিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জালিয়া, অত্যকার সন্ধ্যার স্পেশাল গণমত ও জনমত কাগজ দুইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

অশোক গণমতখানা লইয়া আলোর সামনে মেলিয়া ধরিল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে দৃষ্টি পড়িতেই সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ বাদে মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিল। তারপর দুই হাতে টেবিলের উপর মাথা গুঁজিল।

আজকার গণমতে জারজ নাম দিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রবল আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। অশোকের বুঝিতে বাকি রহিল না, ইহাও মিঃ রায়ের কাজ।

সম্পাদক কি ভীষণভাবেই না তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে, এই সব লোকেরা কি ভীষণ। ইহারা ছদ্মবেশে ভদ্রসমাজে মিশিয়া, কি ভাবে সমাজকে কলুষিত করিতেছেন, তাহার প্রমাণ আমাদের জনমত সম্পাদক অশোকবাবু। আমরা তাঁহাকে ভদ্রবংশজাত বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু তাঁহার ছদ্মবেশের পিছনে এত বড় পাপ যে লুকান ছিল, তাহা তিনি কখনও কাহাকেও বলেন নাই। এইভাবে তিনি দীর্ঘদিন ভদ্রসমাজে মিশিতেছেন। হালে একটী বড় ঘরের মেয়ে, তাঁহার চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে উদ্যত হ'ন; কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সে জাল ছিন্ন হইয়াছে, এক সহৃদয় যুবকের চেষ্টায়। আজ এতবড় দুর্নীতি লোকসমাজে চলিয়াছে যে, তাহা বলিবার নয়। এই সকল কুকুরকে বেত্রাঘাত করিয়া সমাজ হইতে দূর করিয়া না দিতে পারিলে, আমাদের দেশের ও জাতির মঙ্গল নাই। যেমন করিয়াই হউক ইহাদের দূর করিতেই হইবে। ইহারা সব আবর্জ্জনা, জাতির কলঙ্ক ও দেশের শত্রু।

অশোক আর পড়িতে পারিল না। দুই হাতে টেবিলের উপর মাথা গুঁজিল। তাহার মুখ হইতে কেবল বাহির হইল, ওঃ!

তাহার মনে হইতে লাগিল, শত-সহস্র কৌতুহলী চক্ষু যেন দেয়াল ভেদ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন তাহাকে ঘিরিয়া বিদ্রূপের-হাসি হাসিতেছে। কোটী কোটী লোক যেন তাহার বিষয় আলোচনা করিতেছে। তারপর সকলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে দেখিতেছে। একি! তাহারা যে সবাই বাতাসের মত তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এঁ্যা! এরা কি আমাকে হত্যা করিবে? অশোক চীৎকার করিয়া উঠিল।

এবার সে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া বসিল। ধীরে ধীরে বলিল,

আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? একি পায়ের নীচে মেঝে যে কাঁপছে। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?

তারপর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, না আমারই পা কাঁপছে। বাতাস যেন ভারি বোধ হচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এত আলো কেন? আমি আলো চাইনে।

অশোক দৌড়াইয়া গিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো নিভাইয়া দিল। তারপর খোলা জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদু বাতাসে তাহার মনটা অনেকটা শান্ত হইল।

অশোক অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া আবার চেয়ারে আসিয়া বসিল। অস্ফুটস্বরে বলিল, কি অপরাধ করেছি আমি? সমাজ আমাকে ত্যাগ করবে কেন? আমি সমাজকে ত্যাগ করবো। কি করেছে সমাজ আমার? যখন আমি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি একমুঠো অন্নের জন্য, তখন সে কি আমাকে অন্ন দিয়েছে। আজ কি সাহসে সে আমাকে শাসন করতে চায়। আমি সমাজের বাঁধন মানি না। যদি আমি কোনদিন শক্তি-সঞ্চয় করতে পারি, তা হ'লে এই সমাজকে পায়ে দলে থেঁতলে দেব। যে সমাজে বিচার নেই সে সমাজ না থাকাই ভাল। আমি সমাজপতিকে জিজ্ঞসা করছি, আমার জন্মের জন্য আমি কি দায়ী?

সত্যি আমি জারজ। কিন্তু মিস্টার রায় কি আমার চেয়ে বড়? না, কখনই না। কোন্ বিষয়ে সে আমার চেয়ে বড়? আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে, জন্মের দোহাই দিয়ে, সে বড় হ'তে চায়। আজ আমি দাঁড়িয়েছি নিজের পায়ে, নিজের বুদ্ধি ও বিদ্যার জোরে। আমি কারো চোখ রাঙানি মানবো না, কারো কথা শুনবো না। আমি মানুষ, ওদের মতই মানুষ। পৃথিবীর বুকে জন্মেছি—ওদের মতনই আমার অধিকার আছে। আমি আর কিছু ভাববো না, বিচার করবো না।

আমি শুধু মনে রাখবো, আমি মহাপণ্ডিত অশোক গুপ্ত। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আমাকে বাঁচতে হবে।

এই সময় ঠাকুর আসিয়া জানাইল, আহার প্রস্তুত।

অশোক বলিল, চল,—যাচ্ছি।

তেইশ

সন্ধ্যার পরে মালা আপনার ঘরে স্তূপীকৃত জিনিষ-পত্র লইয়া গুছাইতে ব্যস্ত ছিল। এই সময় বেলা ও মিঃ বোস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বেলা বলিল, বিয়ে বাড়ীর ধূম পড়ে গেছে দেখছি।

মালা মাথা উঠাইয়া বলিল, আয় রে।

তারপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, বসুন মিস্টার বোস।

বেলা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, কি ব্যাপার বল দিকি, এত গোছগাছ কিসের ?

মালা বলিল, কাল আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি।

বেলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, পশ্চিমে যাচ্ছিস্।

মালা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

বেলা বলিল, বিশ্বাস হবে কোথা থেকে, আজ বাদে কাল বিয়ে।

মালা গম্ভীর হইয়া বলিল, বিয়ে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বেলার মুখ হইতে বাহির হইল, বিয়ে হবে না !

মালা শুধু বলিল, না।

বেলা প্রথমে মনে করিয়াছিল, মালা বোধ হয় তাহার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

মিঃ বোস এতক্ষণ শুনিতেছিলেন। এবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি মালা ?

মালা বলিল, ব্যাপার বড় সঙ্গীন।

বেলা রাগ করিয়া বলিল, ফাজলামি রাখ, ব্যাপার কি বল।

মালা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি।

বেলা এবার মালার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দেখ, আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে। সত্যি বল, কি হয়েছে ?

মালা এবার গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, অশোকবাবুর জন্মের ঠিক নেই।

বেলা ও মিঃ রায় একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, জন্মের ঠিক নেই !

মালা বলিল, না,—তিনি জারজ।

তারপর কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ। বেলা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, মিস্টার রায় বুঝি রটাচ্ছে।

মালা বলিল, রটাচ্ছে না,—সত্যি।

বেলা অধিকতর চীৎকার করিয়া বলিল, আমি বিশ্বাস করি না। সব সাজান,—সব জাল।

মালা বলিল, না রে না। অনাথ-আশ্রমের সেক্রেটারী ও কন্‌ভেণ্টের পাদরী ওঁরা সব তাঁকে জানেন। তাঁরা সব কাল এসে বলে গেছেন। ওঁরা সব যে তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত জানেন।

বেলা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, সব মিস্টার রায়ের কারসাজি। ওদের সব টাকা খাইয়েছে।

মালা বলিল, না রে না,—বাবা তাঁকে সেদিন পরিচয় জিজ্ঞাসা করবার পর থেকে মুষ্‌ড়ে পড়েছেন, আর এদিকে আসেন নি। আমি বলছি, অশোকবাবুও এই কথা আমাদের জানাবেন। তাঁর স্বভাব আমি ভাল ক'রেই জানি। তিনি কোন কথা লুকাবেন না।

বেলা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল। এবার সে ঝপ করিয়া সেই জিনিষপত্রের মধ্যে বসিয়া পড়িল।

মালা হাসিয়া বলিল, বড্ড দুঃখ হলো, না রে ?

বেলা তাহার দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুই হাসছিস্ যে।

মালা বলিল, তা হ'লে কি ক'রবো ?

বেলা বলিল, আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোর অন্তর পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে।

মালা আর কিছু না বলিয়া, কতকগুলি কাপড় লইয়া বাক্সের মধ্যে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। বোধ হয় নিজের দুর্ব্বলতাটুকু ঢাকিবার জন্য।

মিঃ বোস বলিল, মেনে নিলাম অশোকবাবু জারজ। কিন্তু তিনি মানুষের মত মানুষ। আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে।

কেহ কোন উত্তর দিল না।

মিঃ বোস বলিতে লাগিল, আমি মনে করি কেউ তার জন্মের জন্য দায়ী নয়, সে তার কর্ম্মের জন্য দায়ী। অশোকবাবুও তাঁর জন্মের জন্য দায়ী নন, তাঁর কর্ম্মের জন্য তিনি দায়ী। কিন্তু হিন্দুসমাজ তা স্বীকার ক'রবে না। তারা বলবে, কর্ম্মই জন্মের দায়ী। মানুষ তার সুবিধার জন্য গড়েছে, ভগবান গড়েননি। ইচ্ছে ক'রলেই মানুষ তাকে পরিবর্ত্তন ক'রতে পারে। আর আমাদের সমাজে পরিবর্ত্তন হবেই ; তবে একটু দেরী আছে। সত্য বটে,—আমরা বিবাহিত পিতা-মাতার সন্তান। এই বিবাহ-পদ্ধতি মানুষ গড়েছে। কিন্তু যখন আদিম যুগে এ পদ্ধতি ছিল না, তখন তো কেউ কাকে ঘৃণা ক'রতো না। মানুষ সভ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে তার চারি পার্শ্বে নিষেধের গণ্ডী টেনে দিল। তাতে তাদের ভাল হলো কি মন্দ হলো, সে বিচার তারাই ক'রবে। এই বিবাহ-পদ্ধতি যে খুব উঁচু দরের আমি তা মনে করি

না। তোমরা আমাকে মাপ করো, আমি এমন কিছু বলবো হয় তো বিরক্ত হবে। কিন্তু না বলেও পারছি না। এই বিবাহ-পদ্ধতিকে আমি বেশ্যাবৃত্তির নামান্তর মনে করি। তবে তফাৎ এই যে, শতের মনোরঞ্জন না করে একজনের করা। কিন্তু দুই একই জিনিষ। তবে সমাজে জারজ ছেলেমেয়েদের গ্রহণ করবে না কেন? এই কথা যদি আমি সমাজকে জিজ্ঞাসা করি,—তবে সমাজ কি উত্তর দেবে?

এই সময় রায়বাহাদুর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, এই যে তোমরা এসেছ।

মিঃ বোস উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার শরীর এখন কেমন আছে?

রায়বাহাদুর বলিলেন, একটু ভাল আছি। কাল আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি।

মিঃ বোস বলিল, শুনেছি।

তারপর সকলেই নীরব। প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে বেলা বলিল, কাকাবাবু, আপনি একবার নিজে খবর নিলে পারতেন।

রায়বাহাদুর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, কোন দরকার নেই মা।

বেলা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ বাদে রায়বাহাদুর বলিলেন, গোছান কতদূর হলো মা?

মালা জবাব দিল, প্রায় হলো বাবা।

রায়বাহাদুর বলিলেন, দেখ, রাত জেগে যেন করিস্ নে, তা হ'লে আবার অসুখ করবে।

মালা বলিল, না বাবা, তুমি ভেবো না।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তোমরা কথা কও, আমি শুইগে।

মালা বলিল, আচ্ছা যাও, আমিও এখনি আসছি।

রায়বাহাদুর বলিয়া চলিয়া গেলেন। মালা ও বেলা নীরবে গুছাইতে লাগিল। মিঃ বোস মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা বলিতেছিল। কিন্তু কথাবার্ত্তা আর জমিতেছে না দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ মিঃ রায় জুতার মস্ মস্ শব্দ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। হাতে একখানা খবরের কাগজ। মালা ও বেলা একবার মুখ উঠাইয়া দেখিয়া তখনি আবার মুখ নামাইয়া লইল।

মিঃ বোস বলিল, আসুন মিঃ রায়।

মিঃ রায় হাসিতে হাসিতে বলিল, এই যে, আপনারাও এসেছেন দেখ্ছি,—ভালই হয়েছে।

মিঃ বোস রায়ের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, কাগজখানা কি দেখি?

মিঃ রায় তাহার হাতে কাগজখানা দিয়া বলিল, স্পেশাল গণমত।

মিঃ বোস বলিলেন, আপনি আবার কবে থেকে বাঙ্লা পড়তে আরম্ভ করলেন?

মিঃ রায় হাসিয়া বলিল, মধ্যে মধ্যে পড়ি বৈ কি। দেখুন আজকের কাগজে একটা মজার খবর আছে। অশোকবাবুর সম্বন্ধে খুব কড়া করে লিখেছে।

মিঃ বোসের মুখ হইতে কেবল বাহির হইল, ওঃ!

মিঃ রায় হাসিতে হাসিতে বলিল, জোরে জোরে পড়ে মালাকে শোনান্।

মালা মুখ তুলিয়া বলিল, আমাকে শোনানো কি আপনার দরকার আছে?

মিঃ রায় বলিল, তোমাকে শোনাব বলেই তো এনেছি।

মালা গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

মিঃ রায় বলিল, মানে অতি সোজা। অশোকবাবু কেমন লোক এখন দেখ।

মালা বলিল, কে কেমন লোক তা আমি জানি।

মিঃ রায় বলিল, হয় তো জান, এ কাগজটা পড়লে আরো জান্‌তে পারবে।

মালা বলিল, আজ জানবার দরকার নেই। এখন আপনি দয়া করে এখান থেকে যান।

মিঃ রায় সে কথা কানে না তুলিয়া বলিল, তোমার প্রবৃত্তিকে বলিহারি, একটা জারজকে কি না শেষে—

মালা ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি যাবেন কি না বলুন ?

মিঃ রায় বলিল, যদি বলি,—না।

মালা চীৎকার করিয়া উঠিল, দুবে ! দুবে !—দুবে বাহির হইতে উত্তর দিল, হুজুর !

মিঃ রায় দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, শয়তান ছুঁড়ি, তোমার এ তেজ ক'দিন থাকে দেখবো।

তারপর ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চব্বিশ

রাত্রি গভীর। অশোক আপনার শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেছিল। জগতের ঘৃণা অপমান বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ? কাল সকালে যখন সে ঘরের বাহির হইবে, তখন সকলে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবে। বলিবে, এই সে জারজ। কিন্তু তাহারা তো ভাবিয়া দেখিবে না, জারজ হলেও সে তাহাদের মত মানুষ। তাহার দেহেও তো ওদের মত রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

তাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে, মান অপমান আছে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। এক কথায় সবই আছে, নাই কেবল জন্ম-গৌরব। কিন্তু জন্ম-গৌরব কি জগতের সব চেয়ে বড় জিনিষ? সেও তো যথেষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহারো সাহায্যে দাঁড়ায় নাই। তবে কেন সে এত ছোট।

সমাজের কাছে সে কি অপরাধ করিয়াছে? সমাজই বা তাহার কি উপকার করিয়াছে। তবে সমাজকে এত ভয় করিতেছে কেন? ভয় সে করিতেছে না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মালা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছে, সেইবা কি মনে করিতেছে। মুহূর্ত্তে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

সে আবার চিন্তা করিতে লাগিল, মালা হয় তো মনে করিতেছে, আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাদের ধোঁকা দিয়াছি। সত্যই, উহাদের সঙ্গে মেশা উচিত হয় নাই। এতদিন তাহার পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। রায়বাহাদুর পরিচয় চাহিয়াছেন, কিন্তু আজ সে তাঁহাকে কি পরিচয় দিবে? আজ আর দিবারই বা কি আছে।

তিনি তো সব জানিতেই পারিয়াছেন। আজ তাঁহারা কতই না তাহাকে ঘৃণা করিতেছেন। মালা না জানি কত বিরক্ত হইয়াছে। আর সে মালার সামনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। হয় তো কথাও কহিতে পারিবে না। মালা তাহাকে দেখিলে, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে। নয় তো বিদ্রূপের হাসি হাসিবে।

আর রায়, ক্রোধে অশোকের চোখ জ্বলিতে লাগিল। এত বড় শয়তান কি জগতে আর আছে। আবার তখনি মনে হইল, তাহার কি অপরাধ। তাহার জীবনে যাহা সত্য তাহাই সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। সে তো কিছুই অন্যায় করে নাই। রাগ করিয়া লাভ কি।

সন্ধ্যার সময় সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এই অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? না, সে বাঁচিতে পারে না। ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়া সে আর বাঁচিয়া থাকিবে না। আর যদি মরিয়াই যায় তাহাতে জগতের কোন ক্ষতি নাই। একদিন সে জল-বুদ্‌বুদের মত উঠিয়াছিল, আবার না হয় মিলাইয়া যাইবে। জগতের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। কাহারও চোখ হইতে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িবে না। তাহার তো আপনার বলিতে জগতে কেহই নাই। গণমত ঠিক লিখিয়াছে। সে একটা আবর্জ্জনা, জাতির কলঙ্ক ও দেশের শত্রু। তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি?

অশোক বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আলো জ্বালিল, ড্রয়ার হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, এই আমার বন্ধু। এই আমাকে সকল যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিতে পারে।

অশোক এবার ভাল করিয়া পিস্তলটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল।

এবার উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইভাবে কাটিল। তারপর জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তারাগুলি ঝিক্ ঝিক্ করছে, চাঁদ হাসছে, হয় তো কাল আর আমি এদের দেখবো না। ওরা কিন্তু কাল এই রকমই হাসবে। এই বাতাস ঠিক এই রকমই বইবে। কিন্তু কাল আর আমি নিশ্বাস ফেলবার জন্য বেঁচে থাকবো না। কিন্তু তাতে জগতের লাভ ক্ষতি কিছু হবে না।

মরবার আগে একবার মালাকে দেখতে ইচ্ছে হয়। একবার লুকিয়ে দেখে এলে কেমন হয়। আবার তখনই মনে হইল, সে কি চোর, যে চোরের মত লুকাইয়া দেখিবে। না সে তাহা পারিবে না।

এই সময় রাস্তায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অশোক ধীরে ধীরে বলিল, ওই কুকুরটা আমার চেয়ে স্বাধীন, আমার চেয়ে সুখী। জন্ম যেন আমার লাঞ্ছনা অপমান সইবার জন্য। ওই যে পথের ভিক্ষুক, তারও আমার চেয়ে সামাজিক মর্য্যাদা আছে—নেই কেবল আমার। যাক্, আর ভেবে লাভ কি। আমি তো আমার পথ ঠিক করে নিয়েছি।

তারপর চেয়ারে আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। বলিতে লাগিল, রায়বাহাদুরকে যখন পরিচয় দেব বলে এসেছি, তখন নিশ্চয় দেব।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিল। লেখা হইয়া গেলে পড়িল, তারপর কি ভাবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। এইভাবে তিন চারিখানা পত্র লিখিয়া ছিঁড়িল। শেষে দুইখানি পত্র লিখিল। বার বার পড়িয়া দেখিল। তারপর পত্র দুইখানা খামের মধ্যে বন্ধ করিয়া ঠিকানা লিখিল।

তখন পূর্ব্বাকাশে আলোর রেখা দেখা দিয়াছে। ট্রাম চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। পথে পথে লোকের কলকণ্ঠ শোনা যাইতেছে। পাখীরা তখনও নীড় ছাড়ে নাই। আপন আপন বাসায় বসিয়া গান করিতেছে। চঞ্চল নগরী তখনও চঞ্চল হইয়া উঠে নাই।

অশোক চাকরকে জাগাইল। সে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল। অশোক তাহার হাতে পত্র দুইখানা দিয়া রায়বাহাদুরের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

চাকর চলিয়া যাইতেছিল। অশোক ডাকিল, আর শোন্, আজ আমি কিছু খাব না, ঠাকুরকে বলে দিস্। আজ তোদের ছুটী। তোরা বেড়াতে যেতে পারিস্।

আচ্ছা, বলিয়া চাকর চলিয়া গেল। অশোক আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। তখন পূর্ব্বদিক অনেকটা আলোকিত হইয়াছে। সে সেইদিকে

চাহিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। এমন সুন্দর পৃথিবী, তাহার জন্য কি একটুও স্থান নাই। কি অপরাধ করিয়াছে সে, যে আজ তাহার বাঁচিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই! আবার তখনি মনে হইল, এই সূর্য্য যখন উঠিবে, সেও অন্য লোকের মত আলো পাইবে। এই যে বাতাস এও তো সে অন্য লোকের মত নিশ্বাস লইতেছে। তবে সামাজিক বাঁধন কি এত বড় যার জন্য তাহাকে মরিতে হইবে? না—সে মরিবে না। কেন মরিবে? সে সমাজ মানে না। আবার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, কিন্তু মালা তাহাকে কি মনে করিতেছে! নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। যখন সে পত্রখানা পড়িবে, তখন সে কি মনে করিবে! হয় তো অবজ্ঞার হাসি হাসিবে। নয় তো রাগে পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। হয় তো মনে মনে বলিবে, জারজের কি স্পর্দ্ধা!

অশোক আর ভাবিতে পারিল না। সমস্ত শরীর যেন টলিতে লাগিল। মাথার মধ্যে কেমন ঝা ঝা করিয়া উঠিল, সে কোন রকমে চেয়ারে আসিয়া বসিল। টেবিলের উপরে দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিল। তাহার মনে হইল, তাহার শরীরের চারিদিকে কে যেন আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। পায়ের নীচে হইতে পাকা মেঝে সরিয়া যাইতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওঃ! আর যে সহ্য করতে পারছি না।

তাহার দুই চোখ বহিয়া হু হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল।

অশোক এবার ধীরে ধীরে বলিল, না, আর নয়। এতক্ষণ মালা নিশ্চয় চিঠিখানা পড়ছে। ওই তো সে হাসছে, তবে আর কেন।

অশোক ড্রয়ার হইতে পিস্তল বাহির করিল। তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ভগবান, তোমাকে কখনো স্মরণ করিনি। তুমি আছ কি

না জানি না। যদি তুমি থাক তাহলে এমন জন্ম আর যেন দিয়ো না। এর চেয়ে আমাকে নরকের কীট ক'রে সৃজন করো। সেও এর চেয়ে অনেক ভাল।

তারপর অশোক পিস্তলটী বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

পঁচিশ

মালা ও রায়বাহাদুর ভোরে বেড়াইয়া আসিয়া নীচের বৈঠকখানায় চা পান করিতেছিলেন। এই সময় অশোকের চাকর আসিয়া দুই-খানা পত্র দিয়া গেল।

রায়বাহাদুর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অশোক বুঝি চিঠি দিয়েছে?—তা এত সকালে কেন?

মালা অন্যমনস্কভাবে বলিল, তাই তো দেখ্‌ছি।

রায়বাহাদুর উদ্বিগ্নস্বরে বলিলেন, পড় তো মা।

মালা রায়বাহাদুরের নামে খামখানা খুলিয়া জোরে জোরে পড়িতে লাগিল:—

মহামাননীয় রায়বাহাদুর সমীপেষু!

আপনি আমার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন। আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনাকে আমি এক বর্ণও মিথ্যা কথা বলিব না। আপনি সব শুনিয়াছেন; আর নূতন করিয়া বলিবারই বা কি আছে। আমি যতদূর জানি, সত্যই আমি একজন জারজ। কিন্তু আমি কি আমার জন্মের জন্য দায়ী? সে বিচার আপনি করিবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নই, তবে আমার কর্ম্মের জন্য আমি দায়ী। আমার মনে হয়, কর্ম্মই জগতে বড়। থাক্—

এতদিন আমার পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরিচয় দিবার বিশেষ কোন কারণ ঘটে নাই। আপনারা বলিতে পারেন—

আমার মত লোকের আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা উচিত হয় নাই। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমি আপনাদের সোসাইটী এড়াইয়া চলিতাম। ভদ্রতার খাতিরে যতটা না মিশিলে নয়, ততটাই মিশিতাম। যদি অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিবেন।

আমাকে লইয়া আপনাদের মধ্যে এমন অশান্তি হইতে পারে,—ইহা আমি কখনো কল্পনাই করিতে পারি নাই। সবই আমার অদৃষ্ট। কর্ম্মফল মানুষ মাত্রকেই ভোগ করিতে হইবে। আমিও সেই কর্ম্মফলের অধীন। অনুতাপ করিয়া লাভ নাই।

আমি আপনার কাছে অদ্য শেষ বিদায় চাহিতেছি। এই কলঙ্কিত জীবন লইয়া আর আপনাদের সামনে উপস্থিত হইব না। আমার মনে হয়, আপনি আমাকে একটু স্নেহ করেন। হয় তো আপনার বুকে একটু বাজিবে। এক ফোঁটা চোখের জলও পড়িতে পারে। তখন মনে করিবেন জারজের জন্য চোখের জল ফেলাও অন্যায়—তাহার প্রাপ্য শুধু ঘৃণা, অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা। অনেক কিছু লিখিলাম। যাক্,—আর বিরক্ত করিব না। আশা করি, আপনার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইব না। এইটুকু আমার সম্বল। প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণত—

শ্রীঅশোককুমার গুপ্ত

মালা পত্র পড়া শেষ হইলে দেখিল, পিতার চোখ হইতে ঝর্-ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। যেন নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মালা তাঁহার দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রায়বাহাদুর আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিলেন। জামার হাতায় চোখ মুছিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, যাক্, ভালই হলো।

মালা কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে আপনার খামখানা খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল। অশোক লিখিয়াছে ঃ—

কল্যাণীয়াসু!

মালা! জীবনের বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে আজ তোমাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলাম, আশা করি অপরাধ গুরুতর হয় নাই। কারণ তোমাকে আমি বড় আপনার বলিয়া মনে করি। শোন,—আমি তোমায় ভালবাসি। হয় তো তুমি আমার কথা শুনিয়া হাসিতেছ, না হয় রাগিতেছ, নয় মনে মনে বলিতেছ কি স্পর্দ্ধা এই জারজের। মনে রাখিয়ো জারজ হইলেও সে মানুষ। আর তাহারও রক্ত-মাংসে গড়া শরীর।

তোমায় আমি ভালবাসি। এ ভালবাসা কামনা-বাসনাহীন। গঙ্গা-জলের মত পবিত্র। চাঁদের আলোর মত স্নিগ্ধ। ভালবাসা কোন কিছু বিচার করে না। বাধা মানে না, কোন প্রতিদান চায় না। সে আপনার বেগে আপনি ধাবমান। এ আমার অন্তরের ভালবাসা। ভক্ত যেমন দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিয়া কৃতার্থ হয়, আমি সেইরূপ তোমাকে ভালবাসিয়া চরিতার্থ।

তুমি কি আমায় ভালবাস? হয় তো বাস, হয় তো বাস না। কারণ জারজকে কে কবে ভালবাসে। এরা যে জগতের ঘৃণ্য। ভালবাসায় কি দোষ আছে?—আমার মনে হয় নাই। যাক্।

অনেক সময় আমার নীরবতা দেখিয়া তোমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে। আজ বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, নীরবতার কারণ কি। এই নীরবতা ছিল আমার অন্তরের ব্যথা। মিঃ রায়ের আঘাতে আমি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি, তবু কখনো প্রতিবাদ করি নাই। কারণ জন্ম আমার ব্যাধিগ্রস্ত। জানি না কে আমার পিতা, কে আমার মাতা, কি আমার ধর্ম্ম ও কোন্ জাতি। জ্ঞান হইয়া শুনিলাম, আমি জারজ। মানুষ হইলাম পরের দয়ায়। তারপর দাঁড়াইলাম নিজের পায়ে।

তোমার বাবা একদিন পাকে-চক্রে জানাইলেন যে, তুমি আমার হইবে। সেদিন মনে হইল ইহাও একটা বিদ্রূপ। কারণ আমি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। সত্যই আজ ইহা একটা বিদ্রূপেই দাঁড়াইয়াছে। আর এই বিদ্রূপ যে কত বড় বিদ্রূপেই দাঁড়াইয়াছে, সে কেবল আমিই জানি। তোমায় আর কি বলিব।

মালা, আমার আশা ছিল, আমি মানুষ হইব! বাংলা সাহিত্যকে এমন করিয়া গড়িব, যাহাতে আমাদের এই পদানত জাতির অন্তরের বেদনা মূর্ত্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। জাতিকে এমন করিয়া তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা ছিল যে, সে বজ্রের সামনে বুক পাতিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। আমার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল না।

মৃত্যু আমায় আজ হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। আমায় আজ মরিতে হইবে। নিশ্চয় আমার মৃত্যুর কোন প্রয়োজন আছে। ঘৃণা, অপমান ও অনাদর আর সহ্য করিতে পারি না। এর অবসান চাই,—অবসান চাই।

মালা. আমার মৃত্যু কি তোমার বুকে একটু বাজিবে না?—এক ফোঁটা চোখের জল কি পড়িবে না? মালা, এই হতভাগ্যের কেহ নাই। যদি পার এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিও। ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইব। শোন মালা, আজ আমি মরিতে চলিয়াছি। তুমি যখন এই পত্রখানা পাইবে, তখন আর আমি এ জগতে নাই—

হঠাৎ টপাস্ ও গোঁ গোঁ শব্দে রায়বাহাদুর মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, মালা চেয়ার হইতে কারপেটের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া এরূপ শব্দ করিতেছে। তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া তাহার নিকটে আসিলেন। তাঁহার চীৎকারে বাড়ীর সকলে ছুটিয়া আসিল, ধরাধরি করিয়া মালাকে কোচের উপর শয়ন করাইয়া দিল।

ঘরের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রায়বাহাদুর মাত্র দুইজনকে থাকিতে বলিয়া, আর সবাইকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। দুই একবার চোখে জলের ঝাপটা দিতেই মালার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে কাপড় সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রায়বাহাদুর ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন শরীরটা ভাল মনে করছো তো মা ?

মালা ক্ষীণস্বরে বলিল, হাঁ্যা বাবা, ভালই আছি।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ এমন হলো কেন ?

মালা উত্তর দিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, অশোক চিঠিতে কি লিখেছে।

মালা এবার কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সে নেই বাবা।

রায়বাহাদুর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, নেই ?

মালা কোচের হাতলটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, না, সে আত্মহত্যা করেছে।

রায়বাহাদুর টলিতে টলিতে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ হইতে অতর্কিতে বাহির হইল, অশোক আত্মহত্যা করেছে!

মালা বলিল, সে লিখেছে যে, আমি যখন তার পত্র পাব, তখন সে আর এ জগতে থাকবে না।

রায়বাহাদুর কাতরকণ্ঠে বলিলেন, ওঃ! ভগবান!

তারপর দুইজনই নীরব। কিছুক্ষণ বাদে রায়বাহাদুর বলিলেন, মা একবার দেখবি, সে হয় তো এখনো পর্য্যন্ত আত্মহত্যা নাও করতে পারে।

মালা সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, নাও করতে পারে!

বাবা আমি চল্‌লাম, যদি সে এখনো পর্য্যন্ত আত্মহত্যা না করে থাকে, তা হ'লে আমি তাকে আর আত্মহত্যা করতে দেব না, বাঁচাবোই।

রায়বাহাদুর বলিলেন, তুই যে বড় দুর্ব্বল। একলা যেতে পারবি কেন? চল্ আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

রায়বাহাদুর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মালা বলিল, তোমায় যেতে হবে না বাবা, তোমার যে অসুখ। আমি একাই যাচ্ছি।

মালা পা বাড়াইতেই রায়বাহাদুর বলিলেন, তাকে বলিস্, আমি তার সমস্ত পরিচয় জানি। তার বাপ এখনো বেঁচে আছে, একথাও তাকে জানাস্।

মালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তার বাপ বেঁচে আছে, তুমি তাকে জান?

রায়বাহাদুর বলিলেন, হ্যাঁ জানি। যদি তাকে বাঁচাতে পারিস্ তো সব কথা বলবো।

মালা আর কোন কথা না বলিয়া ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার খালি পা, কাপড় জামা সব এলোথেলো হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর লোকজনেরা তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে দূরে সরিয়া গেল, মালা গ্যারেজ্ হইতে মোটর বাহির করিয়া পূর্ণবেগে মোটর হাঁকাইল।

মালার এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, মোটর যেন জোরে চলিতেছে না, এর চেয়ে হাঁটিয়া গেলে ভাল হইত। শেষে মোটর আসিয়া অশোকের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। মালা মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িল। একটী করিয়া ধাপ বাদ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সাত আটটা সিঁড়ি উঠিতেই গুড়ুম গুড়ুম করিয়া দুইটী পিস্তলের শব্দ হইল। সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আসিল। তবুও সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, অশোক!—অশোক!

তারপর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া দ্রুতপদে উঠিতে লাগিল। টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবার মত হইল। দরজা ধরিয়া প্রাণপণে আপনাকে সামলাইয়া লইল।

তখন অশোকের কণ্ঠনালী হইতে তাজা রক্তধারা ছুটিতেছে। রক্তের ফিন্‌কি সামনের দেয়ালে আসিয়া লাগিয়াছে। টেবিল, কোচ্ সব রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। মেঝেতে রক্ত জমিয়া উঠিয়াছে। কোচের ডানদিকে তাহার মাথাটা হেলিয়া পিছনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হাত হইতে পিস্তল পায়ের তলায় খসিয়া পড়িয়াছে।

মালা দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বলিল, অশোক, একি করলে তুমি!

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর সে এবার চীৎকার করিয়া উঠিল, তুমি জানতে চেয়েছিলে, আমি তোমায় ভালবাসি কি না? নিশ্চয় তোমার আত্মা এখনো তোমার দেহের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে শোন,—তুমি জারজ হলেও তোমায় আমি ভালবাসি।

তারপর মালা জ্ঞান হারাইয়া সেখানে লুটাইয়া পড়িল।

— শেষ —